

ହରଜାହାନ

ନାଟକ

(୧୯୧୫ ମାସ ୧ମା ଚୈତ୍ର ଅନିବାର ପ୍ରଥମ
ମିନାର୍ତ୍ତା ସିରିଜରେ ଅଭିନୀତ)

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୀନାଥ ରାୟ

ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଓ ସନ୍ତ
୧୦୭/୧୧୧, ବର୍ମାବିଲ୍‌ସ୍‌ ଟ୍ରାଡ୍, କଲିକତା

দাম দুই টাকা আট আনা

উৎসর্গ পত্র

বঙ্গসাহিত্যের গুরু

হিন্দুর হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাতা

প্রাজ্ঞ, মনীষী, দেশভক্ত, স্বধর্মব্রত

ভারতের গৌরব

ঔবন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি, আই, ই-র

পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে

এই স্মরণসাহান নাটক

উৎসর্গীকৃত হইল

কুশীলনগণ

পুরুষ

জাহাঙ্গীর	ভারতের সম্রাট
শের খাঁ	সম্রাটের ওমরাও
মহাবৎ খাঁ	সম্রাটের সেনাপতি
আয়াস	সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ, পরিশেষে মন্ত্রী
আসফ	আয়াসের পুত্র
কর্ণসিংহ	মেবারের রাণা
খসরু (রেবার পুত্র)	}	...	জাহাঙ্গীরের পুত্রগণ
পরভেজ			
খুরম (সাজাহান)			
শারিয়্যার			
বিজয়সিংহ	মেবারের সেনাপতি

স্ত্রী

রেবা	ভারতের সম্রাজ্ঞী
মেহেরুন্নিসা (হুরজাহান)	শের খাঁর স্ত্রী
লয়লা	হুরজাহানের কন্যা ।
খাদিজা (মমতাজ)	আসফের কন্যা



“ नि डाय

অভুল চিরবিমোহন তুমি হৃদয় স্বরধাম ।
 শশ্মিতপরাবিশ্বরিত, কুসুমিত, সুখাম ।
 শতশীতলঘননিকুল্ল, শতবিহঙ্গ-মুখারিত রে,
 শতনিৰ্ঝরঝরঝরঝরিত অবিদ্রাম ।
 —মনরানিলসেবিত সুহ অমরঙ্গপরাশি রে,—
 বন উপবনময় শিহরিত গীতিগন্ধহাসি রে ;
 হ, অনাখ্য অমরাবতী । কি হৃথে হতভাগিনী !
 হাস হাস হাস তব সুকৃষিত অবিদ্রাম ।

শের খাঁ কহিলেন—“সুন্দর ! যাও, তোমরা খেলা কর গে যাও ।”

বালিকাষয় দরে চলিয়া গেল

হুরজাহান কহিলেন—“কি সুন্দর এই বঙ্গদেশ ! এর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র—
যা'র উপর দিয়ে গ্রামলতার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে ; এর নদনদী—যা'র
অগাধ সলিলস্রোত যেন আর সে ধ'রে রাখতে পার্ছে না ; এর নিকুঞ্জবন
—যেখানে ছাগাসুগন্ধসম্বীত যেন পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে ! সমস্ত
দেশটা যেন একটা অপাখিব সুখস্থল দেখছে ।”

শের । ঈশ্বর এর অধিবাসাদের এমন দেশ দিয়েছেন । কিন্তু তা
রক্ষা করবার শক্তি দেন নাই ।

হুরজাহান । না প্রিয়তম, আমার বোধ হয়, এত সুখ এদের নৈলো
না । এত সুখ বুঝি কারো নয় না !

শের । না মেহের ! এই দেশের এই উর্বর সৌন্দর্য্যই তার কালস্বরূপ
হ'য়েছে । এই বঙ্গভূমি অত্যধিক আদরে তার সম্মানদের মাথা পেয়েছে ।
আদর উত্তম ছিনিস । সে বৃষ্টিধারাব মত ধরণীকে গ্রামলা করে । কিন্তু
অত্যধিক আদর অতিবৃষ্টির মত নিক্ষেপ কাজ নিজেই নষ্ট করে ।

হুরজাহান । তবে তুমি অত্যধিক আদর দিয়ে আমায় নষ্ট করছ ?

শের । তোমায় মেহের ! আমার মনে হয়, তোমায় আমি যথেষ্ট
আদর ক'রে পারি না ।

হুরজাহান । দেখ প্রিয়তম ! লগ্না আর খাদিজা ঐ নদের ধাবে
কেমন গলা ধরাধরি করে' বেড়াচ্ছে—বেন ছুটি পরীশিত !

শের । ছুটির মধ্যে একটি ত বটে ।

হুরজাহান । ওদের পাশে ঐ স্থলপদ্মগুলি ফুটে বয়েছে । ওদের আর
স্থলপদ্মগুলির উপর সূর্য্যের শেষ কনকবস্ত্র এসে পড়েছে । কে বলবে—
কোনগুলি সুন্দর—ঐ গাছের স্থলপদ্মগুলি, না আমাদের ঐ স্থলপদ্ম দুটি ।

শেব। সত্য প্রিয়তমে !

মুরজাহান। ওদের পিছনে শরভের ভরা দামোদর ঢুকল ছেয়ে
উদ্দাম অস্ত্রব বেগে চলেছে ! কি সুন্দর !

শেব। কি সুখী আমরা মেহের !

শের খাঁ এই বলিয়া মুরজাহানের হাতে হাত দিলেন

মুরজাহান অবিচলিত অন্তমনস্কভাবে কহিলেন—

“কিন্তু এত সুখ বুঝি সৈবে না।”

শের। কেন সৈবে না গোহের ? আমরা কা'রো কাছে কোন অপরাধ
কবি নি , কারো কিছু ধারি না ; আমবা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে সুখী ।
এই অপরাগে আগাদেব সুখ সৈবে না ?

মুরজাহান। কি অপরাধ করেছিল 'এই বঙ্গবাসী নাথ ? তারা নিজের
স্বত্বই মগ্ন ছিল। কিন্তু সৈল না। এত সুখ নয় না। নিজের সৈলেও
সুবেব নয় না। ঈর্ষা হয়, লোভ হয়, কেড়ে নিতে ইচ্ছা হয় ।

এ সময় পশ্চাৎ হইতে মুরজাহানের লাঠা আসক হঠাৎ আসিয়া হাসিয়া কহিলেন—

“কিন্তু আমি আপনাদের—”

মুরজাহান। (চমকিয়া) কে ! আসক নাকি ?

শের। আসকই ত দেখছি !

এই বলিয়া উঠিয়া পাড়াইয়া তাঁহার হস্ত ধরিলেন

আসক। আমি বলতে যাচ্ছিলাম খাঁসাহেব, যে আমি মহাশয়দের
কিছু কেড়ে নিতে আসি নি ; বরং কিছু দিতে এসেছি ।

শের। কি দিতে এসেছো ?

আসক। শীঘ্র বলছিবে বড়—আগে—

মুরজাহান। পিতার মঙ্গল ?

আসফ। হা মেহের। সত্ৰাট্ জাহাঙ্গীর—

শের। সত্ৰাট্ জাহাঙ্গীর কে ?

আসফ। কেন !—সেলিম। তিনি আকবরের মৃত্যুর পর ‘জাহাঙ্গীর’ উপাধি নিয়ে সত্ৰাট্ হয়েছেন, তা তোমরা শোনো নি নাকি ?

মুরজাহান। সত্ৰাট্ আকবরের মৃত্যু হয়েছে ?

আসফ। শোন নি !—অবাক্ করেছো।

শের। না, আমরা শোনবার অবসর পাই নাই। আমরা নিজের স্মৃথেই বিভোর আছি।

আসফ। সত্য শোনো নি ?

শের। না আসফ। তা’তে আমাদের কি যায় আসে ? আদার বাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি !

আসফ। খুব যে যায় আসে, তা আমি এক্ষণে দেখাবো—

শের। আপাততঃ ভিতরে চল। অন্ধকার হয়ে এগো। চল মেহের—

মুরজাহান। চল যাচ্ছি।

আসফ ও শের বা গৃহাভিমুখী হইলেন

আসফ। খাদিজা কোথায় ?

শের। ঐ দেখছ না, লজ্জার সঙ্গে গলা ধরাধরি ক’বে বেড়াচ্ছে ?

আসফ। স্মৃথে আছে দেখছি।

উভয়ে চলিয়া গেলেন

মুরজাহান। সেলিম সত্ৰাট্।—আবার সে কথা কেন মনে আসে ?
না, সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দিব না—না না না ! সে প্রথম

যৌবনের একটা খেয়াল মাত্র। এখন আবাব সে চিন্তা কেন! সেলিম সম্রাট, তাতে আমার কি? আদান ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?

এই সময়ে শের খাঁ পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

“মেহের—বড় সুসংবাদ।”

মুরজাহান। কি নাথ?

শের। সম্রাট জাহাঙ্গীর আমাকে পাচহাজারী পদ দিয়ে আশ্রয় ডেকে পাঠিয়েছেন।

মুরজাহান। সর্দনাশ।

শের। সে কি!—এ আমার মহৎ সম্মান।

মুরজাহান। যাবে?

শের। যাবো বৈ কি।

মুরজাহান। যেও না বলছি।—খবদার!

শের। অত উত্তেজিত হ'চ্ছ কেন? এত পরম আনন্দের কথা।

মুরজাহান। শোন কথা—যেও না বলছি—সাবধান!

এই বলিয়া মুরজাহান দণ্ড চালিয়া গেলেন

শের। আশ্চর্য্য! মেহের হঠাৎ এত উত্তেজিত হ'ল কেন! মেহের মাঝে মাঝে বিচলিত হয় বটে, কিন্তু এত বিচলিত হ'তে তাকে সম্প্রতি কখনও দেখি নি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রাসাদের অন্তঃপুরকক্ষ

কাল—প্রাহ্ন

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সমাজ্ঞা রেবা দাঁড়াইয়া কণোপকখন করিতেছিলেন। রেবা গুজবসনপরিহিতা সজ্জাসাতা আল্লায়িতকেশা। হস্তে পুজার পাত্র

রেবা। সত্য বল।

জাহাঙ্গীর। আমি সত্য বলছি রেবা, শের খাঁ আমার দক্ষ ধনাধ্যক্ষ আয়াসের জামাতা। আর শেব খাঁ স্বয়ং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত পদ দিবার জন্য আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

রেবা। তাঁর জীব প্রীতি তোমার এতটুকু আসক্তি নাই?—এতটুকু? তবে দেখ।

জাহাঙ্গীর। আমার অন্তর গুহার যতদূর পর্যাস্ত দেখতে পাচ্ছি, এর মধ্যে কোন গুট মতলব নাই।—তুমি ক্ষুণ্ণ হো'য়ে না রেবা।

রেবা। দেখ নাথ, আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করছি, সে এই কারণে যে, সে পরকায়ী। যদি তাকে বিবাহ করা তোমার সম্ভব হো'ত, ত কোন কথা কইতাম না। কিন্তু এটা হচ্ছে আর একজনের ঘর ভাঙ্গার বিষয়—এক পরিবারের সুখ-শান্তি ধিনাশ করাব কথা। সে যে মহাপাপ! তাই চিন্তিত হই। চিন্তিত হই—আমার জন্য নয় নাথ! চিন্তিত হই তোমারই জন্য।

জাহাঙ্গীর। রেবা, তুমি আমার জন্য যেমন সদাসর্বদা চিন্তিত, সেইরকম আগ্রহে যদি আমায় ভালোবাসতে পাঠে।

রেবা। স্বামি!—এখনও সেই কথা?

জাহাঙ্গীর। কেন নয় রেবা? সেদিন আমি যেমন তোমার প্রণয়-

ভিক্ষু ছিলাম, আজও সেইরকম তোমার প্রণয়ভিক্ষু আছি। সেই জীবনের বহুশ্রম প্রভাতে আমি তোমার হৃদয়তীরেব উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম, —কাছেও এসেছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাই নাই।

রেবা। প্রভু, কতবার বলেছি, আবাব বলতে হবে? আমাদের এ কি বিবাহ? না একটা বাজনৈতিক বন্ধন মাত্র? হিন্দু আর মুসলমান মেশাবার জন্ত, আপনাদের পিতার একটি জাতীয় উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়-মাত্র। সে উদ্দেশ্য মহৎ! তা'ব জন্ত আমরা দুজনেই নিজের সুখ বিসর্জন দিতে বসেছি।—রাজার কর্তব্য বড় কঠোর। সে কর্তব্য সাধন কর্তে যদি না পার নাথ, তা হ'লে এ সাম্রাজ্য একখানি মেঘের প্রাসাদের মত আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে! না প্রভু, আমাদের এ জন্ম দুঃখের! তবে সেই দুঃখ পয়েব জন্ত এখন করছি, সেই আমাদের সুখ!

জাহাঙ্গীর। সকলের সাধ্য সমান নহে রেবা।—যাক সে সব পুরাণো কথা। আজ কেন আবাব সে কথা মনে হ'ল কে জানে!—ঐ যে কুমার খসরু আসছে। দেখ বেবা, খসরুকে আমি সাবধান করে' দিচ্ছি, তুমিও সাবধান করে' দিও।

সত্ৰাটের দ্বোঁঠপুত্র খসরু প্রবেশ করিয়া অভিযান করিলেন

জাহাঙ্গীর। খসরু! তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছিলাম, শোন। তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনেছি।

খসরু। কি অভিযোগ পিতা?

জাহাঙ্গীর। যে তুমি আমার আমার বিপক্ষে বিদ্রোহের মন্ত্রণা করছ। সে কথা কি সত্য?

খসরু। না পিতা।

জাহাঙ্গীর। সত্য হোক মিথ্যা হোক, তোমায় এক কথা বলে'

রাখি খসক! দেখ, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুমি ভারতের ভাবী সম্রাট। নিশ্চয় দোষে সব ছাড়াও না।

খসক। না পিতা।

জ্ঞানস্রোত। তুমি যদি অবধা আচরণ কর, তা হ'লে যদিও তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, যদিও তুমি তোমার মায়েব নেহপুত্র, যদিও তুমি সর্বজন প্রিয়, তবু যদি তুমি অজ্ঞান কর, তা' হ'লে তোমার কাকতি, তোমার মায়েব অশ্রু, আর আমার নেহ, তোমাকে তোমার সমুচিত দণ্ড হ'তে রক্ষা করতে পারবে না। মনে রেখো—

এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া গেলেন

বেবা তখন পসকর পক্ষে হাত দিয়া সম্রাট মৃত্যুরে কহিলেন—

“খসক!”

খসক। মা!

বেবা। এ কথা সত্য?—চুপ ক'রে বৈলে যে?—এ কথা সত্য?

খসক। না মা, মিথ্যা।

বেবা। না খসক, এ কথা সত্য। আমি তোমার নতদৃষ্টিতে, ভগ্ন-স্বরে, অস্থির ভঙ্গিমান বুঝতে পারছি। আমার কাছে কেন মিথ্যা বন্ধ খসক! আমি তোমার মা। আমার কাছে মিছা কথা! আমি জিজ্ঞাসা করছি। বল। এ কথা সত্য?

খসক অনেক নিস্তব্ধ থাকিয়া নতশিরে কহিলেন—

“হা মা, এ কথা সত্য।”

বেবা। তা পূর্বেই বুঝেছিলাম। শোনো। কদাপি এ কাজ কোরো না। বল—চুপ ক'রে বৈলে যে? বল করবে না?

খসক। না মা, আমি তা বন্ধে পারব না। আমি তা'দের কাছে অস্বীকার করেছি।

রেবা। অত্যাশ্রয় অঙ্গীকার করেছে! সে অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'নাই ধর্ম।
বল শপথ ক'ব—

খসরু। “মা—”

বলিয়া মস্তক অবনত করিলেন

রেবা। দেখ খসরু, আমি তোমার মা। মায়ের চেয়ে ভাব্‌বার জন
সংসাবে আর কেউ নাই। তার দেহ, রক্ত, মন, তার প্রবৃত্তি,
তাব ইচ্ছা-ভাবন, সম্বন্ধানের গালনের জগৎ গঠিত। আমি তোমার
সেই মা। আমি দিবারাত্র তোমারই মঙ্গলকামনা করি। বিনিময়ে
তোমার কাছে কিছুই চাই না। বিনিময়ে কেবল তোমারই কল্যাণ
চাই। আমি তোমার কল্যাণের জন্য বস্‌ছি, এ কাজ কদাপি ক'বো
না। বল ক'বের না?

খসরু। না, ক'ব না।

রেবা। আমার পা ছুঁবে শপথ কর।

খসরু। (আত্মজাবৎ করিয়া) শপথ করছি, কখন ক'ব না।

রেবা। এখন এস বস।

খসরু চলিয়া গেলেন

রেবা। মায়ের এত স্নেহ! ভগবান্, সম্বন্ধানেব শুভকামনা ক'রেই
মায়ের এত স্নেহ!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ। কাল—শীতের প্রভাত

পুরবাসিবর্গ প্রভাতরৌদ্রে বসিয়া গল্প করিতেছিল

১ম পুরবাসী। তুমি শেষ ঠাঁকে দেখেছো?

২য় পুরবাসী। এব আগেও জান্তাম, তার পর তাঁর আগ্রায় ফিরে
আসার পরও তাঁকে ছ'তিনবার দেখেছি।

৩য় পুরবাসী । (সগর্বে) আমার সঙ্গে তার বহুদিনের আলাপ ।

১ম পুরবাসী । আগ্রায় তিনি এসেছেন কবে ?

২য় পুরবাসী । এই মাসখানেক হবে ।

১ম পুরবাসী । দেখতে কি রকম ?

২য় পুরবাসী । দেখতে একটা ছোট-খাটো পাহাড়ের মত ।

৩য় পুরবাসী । বাপ ! কি শব্দ ! বুকখানা ঘেন একখানা মাঠ !

১ম পুরবাসী । নৈলে শুধু হাতে বাঘের সঙ্গে লড়ে ?

৩য় পুরবাসী । হাতিয়ার নিয়েই বা করজন পারে ?

৪র্থ পুরবাসী । কিন্তু আমার বোধ হয় যে, কথাটা সত্যি নয় ।

২য় পুরবাসী । এ আবার কি বলে !

৩য় পুরবাসী । বলছে, এ কথাটা সত্যি নয় ।

১ম পুরবাসী । সত্যি নয় কেন ?

৩য় পুরবাসী । হা, বল ত চাঁদ ! সত্যি নয় যে বলে—কেন ?

৪র্থ পুরবাসী । কেন ? অচ্ছা শোন ।—শেব খাঁ—হাঁ—দেখতে—

গায়ের জোর আছে বলে' বোধ হয় বটে—

২য় পুরবাসী । বোধ হয় ?

৪র্থ পুরবাসী । না হয় আছে । বোধ হয়টা না হয় নাই ব'ললাম ।

কিন্তু শুধু হাতে সে যদি বাঘের সঙ্গে লড়ে' থাকে, তা হ'লে হয় শের খাঁ লড়ে নি, স্বয়ং ইল্লজিৎ এসে লড়েছে ; নয় সেটা বাঘ নয় ; সেটা বনবিড়াল ।

১ম পুরবাসী । সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তারা সবাই বলে লড়েছে ।

৪র্থ পুরবাসী । হুঁঃ—অমন বলে' থাকে । শোনা কথায় বিশ্বাস কণ্ঠে নেই । নিজের চক্ষে দেখেছ ? আমি বললাম লড়ে নি ।

৩য় পুরবাসী । হুঁঃ—অমনি বলেই হ'ল লড়ে নি—

৪র্থ পুরবাসী । আমি বললাম লড়ে নি । সাবুদ কর ।

২য় পুরবাসী । এ লোকটা বড় ফ্যাসাদে লোক বলে' বোধ হচ্ছে ।

৪র্থ পুরবাসী । প্রমাণ কি ? শোনা কথা কোন প্রমাণই নয় ।

পঞ্চম ব্যক্তি একটু দূরে বসিয়া রোজ পোহাইতেছিল ও এ সব তর্ক নীরবে
এতক্ষণ শুনিতেছিল । সে অগ্রসর হইয়া কহিল—

“বটে ! শোনা কথা কথাই নয় বটে !—এস ত তোমায় একবার জেরা
করি ।”

৪র্থ পুরবাসী । আচ্ছা কর ।—(এই বলিয়া সে সদর্পে তাহার
সম্মুখীন হইল ।)

৫ম পুরবাসী । তোমার নাম কি ?

৪র্থ পুরবাসী । আবুহুসেন ।

৫ম পুরবাসী । কেমন করে' জানলে ?

৪র্থ পুরবাসী । বাপু' দিয়েছিল ।

৫ম পুরবাসী । দিতে দেখেছ ? মনে আছে ?

৪র্থ পুরবাসী । না—তবে লোকে ত ঐ বলে' ডাকে ।

৫ম পুরবাসী । তবে শোনা কথা ?—তোমার নাম, আমি বললাম,
আবুহুসেন নয় ।

১ম পুরবাসী । কেমন !

৩য় পুরবাসী । এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি । এস ত বাপধন !
‘আমাদের মূখ পেয়ে বিত্তা জাহির করা হচ্ছিল ।—এখন !

২য় পুরবাসী । কর কর—জেরা কর । বেটা মুষড়ে থাক্ ।

৫ম পুরবাসী । তার পর তোমার বাপের নাম কি ?

৪র্থ পুরবাসী । ইয়াদ আলি ।

৫ম পুরবাসী । এও শোনা কথা ?

৪র্থ পুরবাসী । কি রকম ?

৫ম পুত্রবাসী। তোমার বাপ যে ইয়াদ আলি, তা জান্লে কেমন কবে?—শোনা কথা। কেমন! শোনা কথা কি না?

৪র্থ পুত্রবাসী। হা—তা একরকম শোনা কথাই বলতে হয় বৈকি!

৫ম পুত্রবাসী। ব্যস্, তোমার বাপ ইয়াদ আলি নয়।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রবাসী উৎসাহে 'সাবাদ সাবাস' করিয়া লাফাইয়া উঠিল

২য় পুত্রবাসী। কব, জেবা কব—কব বেটাকে জেবা। নেটার আশ্পর্ক—

৬র্থ পুত্রবাসী। আচ্ছা, আমার বাপ ইয়াদ আলি নয় যদি, তবে আমার বাপ কে?

৫ম পুত্রবাসী। তা আমি কি জানি। তোমার বাপ নিতাই পাড়ে বা ভজন সিং যে কেউ হ'তে পারে।

৩র্থ পুত্রবাসী। (ক্রুদ্ধস্ববে) কি! আমি হ'লাম আবুহুসেন, আর আমার বাপ হ'ল নিতাই পাড়ে!

৫ম পুত্রবাসী। হুমিই যে আবুহুসেন নও।

৬র্থ পুত্রবাসী। আমি আবুহুসেন নই—তবে আমি কে?

৫ম পুত্রবাসী। যজ্ঞেশ্বর!

৪র্থ পুত্রবাসী। বটে! আমি যজ্ঞেশ্বর!—দেখি কেমন আমি যজ্ঞেশ্বর!

সে এই বলিয়া পঞ্চম পুত্রবাসীকে ধরিয়া প্রহার আরম্ভ করিল

৫ম পুত্রবাসী। আরে ছাড়ো ছাড়ো! উঃ বাবা রে! ছাড়ো—দেখ তোমরা—

৬র্থ পুত্রবাসী। কেমন, আমি আবুহুসেন নই?

৫ম পুত্রবাসী। হাঁ হাঁ, তুমি আবুহুসেন, তোমার বাপ আবুহুসেন, তোমার চৌকপুত্র আবুহুসেন।

৪র্থ পুরবাসী। আর আমার বাপ—

৫ম পুরবাসী। ঐ যে বল্লাম যে—আবুহুসেন।

৪র্থ পুরবাসী। আমিও আবুহুসেন, আমার বাপও আবুহুসেন? তা কখন হয়? না, আমার বাপ ইয়াদ আলি।

৫ম পুরবাসী। ভালো!—ইয়াদ আলি তোমার বাপ হ'লেই যদি তুমি খুসি হও—না হয় তোমার বাপ ইয়াদ আলি।

৪র্থ পুরবাসী। (তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া)—বেটা, আমার বাপ, আমার চৌদ্দ পুরুষ ভেস্তে দেবার চেষ্টায আছে।

৫ম পুরবাসী। এবার আমার হার।

১ম পুরবাসী। কিসে হার!—মেরে ধরে'—

৩য় পুরবাসী। হার হ'তে যাবে কেন?

২য় পুরবাসী। তর্কে তোমার জিত।

৫ম পুরবাসী। না বাপুগণ, আমি বরাবরই দেখে আসছি, যার জোর বেশী, তর্কে তারই চিরকাল জিত—ঐ বাদরের রাজা আসছে।
পালা—পালা সব।

১ম পুরবাসী। বাদরের রাজা কে?

৪র্থ পুরবাসী। পালাবো কেন?

২য় পুরবাসী। ঐ না কি?—ও ত বাদরও নয়—রাজাও নয়।—
ও ত মাহুয।

৩য় পুরবাসী। কতকটা বাদরের মত দেখতে বটে।

৫ম পুরবাসী। কিঙ্ক মাহুয থায়—

১ম পুরবাসী। বল কি!

৫ম পুরবাসী। কিঙ্কিয়া থেকে এসেছে।

৪র্থ পুরবাসী। সত্যি নাকি?

৫ম পুরবাসী। কুস্তকর্ণের নাতি।

২য় পুরবাসী। ওরে বাবা!

৫ম পুরবাসী। গোঁফ দেখ্ছ না?

৩য় পুরবাসী। তাও ত বটে।

৫ম পুরবাসী। পালা পালা।

অল্প সন্দেশে “পালা পালা বলিয়া পলায়ন করিল। পরে বিপরীত

দিক্ দিয়া বন্দররাজ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন

বন্দররাজ। এই যে কেবামৎ।

৫ম পুরবাসী। এখানে আমান ঠাঠারাতে বলেছিলেন মহারাজ তাই।

রাজা। তা বেশ কবোচ্চিস্, তোকে যা বলে’ দিবেছিলাম, মনে আছে?

কেবামৎ। আজ্ঞে মহারাজ। এ সব বিষয়ে আমার কদাচিত্

ভুল হয়।

রাজা। তবে কালট। শের খাঁ যখন সকালে পাকী কবে’ সম্রাটের
সভায় যাবে—বুঝেছিচ্?

কেবামৎ। আজ্ঞে।

রাজা। আমার মাহতকে আমি এলে’ বোধছি। তবে সে শের খাঁকে
চেনে না। বাঘের সঙ্গে লড়ে’ শের খাঁ এ পাঁচ ছয় দিন শয্যাগত ছিল;
বেরোয় নি। কাল বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে আস্বে
নিশ্চয়ই? সেই ঠিক সময়। তার গায়ে এখনও বাঘের ক্ষত সাবে নি।—
বুঝেছিচ্?

কেবামৎ। আজ্ঞে।

রাজা। তুই শের খাঁকে চিনিচ্ ত বেশ?

কেবামৎ। আজ্ঞে শের খাঁকে চিনে চিনে আমার দাঁড়ি পেতে গেল।

রাজা। বাস্, তুই সেই দাতার উপর থাক্বি। মাহতকে চিনিয়ে
দিবি—বুঝেছিচ্?

কেরামৎ । হাঁ মহাবাজ—

বাজা । আর দেখিস, এটা বেন প্রকাশ না হয় ।

কেরামৎ দুই অঙ্গুলি দিয়া নিজের ওষ্ঠদ্বয় চাপিয়া আনাইল যে তাহা

দ্বারা এ কখনও প্রকাশ পাইবে না

বহুত ইনাম মিলবে । যা ।

কেরামৎ চলিয়া গেল

বাজা । সম্রাট কি খুসীই হবেন—তখন জানবেন যে, আমি নিজেকে শেব খাঁকে তাঁর পথ থেকে সরিয়েছি । সে দিন বাত্রে সম্রাট আমাদের সম্মুখে যখন বসেন যে, “শেব খাঁ বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতেছে, তাতে আমি খুসী হয়েছি বটে, কিন্তু যদি বাঘ জিততো, তাতে আবার খুসী হতাম”—তখন তার মানে বুঝতে আব আমার বাকি বৈল না!—বাদশাহ আমার উপর কি খুসীই হবেন ! উঃ!—কি খুসীই হবেন ।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায শেব খাঁর গৃহ । কাল—রাত্রি

দ্বিতীয় কক্ষে মুরজাহান ও তাহার জনক মহিলাবন্ধ কথোপকথন করিতেছিলেন

মুরজাহান । সেদিন সম্রাট সদলবলে রাজপথ দিয়া মগরা থেকে ফিরে আসছিলেন । তাদের মধ্যে কেউ কেউ ‘সাবাস শের খাঁ’ বলে চৈচাচ্ছিল । আমি কুতূহলী হয়ে ব্যাপার দেখতে গবাক্ষদ্বারে গেলাম ।

বমণী । তার পর ?

মুরজাহান । গিয়ে দেখলাম একটা মহাসমারোহ । সম্রাট তার মধ্যে

ঘোড়ায় চড়ে'। তিনি হঠাৎ উপর দিকে চাইলেন। 'আমাদের চোখো-চোখী হোল। বোধ হোল সম্রাটের মুখ উজ্জল হোল। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বৈল। আমি রোষে, ফোভে, লজ্জায় সরে' এলাম। তার পরেই আমার স্বামী ঘরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত দেহে এলেন। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে মেহের? তাঁর সে স্বর ভৎসনার চেয়ে কর্কশ বোধ হোল।

রমণী। তুমি যখন সম্রাটকে আগে থেকে ভালোবাসতে, তখন শের খাঁর স্ত্রী হ'তে তোমার স্বাকার হওয়াই অস্বাভাবিক হয়েছিল।

হুসরজাহান। না আমি সম্রাটকে কখন ভালোবাসি নাই। আমার সে ইতিহাস তোমায় কখন বলি নাই। কাউকেই বলি নাই। তবে তোমায় আজ বলি শোন। কারণ তোমার কাছে আমি আজ উপদেশ চাই।

রমণী। বল।

হুসরজাহান। (ক্রিয়ৎ ভাবিয়া) না। বলেই ফেলি।—শোন। তখনও আমার বিবাহ হয় নি। কিন্তু শের খাঁর সঙ্গে তখন বিবাহের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছে। তখন ভারতের সম্রাট আকবরসাহা। সে রাতে সম্রাট-পরিবারের রাজিভোদেব পর, যখন আর সব অভ্যাগতেরা খেয়ে উঠে চলে' গিয়েছেন, অন্ধপুরে সম্রাটের পরিজন ভিন্ন আর কেউ সেখানে ছিলেন না, তখন আমরা কয়েকজন মহিলা অবগুষ্ঠিত হ'য়ে তাঁদের সম্মুখে নৃত্য কণ্ঠে আরম্ভ করলাম।

রমণী। সে কি!

হুসরজাহান। তুমি জানো না। এ একটা প্রথা আছে। সম্রাটের দ্বারা অতি আত্মীয়, তাঁদের মহিলারা অবগুষ্ঠিত হ'য়ে মাঝে মাঝে এরকম নৃত্য করেন।

রমণী। সত্যি নাকি!

হুজ্জাহান। আমার পিতা সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুণ সেই পরিবারের আত্মীয়মধ্যেই গণ্য ছিলেন। তিনি এ রকম নৈশ নৃত্যে আমার যাওয়ায় আপত্তি করেছিলেন। পরে আমি অল্পনয় করলাম, আমার ভাই আসফও বল্লেন ‘অবশুষ্ঠিত হয়ে নৃত্য কর্কে, কেউ ত আর চিন্তে পার্কে না, তখন পিতা স্বীকার হলেন।

রমণী। (সাগ্রহে) তাবপর ?

হুজ্জাহান। রাজ্রিয়োগে আমরা নৃত্য আরম্ভ করলাম। কুমার সেলিম সেখানে ছিলেন। বাজেব উপর আমাদের নৃত্য, তরঙ্গের উপর তরীর মত, তালে তালে উঠতে আর পড়তে লাগল! পরে আমি গান ধরে’ দিলাম, অবশুষ্ঠনের ভিতর দিয়ে দেখলাম যে কুমার আমার নৃত্যে, কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হ’য়ে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। মুখের আবরণ যেন আপনিই খুলে পড়লো। আমাদের চারি চক্ষুর সন্মিলন হোল। অতি দ্রুতভাবে আমি আবরণ মুখের উপর তুলে নিলাম। সেলিম উদ্ভব হ’য়ে আমার দিকে ধেয়ে এলেন। পরিবারের অপর লোক তাঁকে গিয়ে ধ’রে বসিয়ে দিলে। সভাভঙ্গ হোল। আমি যেন একটা বিজয়গর্বে বাড়ী ফিরে এলাম।

রমণী। এখন বুঝতে পারছি।

হুজ্জাহান। দুদিন পরে যখন একদিন আমার পিতা ও ভাই আসফ বাড়ী ছিলেন না, তখন সেলিম একেবারে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাঁর উদ্ভাস্ত কথাবার্তায় বুঝলাম যে আমাব জয় সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি কোন কথা কহি নাই। এমন সময়ে আমার পিতা বাড়ী ফিরে এলেন। সেলিম ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। তার পরই শের খাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে সম্রাট আকবর শের খাঁকে বর্জমানের শাসনকর্তা করে’ পাঠালেন।

রমণী। তার পর তোমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই ?

হুরজাহান। না। তার পরে আগ্রায় ফিবে এসে এই সাক্ষাৎ!

রমণী। তবে তোমার এখনও তাঁর প্রতি আসক্তি আছে?

হুরজাহান। না, তাকে আসক্তি বলে না।—সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি। হয়ত উচ্চাশা—হয়ত অহঙ্কার। কিন্তু আসক্তি নয়।

রমণী। আমি বলি তুমি বর্ধমানের ফিরে যাও। নৈলে তোমার ভবিষ্যতে শাস্তি নাহ। দুবে চলে' গেলে আবার পুরাতনে মন বসবে।

হুরজাহান। (অর্ধ স্বগত) অথচ শেব খাঁর মত স্বামী কার? বীর্যো, ঔদার্যো, পবিত্রচরিত্রে, তাঁর মত কয়জন সংসাবে আছে?—ঐ আমার পিতা আর স্বামী আসছেন।

রমণী। আমি এখন তবে আসি ভাই।

হুরজাহান। এসো ভাই। দেখো এসব কথা যেন প্রকাশ না পায়। তোমায়—আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধ বলে' এসব কথা কইলাম, কিছু যেন প্রকাশ না পায়।

রমণী। না—তুমি বর্ধমানের ফিরে যাও।

হুরজাহান। চল তোমায় নীচে বেথে আসি—

এই বলিয়া উভয় প্রস্থান করিলেন। স্বর্ণপরে গল্প করিতে করিতে শের খাঁ ও

হুরজাহানের পিতা সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ আসিয়া যে কক্ষ প্রবেশ করিলেন

আধাস। তোমায় শুধু হাতে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে দেওয়ায় আমার একটু খটকা লেগেছিল। কিন্তু পবে তোমায় আজ হস্তিপদে দলিত কর্তার এই প্রয়াস—এতে আর সন্দেহ নাই যে সম্রাট তোমার জীবন নিতে চান! তবে জায় বিচার সহজে তাঁর একটা অহঙ্কার আছে, তাই তিনি প্রকাশে তোমার প্রাণ নিতে পারবেন না, এই গুপ্ত উপায় অবলম্বন করেছেন। তুমি বলে'ই সে হস্তীকে আজ বধ কর্তে গেবেছিলে; আর কেউ হ'লে তার নিশ্চয় প্রাণ যেত।

শের। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না যে, আমার জীবন নিয়ে সম্রাটের লাভ কি ?

আয়াস। সবল, উদার শেব খাঁ—এই জন্মই তোমায় এত ভালোবাসি। কথাটা তোমায় আগে বলিনি। সন্দোচ ভুলিল। কিন্তু যখন এটা জীবন মরণের কথা, তখন তোমায় সে কথা আব না বলে চলছে না—শোন। তোমাব মৃত্যুতে সম্রাটের লাভ—আমার কথা অর্থাৎ তোমার স্ত্রী মেহেন উন্নিসা।

শেব। কি !—সম্রাট কি তবে—

এই বলিয়া শের খাঁ সহসা স্বীয় ওরবারিতে হাঙ দিলেন

আয়াস। অমন দপ কবে জলে' উঠো না! স্থিব হ'য়ে শোন। মেহেনেব যখন তোমাব সঙ্গে বিবাহ হয়নি, তখনকাল কথা তোমার মনে আছে ত ?

শেব। আছে। কিন্তু মাপ্রথকে এত নীচ কখনও কল্পনা কর্তে পারি 'ন—দে, বিবাহিতা নারীকে—

আয়াস। আমার উপদেশ শোনো শের খাঁ! তুমি বঙ্গদেশে ফিরে যাও। সম্রাট পবাক্রান্ত। তুমি এখানে থাকলে তোমাব গ্রাণ বাবে।

শেব। ফিরে যাবো ?

আয়াস। হাঁ। আব যে কয়দিন এখানে থাকো, সাবধানে থেকো। ঘর থেকে বেবিও না! তোমার শরীরে এখনও বাবেব ক্ষত আছে। বম্বাই হবে আবাব তুমি শয্যাগত। বেবিও না। আর ঘরের দরোজা এক ক'বে শুয়ো। বাত্রি হয়েছে, আমি বাই।

এই বলিয়া বুদ্ধ আয়াস ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন

শেব। সে এখন অপরের স্ত্রী, তা সবেও সম্রাট—উঃ ভাবিয়ে দিলে! বিষম ভাবিয়ে দিলে!

এই সময়ে মুরজাহান সে কক্ষ পুনঃ প্রবেশ করিলেন

শের। এই যে মেহের।—কোথায় ছিলে ?

মুরজাহান। মশাউদ্দিনের স্ত্রী এসেছিলেন। তাঁকে নেখে আসতে নীচে গিবেছিলাম। বাবা এসেছিলেন ?

শের। হা (মুহূষবে)—মেহের! চল আমরা আবার বর্দ্ধমানে যাই।

মুরজাহান। (সহসা) হাঁ বেশ। চল যাই। কালই চল!

শের। তা উত্তোজিত হচ্ছ কেন মেহের? কি হয়েছে ?

মুরজাহান। কিছু না—কেবল আমার এখানে একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছা নাই। আর কিছু না (দৃঢ়স্বরে) আমি এখানে থাকতে চাই না।

শের। বেশ! তাই হবে। শীঘ্রই বর্দ্ধমানে ফিরে যাবো।—চল, নীচে চল। আশার নিশ্চয়ই প্রস্তুত। চল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মসজিদের প্রাঙ্গণকক্ষ। কান—অপরাজ্জ

জাহাঙ্গীর একাকী সে কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন

জাহাঙ্গীর। না। আর ইচ্ছাকে দমন ক'রে রাখতে পারি না! সেদিন থেকে কি একটা উন্নাদনা যেন আমার মনকে অধিকার করেছে। কিছুতেই তার স্বাতির হাত এড়াতে পারি না! সেদিন গবাক্ষপথে দেখলাম—কি সে মূর্তি!—যেন তুবানের উপর উবার উদয়; যেন স্তব্ধ নির্দোষ ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মহুশের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত!—সে একটা নিঃসঙ্গ স্বখেব মত নয়, মধুর রাগিণীর মত নয়, প্রফুল্লিত পুষ্পের মত নয়! সে যেন একটা আনন্দের উদ্ভাস,

সৌন্দর্যের তরঙ্গকল্লোল, মহিমার সমারোহ!—সে যেন ভারতের নয়, ইরাণের নয়, আরবের নয়; ভূত, ভবিষ্যৎ কি বর্তমানের নয়; স্বর্গের নয়, মর্ত্যের নয়। সে যেন সব দেশের; সব কালের; স্বর্গের ও মর্ত্যের—উভয়েরই দেখবার জন্ম, উভয়ের মধ্যে সংরক্ষিত একটা পৃথক সৃষ্টি!—বেন দেবতার প্রেরণা, কবির সফল স্বপ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়!—কি সে মহি!

এই সময়ে বন্দররাজ আসিয়া সমাটকে অভিবাদন করিলেন

জাহাঙ্গীর। এই যে এসেছেন রাজা। আমি এতক্ষণ সাগ্রহে আপনার প্রতীক্ষা করিলাম।

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন অহুমান করেছেন বোধ হয়?

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। শের খাঁ এখান থেকে বঙ্গদেশে চলে' গিয়েছেন। ঐ কাবণেই গিয়েছেন নিশ্চয়। অতঃ কোন কারণ থাকলে নিঃসন্দেহ আমার জানিয়ে যেতেন।

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। তবে আর গোপন করার প্রয়োজন নাই। এবার প্রকৃত ভাবে শের খাঁর এই বিধবাকে চাই। (সপদদাপে) বুঝতে পেরেছেন?

রাজা কম্পিতকলেবরে ও অক্ষুট স্বরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন—

“খোদাবন্দ!”

জাহাঙ্গীর। ভয় পাবেন না। আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছি। আমার ক্রোধ আপনার উপর নয়—এই শের খাঁর উপর! আপনি আমার ইচ্ছা ব্যক্ত হ'বার আগে বুঝেছিলেন। আপনার প্রতি আমি

প্রসন্ন আছি। আর যদি সফল হ'ন, ত' আমি আপনাকে আশাভীত পুরস্কার দিব—আমি তাকে চাই।

রাজা। যে আজ্ঞা খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। বঙ্গদেশের সুবাদারকে বলে' পাঠিয়েছিলাম, তা দেখাচ্ছিলে, অথবা এ বিষয়ে উদাসীন। আপনার গিয়ে তাকে এ বিষয়ে উত্তেজিত কর্তে হবে। বুঝলেন?

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। কালই যাবেন—প্রভাষে। বুঝেছেন? অবিলম্বে। যত শীঘ্র সম্ভব। আমি তাকে চাই-ই—বুঝেছেন?

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। তবে আপনি এখন যেতে পারেন—আশাতাত পুরস্কার। —বুঝেছেন?

রাজা। খোদাবন্দ।

জাহাঙ্গীর। যান।

রাজা চালায়। গেলেন

জাহাঙ্গীর। জানি এ ঘোরতর অস্ত্রায়—ভয়ানক অবিচার। তবু শের খাঁকে মর্ত্তে হবে। আমি তাকে বলেছিলাম তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে' আমায় দিতে। তাতে সে বীরের মতই উত্তর দিয়েছিল। তবু তারই জন্ত তাকে মর্ত্তে হবে। এখন বিকাব হয়, তখন অতি স্বাচ্ছন্দ্য হিতকর ভিনিসঙ বমন হ'য়ে যায়। স্ত্রায় অস্ত্রায় বিচার বহুদূরে স'রে গিয়েছে। চিত্তাক্রান্ত বিবেচনা শক্তি আর আমার নাই। তাকে মর্ত্তে হবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—পাণ্ডুয়ায় শেব খাঁর গৃহ । কাল—রাত্রি

নয়না গান গাহিতেছিল । শেব খাঁ ও নুরজাহান তাহা বসিবা শুনিতেছিলেন

গীত

—বেন ঝরে বারিধারা ঘনজাম বরিষায়

দ না জাগাতে হাস রাশি রাশি বহুধায় ?

এবু যদি হাসে ধরা মুখের সে হাসি ধায়—

অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্বলে যায়—জ্বলে যায় !

নুরজাহান । এ গান তুমি কাব কাছে থেকে শিখেছ লয়লা ?

লয়লা । মাসীমাব কাছ থেকে ।

নুরজাহান । সে তোমায় এই গান শিখিয়েছে ? তার আশ্পর্ক !

শেব । কি হয়েছে মেহের ? অত্যাধ কি হয়েছে ?

নুরজাহান । তা তুমি বুঝবে কি ?—খব্দাব, আব এ গান আমার কাছে কখনও গেও না ! বুঝলে বালিকা ?

লয়লা । বুঝেছি মা ।

নুরজাহান । যাও শোওগে ; যাও আমি যাচ্ছি ।

নয়লা চলিয়া গেল ; নুরজাহান কিয়ৎক্ষণ বাতাবন দিরা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন
শেব খাঁ ধীরে ধীরে ডাকিলেন—

“মেহের ।”

নুরজাহান । নাথ ! রুক্ষ হয়েছিলাম, ক্ষমা কর ।

শেব । কিছু না মেহেব । তোমার কোন অপরাধ নাই । আমি বুঝেছি তুমি কোন কারণে উত্যক্ত হয়েছিলে । নিজের উপর শাসন হারিয়েছিলে ।

মেহের নিশ্চয় রহিলেন

শের খাঁ উঠিয়া মুরজাহানের কাছে গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া সম্মুখে আবার কহিলেন—

মেহের, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। নিশ্চয়ই একটা কোন চিন্তা কীটের মত তোমার অন্তরে প্রবেশ করেছে! সে কি চিন্তা প্রিয়তমে! আমার বল। আমি তোমার স্বামী। আমার বলবে না?

মুরজাহান। নাথ! আমার বলবার কিছুই নাই।—ঘুমাও নাথ! অনেক রাত্রি হয়েছে। আমিও যাই, লয়লা একলা আছে।

এই বলিয়া মুরজাহান অবনশিরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

শের। আগ্রা থেকে এই পাণ্ডুয়ায় আসা থেকে মেহের আরও অধীর হয়েছে : কথায় কথায় হঠাৎ বিচলিত হয়, আবার পরে অস্থির করে। কি হয়েছে আমার মেহেরের?—ভিজ্জাসা করলে বিশেষ কোন উত্তর দেয় না। আমার সুখের সংসার এ কি হয়ে গেল—ও কিসের শব্দ!—না বাতাসের। পাণ্ডুয়ায় এসে সুখে না থাকি, দিনকতক নিরাপদে আছি।—রাত্রি গভীর। ঘুম পাচ্ছে।

এই বলিয়া শের খাঁ শয়ন করিলেন ও আবারো নিশ্চিন্ত হইলেন। ক্ষণপরে

কয়েকজন দাস্য সাবধানে ধীরে ধীরে সে কক্ষে প্রবেশ করিল

১ম দাস্য। (নিশ্চয়) ঘুমিয়েছে।

২য় দাস্য। (তজপ) মারো।

৩য় দাস্য। (তজপ) সব তরোয়াল নের কর,—সব একসঙ্গে।

৪র্থ দাস্য। (তজপ) না ফড়ায়।

৫ম দাস্য। (তজপ) তৈরি? তবে আর কেন? মারো।

সকলে শের খাঁকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল

সর্দার দাস্য। (তাহাদের সম্মুখে আসিয়া) না, আমরা এতজন মিলে

একজনকে মার্কো—আব তাও সে ঘুমিয়ে! এ ৩'তে পারে না—
উঠতে দাও।

তাহার কথায় শের খাঁ নিদ্রাভঙ্গ হইল

শেব। (উঠিয়া) এট ত কথার মত কথা।

এত বলিয়া তিনি স্বীয় গরবারি নইতে উত্তত হইলে দম্মাগণ দাঁড়কে
আক্রমণ করিতে গেল। সর্দার দম্মা আবার কহিল—

“এখনও নয়; তরবারি নিতে দাও।”

শেব খাঁ। (তরবারি লইয়া) এখন এসো।

দম্মাদিগণ সঙ্গে শের খাঁর যুদ্ধ হইল। দম্মাগণ একে একে শের খাঁর গরবারির
আঘাতে বরাশায়া হইল।

শের খাঁ তখন সর্দার দম্মাকে কহিলেন—

তোমায় মার্কো না—তুমি আমায় বাঁচিয়েছো। অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

সর্দার দম্মা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, শের খাঁ কহিলেন -

এখন বল কাব হুকুমে আমায় বধ কর্তে এসেছিলে?

এই সময়ে মুরজাহান সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

মুরজাহান চারিদিকে বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ দেখিয়া ও শের খাঁকে

রক্তাক্ত দেখিয়া ভীতস্থরে কহিলেন—

“এ কি!—এ সব কাবা!”

শের। ভয় পেয়ো না মেহের। আমি এদেব সব শেষ করেছি।

এই সর্দার এককম আমায় বাঁচিয়েছে। বল সর্দার এখন—কার
হুকুমে আমায় বধ কর্তে এসেছিলে।

সর্দার। সুবাদাবের হুকুমে।

শের। সুবাদার আমায় বধ কর্তে চান কেন?

সর্দার। বাদসাহের হুকুম।

শের খাঁ মুরজাহানের প্রতি একবার চাহিলেন। পরে সর্দারকে কহিলেন—

“যাও।”

সর্দার চলিয়া গেল

মুরজাহান। কি সম্রাটের ঐংসা এখানে পর্য্যন্ত! কি অত্যাচার? কি দোবাস্য!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আকবরের সমাধির সন্নিহিত কানন। কাল—রাত্রি

চণ্ডীকাকারিগণ সেখানে দাঁড়াইয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন

১ম চক্রান্তকারী। কুমার বিজোহ বর্ধে স্বীকাব হলে হয়।

২য় চক্রান্তকারী। কিছু বিশ্বাস নাই।

৩য় চক্রান্তকারী। হাঁ, যে চঞ্চলমতি!

৪র্থ চক্রান্তকারী। মানসিংহ যদি আমাদের সহায় হ'তেন!

১ম চক্রান্তকারী। তিনি আকবরের মৃত্যুশয্যায় জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র না ধর্ভে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তিনি তাঁর অটল প্রতিজ্ঞা হ'তে এক পা নড়বেন না।

২য় চক্রান্তকারী। যদি আমরা বিফল হই, ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

৩য় চক্রান্তকারী। এই যে কুমার আসছেন।

গমক প্রবেশ করিলেন

সবলে। বন্দেগি যুবরাজ!

৪র্থ চক্রান্তকারী। আমরা অনেকক্ষণ ধরে' আপনার অপেক্ষা করছিলাম। এত দেরী যে যুবরাজ?

খসক। শোন। পিতা আমাকে সন্দেহ কর্তে আরম্ভ করেছেন। আমি পিতামহের কবরে ফুল দেবো ব'লে আজ এসেছি। তবু পশ্চাতে গুপ্তচরকে দেখেছি।

১ম চক্রান্তকারী। সে বাহোক। আপনি এখন স্বীকৃত ?

খসক। আমি বিবেচনা করে' দেখলাম, যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবা আমার সাধ্যাতীত।

২য় চক্রান্তকারী। সে কি যুবরাজ ! ইচ্ছন প্রস্তুত। আপনি তা'তে আগুন লাগিয়ে দিবেন, এই মাত্র দেবী। এখন পিছালে কি চলে ?

খসক। আমি এমন কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই।

৩য় চক্রান্তকারী। করেন নি ! আমরা ত তাই বুঝেছিলাম।

খসক। আর এই আয়োজন নিফল। আমরা জয় লাভ কর্তে পার্কো না। যদি মাতুল মানসিংহ সহায় হ'তেন—

৪র্থ চক্রান্তকারী। সহায় হ'তেন কি ? তিনি ত আমাদের সহায়ই।

খসক। কৈ ! আমি ত তা জানি না।

৪র্থ চক্রান্তকারী। তবে প্রকাশে তিনি নিজে কিছু কর্কেন না। গোপনে সাহায্য কর্কেন !

খসক। কর্কেন ?—আপনাবা নিশ্চয় জানেন ?

সকলে। বেশ জানি।

খসক ভাবিলেন ; পরে কহিলেন—“কিন্তু”—

১ম চক্রান্তকারী। এ বিষয়ে আবাব “কিন্তু” কি যুবরাজ ? আমরা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি জাহাঙ্গীরকে নামিয়ে আপনাকে সিংহাসনে বসাবই।

খসক আবার ভাবিলেন , পরে কহিলেন—

“আপনারা শেষ পর্যন্ত আমায় সাহায্য কর্কেন ?”

সকলে। নিশ্চয়ই।

খসরু। দেখুন, এই গভীর রাত্রি! এই আমার পূজা পিতামহের কবর! এই স্থানে এই সময়ে আপনাবা গভীরভাবে শপথ করুন যে শেষ পর্যন্ত আমার সাংঘ্য্য কর্কেন।

সকলে। শপথ করছি।

খসরু। বেশ। তবে আমি সম্মত।

৪র্থ চক্রান্তকারী। যুবরাজকে একটা প্রস্তাব করেছিলাম—

৫মরু। কি?—পিতাকে গোপনে হত্যা করা?—না আমায় দিয়ে তা হবে না। পিতা রাজ্যচ্যুত হ'য়েও স্থখে জীবনধারণ কর্তে পারেন। পিতাব বক্তে রঞ্জিত হন্তে আমি রাজদণ্ড ধারণ কর্তে পার্কো না।

সকলে। উত্তম! উত্তম—এই ত যুবরাজেব দোগা কথা।

১ম চক্রান্তকারী। তবে কাল প্রভাতে সন্মিলনে দিমী অবরোধ কর্কো।

২য় চক্রান্তকারী। নিশ্চয়ই। তবে খাণ্ড ও শস্ত্রভাণ্ডাব প্রথমে হস্তগত করা চাই।

৩য় চক্রান্তকারী। যুবরাজ প্রস্তুত থাকবেন।

খসরু। থাকুকো। কেউ যেন তার পূর্বে ক্ষান্তে না পারে।

৭র্থ চক্রান্তকারী। কেউ জান্তে পার্কো না।

খসরু। তবে এই কথা রৈল। এখন ছত্রভঙ্গ হও।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—বর্ধমানের শের খাঁর পুৰাতন বাটী। কাল—প্রভাত

মুরজাহান একাকিনী সেইস্থানে ঠাঁড়াইয়া দামোদরের দিকে চাহিয়া

ছিলেন। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

মুরজাহান। এই সেই বর্ধমান। তথাপি কি গরিবর্জন! সেদিনের স্থখ এখনও মনে পড়ে—

দীর্ঘনিঃশ্বাস কোঁলিয়া নতশিরে দুইচারিপদ অগ্রসর হইয়া আবার কহিলেন—

সেই প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য জয় ক'রেছিলাম। মনকে বুঝিয়েছিলাম যে সেটা বাঁল্যের একটা খেয়াল। তখন বুঝিনি যে সে প্রবৃত্তি তখন চাপা ছিল মাত্র, মরে নি। ফুলিঙ্গ ছাই-ঢাকা ছিল—নিভে যায় নি। সেই ফুলিঙ্গ নূতন ইন্ধন সংযোগে আবার ধোঁয়াচ্ছে। ভগবান্! নারীর হৃদয়কে এত দুর্বল ক'রে ছিলে!—এই প্রবৃত্তিটাকে দমন কর্তে পাচ্ছি না?

এই সময়ে শের খাঁ সেখানে আসিলেন

মুরজাহান তাঁহাকে পরিহিতপরিচ্ছদে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“একি নাথ! তুমি কি কোথাও যাচ্ছে?”

শের। হা মেহেব! বঙ্গদেশের সুবাদার কুতব বর্জ্জমানে আসছেন, তাঁকে আগিয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।

মুরজাহান। (সবিস্ময়ে) সে কি! তুমি তাঁর কাছে যাচ্ছে?

শের। কি!—তাতে আশ্চর্য্য হচ্ছ যে! তিনি সুবাদার! আর আমি বর্জ্জমানের একজন সন্মান্ত ওমরাও। তাঁকে অভ্যর্থনা দিব না?

মুরজাহান। মনে আছে পাণ্ডয়ার সেই নিশীথ?

শের। মনে আছে মেহের।

মুরজাহান। তবু যাচ্ছো?

শের। তবু যাচ্ছি।

মুরজাহান। বেওনা বলছি! যদি যাও, তোমার প্রাণসংশয় জেনো। তোমায় বধ করবার বিশেষ আয়োজন না করে' এবার সুবাদার নিশ্চয়ই আসে নি। এবার যদি যাও, নিশ্চয় জেনো আর ফির্তে হবে না।

শের। (ঈষৎ কাঠ হাসি হাসিয়া) যদি তাই হয়, তুমি ভারত-সম্রাজ্ঞী হবে। মন্দ কি।

মুরজাহান । এ কি পরিহাসের ব্যাপার !

শের । না মেহের, এ পরিহাস নয় ? এ জীবন মরণের কথা । আমি সত্যই বলছি, জীবনে আমার আর প্রবৃত্তি নাই ।

মুরজাহান । সে কি নাথ !

শের । হাঁ মেহের ! এই একম পালিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো । দিবারাত্র একটা সন্দেহে, সন্দোচে, শঙ্কায়, জীবন ধারণ করছি ।—কেন ? কি অপবাধ ?—একদিন একটা কথা বলেছিলে, মনে আছে মেহের ?

মুরজাহান । কি ?

শের । যে এত সুখ নয় না ?—আমাদেরও সৈল না ।

মুরজাহান কণেক নিস্তরু থাকিয়া কহিলেন—

“চল নাথ । আমরা এই হিংসাময় সংসার ছেড়ে পালাই, কোন দূর বনগ্রামে গিয়ে দীন রুঘকদম্পতী হ’য়ে জীবন ধারণ করিগে’ ঘাই । সম্রাট জাহাঙ্গীরের হিংসা অত নীচে নেমে এসে আমাদের অতঃসরণ কর্তে পার্কে না ।”

শের । না মেহের । আর পালাবো না । এবার বিপদকে নিজে ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন করব । মরি যদি, মরুক,—সেও ত তোমার জন্ত ! (গদগদস্বরে) তোমার জন্ত মরেও সুখ আছে ।—আর এক কথা বলবো মেহের !—না বলেই ফেলি ।—আমি মর্ত্যেই চাই ।

মুরজাহান । কেন নাথ !

শের । শুনবে কেন ? আমি বুকেছি, আমি ভেনেছি, আমি সেটা মন্থে মর্মে অনুভব করেছি—যে তুমি আমার আর ভালোবাসো না ।

মুরজাহান । বাসি না ?

শের । না ! আমি সেটা তোমার চাহনিত্তে, ক্রীণহাস্তে, ভয়স্বরে,

তোমার ঐ “বাসি না ?” প্রশ্নে টের পাই ! আমার বিশ্বাস যে আমার সঙ্গে বিবাহে তুমি স্বখী হও নি ।

হুজুহান নীরবে রহিলেন

কোথায় তোমার জাহান্নীরের বেগম হবার কথা, কোথায় তুমি সম্রাটের দাসের দাস শের খাঁর স্ত্রী হয়েছো । কোথায় তোমার আগ্রার মন্দির প্রাসাদে থাকবার কথা, কোথায় তুমি এই দীন শের খাঁর সামান্য কুটীরে আছো । কোথায় তোমার সূর্য্যের মত সমস্ত ভারতবর্ষে কিরণ দেওয়ার কথা, কোথায় তুমি গরীবের ঘরের প্রদীপটি হ’য়ে জ্বলছো ।

হুজুহান । আমি কখনও কি সে কথা বলেছি ?

শের । না, বল নি ! তবু আমি বুঝি । মানব-চরিত্র আমি ঠিক বুঝি না, হতে পারে ; কিন্তু আমি প্রেমিক, প্রেমপিপাসু । পানীয় না গেলে পিপাসুর পিপাসা বুঝতে বেশী প্রয়াস পেতে হয় না । আমি তোমার কাছে গিয়েছি শুকতালু, ফিরেছি শুকতালু ।—মেহের ! প্রেম শুষ্ক বিশ্বাস আর সেবা চায় না । এ তৃষ্ণা অন্তরের ।

হুজুহান । স্বামী ! দেবতা আমার—আমায় ক্ষমা কর !—

পদতলে গড়িলেন

শের । না মেহের, অন্ডায় তোমাব নয়, অন্ডায় আমার । থাকে বিবাহ কর্ত্তে সাহজাদা, ভারতের ভাবী সম্রাট উদ্ভব, তাকে আমায়, এই দীনদরিদ্র শের খাঁর বিবাহ করা, পতঙ্গের অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াই সার ! আমি ভেবে দেখেছি যে অন্ডায় আমারই ।

হুজুহান । অন্ডায় তোমার ?

শের । হাঁ, অন্ডায় আমার ।—তবু আমায় দুখানা মেহের ! মনে করে’ দেখ, সে কি প্রলোভন ! যে দিন তুমি আমার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিপথে

উদয় হ'য়েছিলে—হে সুন্দরি! যখন আমার উন্মুখ বাসনার মাঝখান দিয়ে তোমার রূপের শকট চালিয়ে দিলে; যখন জীবনের ধ্যান শরীরী হ'য়ে আমার প্রাণত স্বপ্নে এসে দেখা দিলে; আমি আপনায় মথো আপনাকে ধরে' রাখতে পারিনি না! আমি মানুষ!—দুর্বল মানুষ মাত্র! আব সে আমার প্রথম যৌবন মেহের!—প্রথম যৌবন!—যখন আকাশ বড়ই নীল, পৃথিবী বড়ই শ্রামল; যখন নক্ষত্রগুলি বাসনার সুলিঙ্গ, গোলাপফুলগুলি হৃদয়ের রক্ত; যখন কোকিলের গান একটা স্মৃতি, মলয় সমীরণ একটা স্বপ্ন; যখন প্রণয়ীর দর্শন উবার উদয়, চুঘন সজল বিদ্যুৎ, আলিঙ্গন আত্মার প্রলয়!—সেই যৌবনে আমি তোমার রূপের সুরা পান করেছিলাম!—জানতাম না যে বিবগান বর্গাম!—মেহের (হস্ত ধরিয়া) দরোজা বন্ধ কর। আমি চললাম। (চুঘন) আর যদি না ফিরি, তবে এই শেষ বিদায়!—বিদায়!

দ্রুত প্রস্থান

হুরজাহান। ওঃ!—(ক্ষণপরে) স্বামী! যদি ভক্তি প্রেমের শ্রুততা পূর্ণ কত্তে পারো, তবে সে ভক্তি তোমার পায়ে চেলে দিতাম।

প্রস্থান

নবম দৃশ্য

স্থান—বর্জমানের রাস্তা। কাল—প্রাঙ্গ

বঙ্গদেশের সুবাদার কুতুব, তাঁহার অমাত্য ও সৈন্তগণ সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কুতুব দূরে চাহিতে চাহিতে একজন অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ঐ শের খাঁ আসছে না?”

অমাত্য। হাঁ জনাব।

কুতুব সৈন্তদিগকে কহিলেন—“সৈন্তগণ! তোমরা সব প্রস্তুত?”

সৈন্তগণ। হাঁ হজুর।

কুতব। মনে থাকে যেন যদি সফল হও ত কি পুৰস্কাৰ, আর যদি কেহ পিছপাও হও ত কি দণ্ড!—মনে আছে ?

সৈন্তগণ। মনে আছে।

কুতব। বাস্! স্থিৰ থাক। আমার আজ্ঞাব প্রতীক্ষাষ মাত্র পাববে। মনে থাকে যেন এ আর কেউ নয়—এ শেব থা।

শের থা আসিয়া অভিবাদন করিলেন

কুতব। (প্রত্যভিবাদন কবিষা) আসুন। মহাশয়ের কুশল ?

শেব। হাঁ জনাব।

কুতব। পানিবাবিক কুশল ?

শেব। হাঁ জনাব।

কুতব। বর্দ্ধমানে এ সময়ে কোন পীড়া কি অশাস্তি নাই ?

শেব। বিশেষ কিছুই না।

কুতব। এখানে আপনাব কোন কষ্ট নাই ?

শেব। কিছু না।

কুতব। আমি বর্দ্ধমানে পূর্বের কখন আসিনি।—সুন্দর সত্ব।

শেব। সুন্দর।

কুতব। তবে আপনি আপনার বোডাঘ উঠুন, আমি হাতীতে উঠি, সম্যক সমাবোহে নগবে প্রবেশ কৰ্ত্তে হবে।

শেব। যে আজ্ঞে।

কুতব। চলুন তবে।

কুতব ও শের থা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পশ্চাতে অমা গ্রন্থন নিষ্ক্রান্ত হইল

দুই চারিজন অন্যায় শিহনে অপেক্ষা করিতে লাগিল

কণপরে নেপথ্যে কুতবের ঘর ংত হইল—

“সৈন্তগণ!—”

শের খাঁ। (নেপথ্যে) তা পূর্বেই জাফ্রাম কুতব! আজ মর্ভেই এসেছি। তবে একা মর্ভে না, প্রথমে এসো তুমি কুতব!

নেপথ্যে শত্রুধ্বনি, বন্দুকধ্বনি, আর্জনাৎ ও মনুষ্যকোলাহল শ্রুত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে শের খাঁ ও সৈন্যগণ পুনঃ প্রবেশ করিল। পাঁচ ছয় জন সৈন্য সেখানে শের খাঁর অন্তরালে ধরাশায়ী হইল

শের খাঁ। (উচ্চৈঃস্বরে) আব না, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করছি! আমি মন্ডে প্রস্তুত। তোমরা যদি মুসলমান হও ত আমায় মর্দার আগে প্রার্থনা কর্বার সময়টুকু দাও।

সকলে নিশ্চল রহিল

তোমাদের সুবাদার কুতব ধরাশায়ী। তোমরা ক্ষুদ্রজীব, তোমাদের বধ করে আর কি হবে। যদি এ সময়ে একবার সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পেতাম।—বাক্ এই অস্ত্র ত্যাগ কলাম। (অস্ত্র পরিত্যাগ) একটু অপেক্ষা কর।

সকলে নিশ্চল নাহল

শের খাঁ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া মস্তকোপরি ঘূর্ণি নিক্ষেপ কারয়া মুগ্ধ ও নয়ন প্রার্থনা করিয়া উঠিলেন। পবে কহিলেন—

“হযেছে। সৈন্যগণ! এখন আমি মন্ডে প্রস্তুত। আমায় বধ কর।”

তিনদিক হইতে তিনটি গুলি আনয়া শের খাঁকে আঘাত করিল।

তিনি ভূগত হইলেন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গান—আগ্রা—সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ আয়্যাসের বাড়ী। কাল—প্রাঙ্ক

বন্দরদাগ ও সম্রাটের সভাসদবর্গ সেখানে সম্মিলিত হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

১ম সভাসদ। বিধবাটির স্বামীকে হত্যা করিয়ে তার পরে তাকে 'আগ্রা' প্রাসাদে এনে বাখাটা, অর্থাৎ আমাদের হ'লে, সকলেই অত্যন্ত নির্লজ্জ বসতো।

বাজা। বিধবাটি নিরাশ্রয়, কোথায় যায়—হে হে—তাই বাদসাহ দয়া ক'বে—

২য় সভাসদ। তা'কে ধ'রে নিজের বাড়ীতে এনে চাবিবন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে। হাঁ, তার উপরে যে সম্রাটের বিশেষ অঙ্গুগ্রহ তা দেখাই যাচ্ছে!

৩য় সভাসদ। আর সে অঙ্গুগ্রহের কিনারাটা মহারাজের উপরে খানিক এসে পড়েছে। বৎসর না যেতে যেতেই রাজাবাহাদুর খেতাব পেয়েছেন। আর শীঘ্রই বোধ হয় মহারাজা হবেন।

বাজা। হেঁ হেঁ—সে আপনাদেরই অঙ্গুগ্রহ—আপনাদেরই অঙ্গুগ্রহ।

৪র্থ সভাসদ। কি বীভৎস! তোমরা (রাজাকে দেখাইয়া) এটাকে এখানে আস্তে দাও কেন যে আমি বুঝতে পারি না। এটাকে দেখলে আমার গা জলে।

রাজা। হিঃ হিঃ হিঃ—

৪র্থ সভাসদ। ঐ দেখ হাস্ছে, তাও যেন একটা জ্বালার মধ্যে থেকে আগুয়াজটা বেরোচ্ছে।—এতে হাসবার কি কথা হলো রাজা?

২য় সভাসদ। বিধবাটি শুনেছি অপূর্ব সুন্দরী !

১ম সভাসদ। কিন্তু প্রাসাদে এনে সম্রাট এ ছবংসর ধরে' যে তা'র মুখদর্শন করেন না, সেটা একটু আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।

রাজা। বাদশাহ তাঁর বন্ধু স্ববাদারের মৃত্যুতে এমনিই গাধিত হ'য়েছেন যে, এ'লেছেন শের খাঁর বিধবার মুখদর্শন করবেন না।

৩য় সভাসদ। সম্রাট বিধবাটির স্বামীকে হত্যা করিয়ে তাকে আগ্রায় এনে প্রাসাদে চাবিবন্ধ ক'রে রেখেছেন তাঁর মুখদর্শন না করবার অভিপ্রায়ে—না ?

২য় সভাসদ। বরং বিধবাটিই, শুনেছি, বলেছে যে সে সম্রাটের মুখদর্শন করবে না।

১ম সভাসদ। তা'ই সম্ভব ! একজনের স্বামীকে যে হত্যা করে তা'র উপর কি তা'র অনুরাগ হতে পারে ?

৩য় সভাসদ। অনুরাগ না হ'য়ে বরং বিশেষ রাগ হবারই কথা।

১ম সভাসদ। তবে তা'র আগে একটা “অন্ত” আসতে কতক্ষণ ! —রাগের পর যা আসে তাই ত “অনুরাগ”।

২য় সভাসদ। এ “অন্ত”টা এখনও আসে নি। আমার এ কথা আশ্রাস খাঁর কাছে শোনা। খাঁতি খবর।

আসফ বেগে প্রবেশ করিলেন

আসফ। খবর শুনেছেন ?

সকলে। কি ! কি !

আসফ। কুমার খসরু দিল্লী অবরোধ করে, সেখানে বিফল হয়ে লাহোরের দিকে পালিয়েছেন। ফরিদ সসৈন্তে তাঁ'র পিছু-পিছু ছুটে-ছিলেন। তাঁর পরে এইমাত্র সংবাদ এলো যে কুমার ধরা পড়েছেন।

১ম সভাসদ। বটে ! বটে !

২য় সভাসদ। কবে ?

৩য় সভাসদ। কোথায় ?

৪র্থ সভাসদ। কে বললে ?

তাহারা আসতে দস্তবন্দ বেষ্টন করিবে ন

ধারে আশাস প্র বশ করিলেন

১ম সভাসদ। এই যে আসবেব পিতা।

২। সভাসদ। মশায়। কুমার খসদ নবা প'ড়েছেন ?

আশাস। হাঁ শেখজি।

৩য় সভাসদ। তবে এ খবর ঠিক ?

আশাস। ঠিক খবর। বেচারি কুমার 'দশজন' তাকে নাচিয়ে পবে
নির্ভেদে ম'বে পড়েছে। এখন সম্রাটের কাছে তাঁর প্রাণ নিয়ে টানটানি।

৪র্থ সভাসদ। সম্রাট নিজের পুত্রকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

আশাস। সহজে নব। আমি তাঁকে জানি।

বন্দববাজ। সম্রাটের কাছে একবারে—হে হে—চূনচেণা দিচার।
দোলের দণ্ড অব ধাঙ্গিকেব পুনর্যাব বর্ধে আমাদেব বাদসাহ—ত হেঁ—
স্বয়ং বিবর্তা পুঙ্কব।

আশান। (বাজাব প্রতি গুহভাবে চাহিয়া) বাজা, বেলা হোল।
আপনি সম্রাটের কাছে এখনও যান নাহ ?

বাজা। এই যে যাচ্ছিলেম, পথে এঁদের সঙ্গে দুটো কথাবার্তা—
হে হে—

আশাস। এঁরা পবম আপ্যায়িত হ'য়েছেন। এখন আপনি সম্রাটের
কাছে যেতে পারেন।

রাজা নাখা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিয়া গেলেন

৫র্থ সভাসদ। ঐ দেখ। কি বকম কেন্দ্রযেব মত পাক খেলে।
(৩য় সভাসদকে) দেখেছো ?

৩য় সভাসদ। দেখোছি, ও গীত্ৰই মহাবাজ হবে।

৪র্থ সভাসদ। কেন।

১ম সভাসদ। ঐ বাবা কেন, যেব মত পাক খায়, তা'দেব একদিন না একদিন মহাবাজ হ'তেই হবে।

২য় সভাসদ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন

১ম সভাসদ। শাস্ত্রে গেথে নাকি ?

৪র্থ সভাসদ। চল আমবাও বাই। বেলা হোল।

৩য় সভাসদ। চল।

৪র্থ সভাসদ। বেশ চল।

আবাস ও আবু গিন্ন আর সকলে বাহির হইয়া গেলেন। সকলে ১।

গেলে আবাস বীরে বাঁরে কহিলেন—‘আসফ।

আসফ। পিতা।

আবাস। সস্ত্রাট আবাব আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমায় অনেক লোভ দেখালেন, আব বলেন, “তোমার কন্যাকে যদি তুমি সম্মত কৰ্ত্তে পারবে, ত তোমায় মস্ত্রিপদ দিব।”—আমি ‘ক উত্তর দিলাম জানো ?

আসফ। কি উত্তর দিলেন পিতা ?

আবাস। আমি বললাম, জাঁতাপনার অন্তিমতি হয়ত কোবাধ্যক্ষেব পদ পবিত্যাগ কবি।

আসফ। সস্ত্রাট তাতে কি বলেন ?

আবাস। বিবস্ত্র হ'য়ে ব'সেন—“আচ্ছা বিবেচনা কবা বাবে’—
—আসফ, আমি এ পদ পবিত্যাগ কৰ্ত্তে প্রস্তুত। তুমিও অগ্রা পবিত্যাগ কর্ত্তার জন্য প্রস্তুত হও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সম্রাটের দরবার কক্ষ । কাল—প্রভাত

জাহাঙ্গীর এবং তাঁহার কোষাধ্যক্ষ আয়াস দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন ।

দূরে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র পরভেক্স, তৃতীয় পুত্র সাজাহান ও

কনিষ্ঠ পুত্র শারিয়ার দণ্ডায়মান ছিলেন

জাহাঙ্গীর । জানি আয়াস ! গৃহ-তাড়িত কুকুর সব ! আমি তা'দের :উৎকোচ নেওয়ার জন্য, অত্যাচারেব জন্য, অসদাচরণের জন্য, তাদের সুবা থেকে চ্যুত কবেছি । তা'দের গলিত বিবেকের দুর্গন্ধের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে তাদের দূব কবে দিয়েছি । তাই তা'রা বিদ্রোহ করেছে । কিন্তু এখানেই তা'দের শাস্তির শেষ হয় নাই, আয়াস । আমি এই ষড়যন্ত্র-কারীদের নাম চাই । শাস্তি পূর্ণ হয় নাই ।—এই যে থসক—

প্রহরিগণপরিবৃত-থসকে বন্দীভাবে গইয়া মহাবৎ থা প্রবেশ করিলেন । থসক

শৃঙ্খলাবদ্ধহস্তে নতশিরে জাহাঙ্গীরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন । জাহাঙ্গীর

কিয়ৎকাল তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন । পরে কহিলেন—

থসক, তুমি কি অপরাধে অভিযুক্ত জানো ?

থসক নতশিরে কহিলেন—

“জানি ।”

জাহাঙ্গীর । থসক ! আমি তোমায সাবধান করে' দিয়েছিলাম ।

থসক । জানি পিতা ।

জাহাঙ্গীর । অপরাধ স্বীকার কর ?

থসক । করি ।

আয়াস । জাঁহাপনা । কুমার বালক । দশজনে একে নাচিয়েছিল ।

জাহাঙ্গীর । সেই দশজনেরই আমি নাম চাই । থসক ! তারা কে

উত্তর দাও। নীরবে থাকলে ছাড়ছি না। তা'দের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।
তা'দের বাস্ত্র দিয়ে খাওয়ানো—বল কে তা'রা? কে তা'রা?

খসরু। সম্রাট। আমি তাদের নাম বলবো না।

জাহাঙ্গীর। বলবে না?—কুলাঙ্গার! তোমায় বলতে হবে। আমি তোমায় বলানো। আমি তোমায় যন্ত্রণার বস্ত্রে চড়ানো। আমি বেত্রাঘাতে তোমার পৃষ্ঠচন্দ্র লোলখণ্ডিত কর। ভাবছো তুমি আমার পুত্র ব'লে ক্ষমা কর? তা'হলে তুমি আমায় জান না।—বল তাদের নাম, কখনও—

খসরু। আমায় সে শাস্তি হয় দি'ন। তাদের নাম এ ভিহ্বায় উচ্চারিত হবে না। যা হুজ্জা হয় করুন।

জাহাঙ্গীর। যা হুজ্জা হয় কর? তবে তাই কবি। প্রহরী! একে কারাগারে নিয়ে যাও।—আবদুল! দেখ, এর হাত পা গরাদের সঙ্গে বেঁধে সমস্ত দিন সোজা করে' দাড় করিয়ে রাখো। পৃষ্ঠে কোড়া দিয়ে প্রহার কর। খসরু! আমি জানি তোমার সাহস আর সহিষ্ণুতা। যাও নিয়ে যাও।—কি ব'দছো যে! বলবে তাদের নাম?

খসরু। না।

জাহাঙ্গীর। নিয়ে যাও।

প্রহরীখণ্ড খসরুকে হেঁয় গাইতে ওজত হইলে মহাবৎ খাঁ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—

“জাঁহাপনা, আমার একটা নিবেদন আছে। (প্রহরীদের কহিলেন) দাঁড়াও।”

জাহাঙ্গীর। কি চাও মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। কুমারের উত্তর একপ শাস্তি বিধান করিবেন না।

জাহাঙ্গীর। সে কি মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। জাঁহাপনার আজ্ঞায় প্রতিবাদ কখনও পূর্বে করি নি—
আজ কছি। শুধু অহুগ্রহ করে'—তার পর যে আত্মা হয় দিবেন।

জাহাঙ্গীর। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা বল, কেহ যেন না বলে যে জাহাঙ্গীর সম্যক বিচার না কবে' দণ্ড দিয়েছেন।

মহাবৎ। জাঁহাপনা! কুমার খসক ঘোবতন অপগাধ কবেছেন, সত্রা। তাঁকে এবার ক্ষমা কবন। আব দণ্ডই যদি দেন, ত সত্রাটেব পুলেব উপবক্ত দণ্ড দিন। সাগাণ অপগাধীব লগ এ দণ্ড তাঁকে দিবেন না।

জাহাঙ্গীর। সত্রাটেব পুল বলে' সমাচিত দণ্ড দিব না? আমি পূর্বে কখন এ বকম পক্ষপাত বিচার কবেছি কি মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। এ পক্ষপাত বিচার নয়। পদনীব একনা মর্যাদা আছে। জাঁহাপনা একদিন স্বর্ণগত মহাত্মা আববনেব াকজে বিদ্রোহ কবে-
ছিলেন। তিনি যদি আপনাকে এই শাস্তি দিতেন।

জাহাঙ্গীর। তাঁব আমান মত সমাধা বিচার ছিল না।

মহাবৎ। না খোদাবন্দ! তিনি পদবাব মর্যাদা বুঝতেন। আজ যে জাঁহাপনাকে ভারতবর্ষ সত্রাটি ব'লে অভিবাদন কচ্ছে, সেও গেই মহাত্মার স্মৃতিচাবে। তিনি ইচ্ছা কলে আজ হয়ত এই কুমার খসকই ভারতব সত্রাটি হোত, আব হয়ত কুমার খসকর কাছেই জাঁহাপনার বিচার হোত।

জাহাঙ্গীর। (ক্রুদ্ধভাবে) মহাবৎ।

আযাস। জাঁহাপনা। সেনাপতি মহাবৎ খাঁ যেসপ যোদ্ধা সেকপ বাক্চতুব ন'ন। তাঁকে মাজনা কর্বেন জাঁহাপনা। কিন্তু কুমার খসকর জন্ত আমিও জাঁহাপনার রূপা ভিক্ষা কবি। দশজনে মিলে একে উত্তে-
ভিত কবেছে। নইলে ইনি মহৎ।

জাহাঙ্গীর। মহৎ!

আযাস। বিবেচনা ককন খোদাবন্দ, যখন বড়যন্ত্রকারীবা জাঁহা-
পনাকে হত্যা কর্কার জন্ত একে উত্তেজিত করেছিল, সে প্রস্তাব ইনি
অগ্রাহ করেন। আব আজ যে ইনি সেই ভীক বড়যন্ত্রকারীদের নাম

না ব'লে তা'দের প্রাপ্য শাস্তি নিজের ঘাড় পেতে নিচ্ছেন, তাতে এর মতত্বই প্রকাশ পায়।

জাহাঙ্গীর। কিন্তু তাদের নাম জানা আমার দরকার।

'আয়াস। তা'দের নাম অনুসন্ধান করে' বের করে' দেওয়ার তার আমার রৈল।

জাহাঙ্গীর। আচ্ছা। প্রহরী, কুমারকে কারাগারে নিয়ে যাও। শাস্তির বিষয়ে পরে বিবেচনা কর্ব।

খসককে লইয়া প্রহরীঘর চলিয়া গেলেন

জাহাঙ্গীর। পরভেজ, তুমি মেবারযুদ্ধে হেরে এসেছ। তুমি যে এত অপদার্থ তা জাহানাম না। মহাবৎ খাঁ, এবার তুমি মেবার যুদ্ধে যাও। আর পরভেজ তুমি মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যাও। যুদ্ধ কা'কে বলে শিক্ষা কর।

পরভেজ। যে আজ্ঞা পিতা।

জাহাঙ্গীর। আর খুরম, এবার তোমায় দাক্ষিণাত্যযুদ্ধে যেতে হবে জানো ?

সাজাহান। জানি পিতা।

জাহাঙ্গীর। শারিয়ান, তুমি এখানে যে !—হকিম এসেছিলেন ?

শারিয়ান। এসেছিলেন।

জাহাঙ্গীর। কি বল্লেন ?

শারিয়ান। ঐষধ দিবে গিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর। তাই পাও গে, যাও। তুমি এখানে কেন ? অন্তঃপুরে যাও।

এই বলিয়া 'জাহাঙ্গীর চলিয়া' গেলেন। মহাবৎ খাঁ ও সন্তাসদৃশ্য বিপরীত দিকে নিজাম হইলেন। সন্তাস-খাঁ তিন ভাতা—পরভেজ, সাজাহান ও শারিয়ান রহিলেন।

সাজাহান। সত্য কথা, ভাই তুমি মেবার যুদ্ধটা কি তরোবারের উল্টো দিক দিয়া ক'রেছিলে ?

পরভেজ। যুদ্ধ যেমন ক'বে করে সেই রকম ক'রেই ক'রেছিলাম। তবে অপরিচিত দেশ, আর মেবাবের যুদ্ধ যেদিন হয়, সেদিন আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

সাজাহান। তুমি তামাক খাচ্ছিলে বুঝি ?

পরভেজ। সত্য খুবম, তামাকই খাচ্ছিলাম। আগ্রা থেকে এক সিঙ্কুক মৃগনাভি তামাক নিয়ে গিয়েছিলাম।

সাজাহান। ভাই ঐটেই ভুল কবেছিলে। তামাক, তাকিয়া আর স্ত্রী এ তিনটে জিনিস যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও নিয়ে যেতে নেই। 'আবাম আর যুদ্ধ, তেল জলের মত—একেবারে মিশ খায় না।

শারিয়্যার। আশ্চর্য্য ! তোমাদের কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নেই ? এ ভগৎ কি একটা হত্যাকাণ্ড !—ওসব ছেড়ে দেখ দেখি ভাই আকাশ কি নীল, ধরণী কি শ্রাম, শোন বিহঙ্গের কজন, নদীর জলকলরব। প্রাণ দিয়ে অমৃত্যু কর এই বিশ্বনিখিল !

সাজাহান। শারিয়্যার ! কুৎসিত যেমন যত ঢাকা থাকে ততই সে সুন্দর. তেমনিই তুমি যত কম কথা কও তোমার ততই বেশী শোভা পায়। তুমি চুপ কর।

শারিয়্যার। তোমরাই সব দশজনে মিলে এমন সুন্দর জগতকে কুৎসিত করে তুলছো।

প্রস্থান

পরভেজ। শারিয়্যার দম্ভবমত কবি। এমনই ভাবে কল্পশব্দায় শুয়ে শুয়ে একদৃষ্টে আকাশের পানে, নদীর পানে চেয়ে থাকে, যে সে সময় যদি কেউ ওর মাথাটা কেটে নিয়ে যায়, বোধ হয় টের পায় না।

সাজাহান। সাধে কি প্লেটো তাঁর কল্পিত রাজ্য থেকে কবিদের নির্বাসিত করেছিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাঙ্গণে সুবছাহানের কক্ষ । কাল—অপবাহ

সুবছাহান একাধিনা পড়িতেছিলেন

সুবছাহান । না, আর ভালো লাগে না ।

পরে তিনি গুপ্তক রাগবা উঠিয়া মুকুনে নিঃসর চেহারা দেখিতে দেখিলে

বেশগুচ্ছ হুতাইতে ওড়াহতে কহিলেন—

এই চেহাৰাৰ জ্ঞাত এওঁ!—তায় উদাব স্বামা! এহ দপট তোমাৰ
মৃত্যুসাধন কৰেছে।—এহ দপ?—না আমাৰ অক্লতজ্ঞ কঠিন হৃদয়?
ঈশ্বৰ! ঈশ্বৰ! কেন আমি বন্ধনও তাঁকে ভালোমাস্তে পাৰি নাই?
তাঁৰ চেয়ে ভালোবাসাৰ বোগ্যপাণ আৰু কে ছিল?—দেবতাৰ মত
গঠন, সিংহৰ মত বাঁহ, নাতাব মত ব্ৰহ্ম, শিশুৰ মত মায়াময়!—তবু তোমাৰ
ভালোমাস্তে পাৰি নাত। ঈশ্বৰ জানেন তোমাৰ ভালোবাসাৰ জ্ঞাত
নিজেব সঙ্গে কি বন্ধ কৰেছি। তবু পাৰ্শ্বাংগ না। তাই তুমি অসীম
বৈবাগ্যে মৃত্যুকে দেখে ডেকে গিলে। আমাৰ উচ্চাশাই তোমাৰ সৰ্বনাশ
ক'ৰেছে, আমাৰও সৰ্বনাশ ক'ৰেছে।—না তবু বন্ধ কৰি। এ
শযতানীকে দমন কৰি। সে শযতানী তোমাৰ মৃত্যুৰ পৰে আমায় এই
প্ৰাসাদে টেনে এনেচে সত্য। কিন্তু অস্তিত্ব এখানে এসে এ চাবি বৎসব
থবে' সম্ভাটেব মৃদুদশনও বনি না, কৰিও না। দোখ কে জেতে।
—স্বামী! তুমি মৰেছিলে আমাৰ জন্ম, আমিও মৰি তোমাৰ জন্ম! তুমি
মৰোছিলে গায়ে সঙ্গে বন্ধ কৰে', আমি মৰি নিজেব সঙ্গে বন্ধ কৰে'।
তুমি মৰেছিলে এক মুহূৰ্ত্তে, আমি মৰি তিলে তিলে! তুমি শিষ্যছো—
আৰু আমাৰ চৰিত্ৰ বেধে শিষ্যছো—এক দীৰ্ঘস্থ কবৰ! ঐ যে
কল্পনা।—ডাকি —স্বামী, মায়াময়।

লয়লা কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া কহিলেন—

“কি মা !”

হুজুহান। লয়লা ! আমার বুকে আয়। লয়লা ! আমাব সর্ব্বদ্ব !

লয়লা। কি হয়েছে মা ?

হুজুহান। লয়লা, কেন দিবারাত্রি তোর এ বিষণ্ণমুখ, এ আনত নয়ন, এ দীন বেশ ?

লয়লা। কেন ? জানোনা ?—মা তুমি এখানে কেন এলে ?

হুজুহান। আমি স্বেচ্ছায় আসিনি লয়লা !

লয়লা। স্বেচ্ছায় হো'ক, অনিচ্ছায় হো'ক, এখানে কেন এলে ?

হুজুহান। নৈলে কি কর্ত্তে পার্ত্তাম—

লয়লা। বিষ খেতে পার্ত্তে ! মা, ভীষনে এত মায়া ! যে হুজুহান আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে সেই নীচ, কাপুরুষ, অধম, জল্লাদের প্রাসাদে—

হুজুহান। চুপ চুপ !

লয়লা। চুপ ?—আমি এ কথা দিবারাত্রি জন্মের পূর্বে রাখিবো ভেবেছো মা ? আমি এ কথা সমস্ত ভারতবর্ষময় রাষ্ট্র কর্ত্তব্যে সম্রাট আমার পিতাকে গুণ্ডা দিয়ে বধ করিয়েছে ! আমি একথা বলবো বলবো বলবো ।—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তালু শুদ্ধ না হ'য়ে যায় ; যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত বাতাস সেই উচ্চারণে ছেয়ে না যায় ; যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কলঙ্কের কালিমায় সমস্ত আকাশ কালীবর্ণ হ'য়ে না যায় । এ কথা সম্রাটের প্রকাশ্য দরবারে বলবো, যতক্ষণ সম্রাট লজ্জায় সিংহাসন শুদ্ধ মাটির নীচে বসে' না যায় ! একবার স্বয়োগ পেলো হয় ।

হুজুহান। বৎসে ! তুমি যদি প্রাসাদের মধ্যে এইরকম চীৎকার ক'রে বেড়াও ত, আমি স্বামী হারিয়েছি, কষ্টা হারাবো !

লয়লা। কি সম্রাট আমাকেও হত্যা করবে ! কব্বক। আমি ডরাই

না। তোমার মত আমার প্রাণে এত মায়া নাই! হা ষিক!—চল মা এখান থেকে আমরা চলে' বাই।

হুরজাহান। অহুমতি নাই লয়লা!

লয়লা। অহুমতি নাই? আমরা কি বন্দিনী?

হুরজাহান। হা মা!

লয়লা। কি অপবাধে?

হুরজাহান। জানি না।

লয়লা। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে ধীবে ধীবে কহিলেন) মা! তুমি আমায় বলছো যে তুমি এখানে স্বেচ্ছায় আসো নি। কিন্তু আসবাব সম্বন্ধে তোমার ত বিশেষ আপত্তি কর্ত্তে দেখা গেল না। নীরবে পোষা ঐবিগীর মত এই প্রাসাদে প্রবেশ করলে। তুমি বল আমরা বন্দিনী। কিন্তু এ কারাগার ত্যাগ করবার জন্য তোমার কোন চেষ্টা কি আগ্রহ দেখি না ত। ভিক্ষুর মত এই বিশাল অন্তঃপুরের এক ময়লা জব্বল আঁতাকুড়ে আছে—পবন স্বচ্ছন্দে!—মা, সত্য কথা বল, তুমি এখান থেকে যেতে চাও।

হুরজাহান। চাই।

লয়লা। তবে সম্রাজ্ঞীকে দিয়ে সম্রাটের অহুমতি চেয়ে পাঠাও।

হুরজাহান। সম্রাট অহুমতি দেবেন না।

লয়লা। (ভূতলে চরণ দাপিয়া কহিলেন) দেবেন। আমি বলছি দেবেন। কখন সননভাবে সাগ্রহে অহুমতি চেয়েছো কি মা? অহুমতি চাও। অহুমতি চাইবে?

হুরজাহান। চাইব।

লয়লা। আচ্ছা। অহুমতি পাবার ভার আমি নিলাম। দেখি!

এই বলিয়া লয়লা চলিয়া গেলেন

হুরজাহান। ওঃ—কি লজ্জা! না পানাই!—পানাই। আর না!

লয়লার মুহু ভৎসনার তাড়নায় আমার অন্তরের কুৎসিত ক্ষত টের পেয়েছি। আর বুঝতে পেরেছি যে সে কি কুৎসিত। না আমি পালাবো, আর কিছুই জ্ঞান না হোক—পালাবো তোমার জ্ঞান লয়লা! আমি তোমার কাছেও অবিশ্বাসিনী হব না। (পরে সহসা স্বর নামাইয়া কহিলেন) অভাগিনী কত্না আমার! সেই দিনের পর ওর মুখে হাসিটি দেখিনি। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবে। পরে এমন এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যে, তার সঙ্গে যেন তার অর্ধেক প্রাণ বেরিয়ে আসে! মাঝে মাঝে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে; পরে হঠাৎ চক্ষুটি জলে ভরে আসে; অমনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। কখনও বা অক্ষুটস্বরে আপন মনে কি বলে—আর এমন অঙ্গভঙ্গি করে—বার মধ্যে ঘুণা আছে, ক্রোধ আছে, নৈরাশ্য আছে। দূরে ঐ সানাই বাজতে আরম্ভ হ'ল। কি বিশাল এই প্রাসাদ! না, আর না। না, এখান থেকে চলে যাওয়াই ঠিক।

পাদিজা প্রবেশ করিল

খাদিজা। পিসীমা, দিদি কোথায়?

হুরজাহান। জানি না। তুমি কতক্ষণ এখানে এসেছিস খাদিজা?

খাদিজা। এই কতক্ষণ।

হুরজাহান। কা'র সঙ্গে?

খাদিজা। মার সঙ্গে।

হুরজাহান। তোমার মা কোথায়?

খাদিজা। সমাজীর কাছে। আমি দাই দেখি, লয়লা কোথায় গেল। তুমি আসবে পিসীমা?

হুরজাহান। না।

খাদিজা। তবে আমি যাই।

নুবজাহান। অপকণ সন্দেহে এই ভাইখিটি আমার। তাই আমার ভাজ্ঞ এঁকে নিয়ে এঁই অবিস্মৃতি কুমারসমাজে আনাগোনা কর্ছেন। হায় নাবী। এমন অধম জাত তুহ! তোব ঐ রূপ বঁডশিব মত কি শুধু পুরুষমানুষ পাথবাব জ্ঞান তৈরি হয়েছিল? শুধু পুরুষমানুষ ধর্মাব একটা ফাঁদ মান? আবহা বাবে অধম পুরুষ। তোমাব এত শৌর্য্য, বুদ্ধি, বিবেক, সব অন্যায়সে চেয়ে দাও—ঐ বমণীব জঘন্য রূপেব পায়ে! (দার্ম্য নিঃস্বাস সহকারে) এই ত মানুষ।

চতুর্থ দৃশ্য

জান—প্রাসাদ-অন্তর পু। কাল—সন্ধ্যা

জাহাজীব ও রেবা দাঁড়াইয়া কথা কহিওঁছিলেন

জাহাজীব। বেবা, তুমি ত সব জানো।

বেবা। জানি।—তা ঈশ্বর! যদি না জান্তাম।

জাহাজীব। রেবা! যে উন্নত, তাং দোষ একটু অসুখ-স্বাস সঙ্গে বিচার করে দেখ। এখন আমি উন্নত হয়েছিলাম।

বেবা। বিচার করিব তুমি আমি কে? যিনি বিচার করিব, (উচ্চৈঃস্বরে উঠাইব) তিনি কর্ছেন। আমি তোমাব বিগত পাপেব দণ্ড ভিন্নতার কোনে আসি নি। ভবিষ্যৎ মঙ্গলেব জন্ত এসেছি। শোন।

জাহাজীব। বল।

বেবা। শেব খাঁব বিধবাকে কাবানুজ করে দাও।

জাহাজীব। আমি তাঁকে কাবাগাবে রাখিনি, রেবা। আমি তাঁকে প্রাসাদে এনে বেখেছি শুধু এই আশায়, যে, তিনি একদিন স্বেচ্ছায় আমার বিবাহ কর্ছেন।

রেবা। মেহেরুন্নিসা যদি তোমায় বিবাহ কর্তে স্বীকৃত হ'তেন ত আমি নিজে সে বিবাহের উদ্যোগ কর্তাম। কিন্তু এই চার বৎসরেও যখন বিবাহে তাঁর সেইরূপ দৃঢ় অসম্মতি গেল না, তখন আর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাসাদে বন্দী করে' রাখা ঘোরতর অবিচার।

জাহাঙ্গীর। একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্তে পাই না কি ?

রেবা। না, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়।

জাহাঙ্গীর। রেবা! তোমারই অহুরোধে আমি এতদিন শের খাঁর বিধবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি—যদিও আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার বাসনায় মাঝে মাঝে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছি।

রেবা। এষ্ট ত মাতুলের কাজ! মানুষ যদি সন্দেহ প্রবৃত্তিরই অধীন হবে, তবে মাতুলের সঙ্গে পশুর তফাৎ রৈল কি ?

জাহাঙ্গীর। মেহেরুন্নিসা বর্জ্যমানে ফিরে যেতে চান ?

রেবা। হাঁ স্বামি; আমি করযোড়ে অহুবোধ করছি, তুমি সে প্রার্থনা মঞ্জুর কর।

জাহাঙ্গীর। যদি জানতে—যদি বুঝতে পারতে—

রেবা। জানি, বুঝতে পারি! তবু আমি জীবিত থাকতে এই প্রাসাদে একজন কুলাঙ্গমার অপমান হবে না। আর আমি সাধ্যমত তোমায় রক্ষা কর্ব।

জাহাঙ্গীর। রেবা, তোমায় আমি ভক্তি করি দেবীর মত তথাপি—

লয়লার প্রবেশ

লয়লা। তথাপি ?—বলে' যান সম্রাট—তথাপি ?

জাহাঙ্গীর নিস্তব্ধ বহিলেন

সম্রাট, আমি শের খাঁর কণ্ঠ। আমি জান্তে চাই যে, কি অপরাধে সম্রাট আমার মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে আজীবন বন্দী করে রাখেন—!

কি আশ্চর্য্য সন্ধ্যাট শের খাঁর পরিবারের উপর এই অত্যাচারের উপর অত্যাচার স্তূপীভূত করেন! উপরে কি ঈশ্বর নাই? পৃথিবী থেকে কি ধর্ম একেবারে লুপ্ত হয়েছে? ,

রেবা। প্রভু! আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য বলছি, এই মহিলাটিকে বিদায় দাও।

জাহাঙ্গীর। (আর একবার লয়লার দিকে চাহিলেন। চোখোচোখী হইতেই চক্ষু অবনত করিয়া কহিলেন)—তবে তাই হোক। বিধবাটিকে বল, যে, তিনি সকল বর্ধমানের ফিরে যেতে পারেন।

লয়লা। সন্ধ্যাটের জয় হোক।

প্রস্থান

রেবা। এহ ত পুরুষের কাজ। আমি জানি নাথ! এই বিধবাব প্রতি তোমার অহুসাগ। সেই জন্য তোমার মানসিক বস আমাব কাছে এত গৌরবের বোধ হচ্ছে।—স্বামি, কর্তব্যনিষ্ঠা এ নিফল অহুসাগ বিন্ধত হ'তে চেষ্টা কর।

প্রস্থান

জাহাঙ্গীর। আমি কি এতই অধম, যে এই সামান্ত নারী আমার প্রত্যাখ্যান করে! না তার গর্ভ এতই অধিক! একদিন ভেবেছিলাম যে, সে নারী আমায় সত্যই ভালবাসে—আমাদের মিলনের অন্তরায় কেবল শের খাঁ। সে কি একটা লম?—একবার যদি তার সাক্ষাৎ পেতাম!—(এই বলিয়া তিনি নত শিরে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন)—আচ্ছা, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।—দৌবারিক!

নেপথ্যে। খোদাবন্দ।

দৌবারিকের প্রবেশ

জাহাঙ্গীর! আয়াসের পুত্র আসফ।

দৌবারিক । যো হকুম খোদাবন্দ ।

অস্থান

জাহাজীর । আসফকে দিযে দেখি একবার । এত শ্রম, এত চক্রান্ত
ক'বে তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে এত অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিব ?
—কখন না ! একবার বথাসাধা ধ্বংস চেষ্টা কবে' দেখবো । এত সহজে
ছাড়বো না ।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মুরজাহানের কক্ষ । কাল—বাড়ি

মুরজাহান একাকিনা কক্ষমধ্যে পানচাবণ করিতেছিলেন

মুরজাহান । আমাব আর্জি শেষে মঞ্জুব হয়েছে । এখন, কোথায়
যাবো ? পিতার কাছে ? না বর্দ্ধমানে ? বর্দ্ধমানে কাব কাছে যাবো ?
কে আছে আমাব সেখানে ? নাসি বা থাকলো, আমি যাবো । আমি যে
কারুকার্য্য শিখেছি, তাতেই আমাব সামান্য ব্যয় নির্বাহ কতে পার্কো ।
আমি যাবো । এখান থেকে যত দবে হয়, ততই ভাড়া । আমি বর্দ্ধমানে
ফিবে গিয়ে আমার স্বামী'র স্মৃতি ধ্যান কবে' মর্কো । আব এ শয়তানী
প্রবৃত্তিকে দমন কর্কো ।

দারীর প্রবেশ

বাদী । সম্রাজ্ঞী আসছেন জনাব ।

মুরজাহান । উত্তম ।

দারীর প্রস্থান

মুরজাহান উঠিয়া সসভ্যে নিম্নে পবিত্র টিক করিয়া লইলেন । রেবা প্রবেশ
করিলেন । মুরজাহান অভিবাণন করিলেন । রেবা প্রত্যভিবাণন করিলেন । পরে
রেবা কহিলেন—

“মেহেরিসা, তোমায় একটি সুসংবাদ দিতে এসেছি ।”

নুরজাহান । শুনেছি সম্রাজ্ঞী, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে ।

রেবা । হাঁ মেহের ! তুমি কাল প্রভাতে সকল্যে বেখানে ইচ্ছা যেতে পারো ।

নুরজাহান । আমি যে সম্রাজ্ঞীর কাছে কতদূর কৃতজ্ঞ, তা বলতে পারি না ।

রেবা । তবে তোমায় একটা কথা জানানো দরকার বিবেচনা করি ।—তুমি সম্রাজ্ঞী হ'তে চাও ?

নুরজাহান । বেগম সাতের ! মাপ কর্কেন, আমি কিছু হ'তে চাই না । আমি শুদ্ধ বর্দ্ধমানে ফিরে যেতে চাই ।

রেবা । চাও কি না, তাহ জিজ্ঞাসা করছিলাম । শোন মেহের !—তুমি ইচ্ছা করলেই সম্রাজ্ঞী হ'তে পারো । যে-সে সম্রাজ্ঞী নয়—প্রধানা বেগম, ভারতের অধীশ্বরী ;—যে সম্মান আজ আমি বহন করছি । দশ বৎসর পূর্বে সম্রাট তোমাতে যে রকম মুগ্ধ ছিলেন, আজও তিনি সেই-রকম বা ততোধিক মুগ্ধ । তিনি আর এই সাম্রাজ্য তোমার মতোই মধ্যে ; ইচ্ছা করলে মুঠোব মধ্যে রাখতে পারো, ইচ্ছা করলে ফেলে দিতে পারো—কি ভাবছো নেহের ?

নুরজাহান । ভাবছিলাম সম্রাজ্ঞী—মাপ কর্কেন—ভাবছিলাম যে, নিজের সাম্রাজ্য, নিজের স্বামী—আপনি এই রকম উদাসীন ভাবে আর একজনের হাতে বিলিয়ে দিতে পারেন ?

রেবা প্রবণ হাঁসিলেন, পরে কহিলেন—

“আমরা হিন্দু-জাতি, বিলিয়ে দিতেই জন্মেছি । বল দেখি, এই ভারতবর্ষটাই কি এই রকমই আমরা তোমাদের হাতে বিলিয়ে দিইনি ? আমাদের আশা এখানে নয় মেহের—আমাদের আশা-ভরসা (উল্কে দেখিয়া) এখানে ।”

মুরজাহান। না সম্রাজ্ঞী। আমি সম্রাজ্ঞী হ'তে চাই না।

রেবা। বেশ। আমি তোমায় কোনদিকেই লুণ্ঠাচ্ছি না। সংবাদ দিলাম মাত্র। তবে রাত্রি হয়েছে। আমি এখন আসি মেহের—

বলিয়া সম্রাজ্ঞী রেবা চলিয়া গেলেন

মুরজাহান। ভারতেব অধীশ্বর!—(কিয়ৎক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিয়া পবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন)—না, এ কথা ভাবাও গাপ।—কিন্তু আমায় ভবিষ্যতে নিফল বোদন ছাড়া কি আর কিছুই নাই!—না, এ বিষয়ে আমি চিন্তা করব না।—উঃ, অসহ্য গরম!—(গবাঞ্জেব কাছে গিয়া গবাঞ্জে খুলিয়া দিলেন। পবে ফিরিয়া আসিয়া আবাব কহিলেন)—মাহমুদ মধ্য কি ছুটো মাগুথ আছে! তা না হ'লে অশ্রান্ত হৃদয় চ'নেহে কার সঙ্গে?—উঃ, কি গরম।—না, আমি কখনও তা' করব না। এবার আমার হৃদয়কে দৃঢ় কবেছি। আমার এ সঙ্গ হ'তে আর কেউ আমার বিচলিত কর্তে পারে না। এ বিষয়ে আমার একটা সম্মানের ঋণ আছে—আমার নিজের কাছে, আমার কণ্ঠ্যব কাছে, আমার নিহত স্বামীর কাছে।—কখনও না।

এই সময়ে বাদী পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিল -

“আপনার হাই, একবার আপনার সাক্ষাৎ চান জনাব।”

মুরজাহান। কে, আসফ?

বাদী। হাঁ জনাব।

মুরজাহান। আচ্ছা, নিয়ে এসো।

বাদী চলিয়া গেল

এ সময়ে আসফ হঠাৎ কি মনে করে? ১

আসফ প্রবেশ করিলেন

কি সংবাদ আসফ—তুমি যে হঠাৎ?

আসফ। সংবাদ আছে। শুভ সংবাদ। আমি শুভ সংবাদ ভিন্ন
আনি না।

শ্রবজাহান। কি সংবাদ?

আসফ। বলছি বোস। হাঁক নিতে দাও।

শ্রবজাহান। (নাববে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন)
—এখন বল কি সংবাদ।

আসফ। শুনবে কি সংবাদ?—শোন তবে। সম্রাট তোমাব
একবার সাক্ষাৎ চান।

শ্রবজাহান। সাক্ষাৎ চান? উদ্দেশ্য?

আসফ। উদ্দেশ্য কি জানো না মেহের?

শ্রবজাহান। হা অহুমান কর্তে পারি। যদি সেই উদ্দেশ্যই হয়, তা'
হ'লে তাকে আমার সেলাম জানিয়ে বোলো যে, সে সম্মান আমার পক্ষে
দুর্লভ।

আসফ। কি! তুমি এখান থেকে চলে' যাবাব আগে তাঁব সঙ্গে
একবার দেখা কতেও অস্বীকৃত?

শ্রবজাহান। নিশ্চয়ই।

আসফ। মেহের! আমি বুঝতে পারি না তোমার এ কি বকম
অদ্ভুত একগুঁয়েমি। আজ চার বৎসর হোল, শের খাঁর মৃত্যু হয়েছে।
মুসলমানী প্রথায় বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। আর বৎসরের ঢেউয়ের উপর
দিখে বৎসরের ঢেউ চলে' গিবেছে, তথাপি তোমার স্মৃতি সম্রাটের মনে
শিলাখণ্ডেব মত দৃঢ়, অটল, অক্ষুণ্ণ র'য়েছে। তবু তুমি—

শ্রবজাহান। 'আসফ! আমার স্মৃতি সম্রাটের হৃদয়ে বেগন উজ্জল,
আমাব স্বামীর স্মৃতিও আমাব মনে সেই রকম জাজ্জল্যমান।

আসফ। কিন্তু তোমাব স্বামীকে ত তুমি ~~কখনো~~ ^{কখনো} পাবে না—এ কি
রকম মৃঢ়তা, আমি বুঝতে পারি না।

আসফ । তুমি একা ভিখারিণী হবে না মেহের ! এই পরিবারটি পথের ভিখারী হবে । সম্রাট পিতাকে বলেছেন যে, তুমি যদি সম্মত হও, ত পিতাকে তিনি মঙ্গীর পদ দিবেন । আর তুমি যদি অসম্মত হও, ত তাঁর কোম্পানির পদও থাকবে কি না সন্দেহ ।

হুজুহান । (ঈর্ষা চিত্তা করিয়া কহিলেন)—তুমি কি প্রস্তাব দবছ জানো আসফ ? প্রস্তাব দবছ যে, আমার শরীর, আমার আত্মা, আমার আত্মমণ্ডালা, বা কিছু আপনার বসতে পারি, তাকে ফেলে দিব একটা সাম্রাজ্যের চতু ! যে আমার প্রতিহতা, বার প্রতি কেবল একটা তাঁর প্রতিহতা শাপিত মুক্ত তরবারের মত আমার অস্তরে দীপ্ত থাকবার কথা, তাকে নেবো আমার প্রেমালিঙ্গনে !

আসফ । প্রতিহতাই যদি নিতে চাও মেহের, ত এৰ চেয়ে উত্তম সুযোগ কি পাবে ? প্রাসাদেব বাহিরে তুমি এক সাম্রাজ্য নারী মাত্র ; তোমার সাধ্য কি ? কিন্তু তুমি যদি সম্রাজ্ঞা হও, সে সুযোগ তুমি প্রতি দিনে, প্রতি দণ্ডে, প্রতি মুহূর্তে পাবে । দেখ মেহের ! বিবেচনা কর ।

হুজুহান । ৷ নিম্নি ! আমি বশাব তাই দেখে আসছি । দূর থেকে একটা আবল্য আমায় টানছে, নৈলে আমরা আগ্রায় এসেছিলাম কেন ? নৈলে সেদিন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল কেন ? নৈলে এমন স্বামীকে ভালোবাসতে পারলাম না কেন ? নৈলে এ প্রাসাদে আসবার আগে বিষ খেতে পারলাম না কেন ? নৈলে পিতা, তুমি, স্বয়ং দয়্যাবতী সম্রাজ্ঞী, আমার বিপক্ষে যড়যন্ত্র কর্বে কেন ?—ওঃ ! কি যড়যন্ত্র ! আমার মধ্যে যে শয়তানী আছে, তাকে আমি জয় করে' এনেছিলাম ! এখন তোমরা সবাই এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে । আমি হঠেছি ।

আসফ । কি বল্ছো মেহের বুঝতে পারছি না ।

মুরজাহান। পার্বে না।—যাক, তোমরা সবাই তাই চাও? পিতা,
তুমি—তোমরা সকলেই তাই চাও?

আসফ। কি,?

মুরজাহান। যে আমি সম্রাজ্ঞী হই।

আসফ। হাঁ, চাই।

মুরজাহান। তবে তাই হোক! কিন্তু সাবধান আসফ। এব পবে
বা হবে, তা'র জন্ত আমি দায়ী নই। ননে বেথ যে, পিঞ্জবান্দক স্থিগু
ব্যাঘ্রাকে পুৰপথে ছেড়ে দিচ্ছ। যে ঝড়াকে হৃদয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে
আমি বক্ষে চেপে এখেছিলাম, সে শক্তি তোমরা গণিয়ে দিলে। এখন
এই ঝটিকা নিব্বিনোধে এই সাম্রাজ্যের উপর দিবে বহু' নাক।

আসফ। কি কর্তে চাও?

মুরজাহান। এখনও ঠিক জানি না। তবে এ শযতানীর শক্তি আমি
জানি।—গাও, সম্রাটকে বল গেল আমি তাঁকে বিবাহ কর্তে প্রস্তুত।

আসফ চলিয়া গেলেন

মুরজাহান। তবে সাম্রাজ্যখানি এবাব একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে
কাপুক।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদকক্ষ। কাল—রাত্রি

রাজপারিষদবর্গ আসীন। সম্মুখে নর্তকীগণ

১ম পারিষদ। গান গাও, আবার গাও। আজ সারারাত ক্ষুণ্ণ
কর্তে হবে।

২য় পারিষদ। হাঁ আজ সম্রাটের বিবাহ। সোজা কথা নয় চাঁদ।
শেখ খাঁর বিধবার সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিবাহ।

৩য় পারিষদ। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের পুত্র খুরমের সঙ্গে বিধবার ভাই আসফের কন্যার বিবাহ। সেটা যে তোমরা ধর্মব্যয়ের মধ্যেই আনুছো না ?

২য় পারিষদ। তবে রেখে দাও সব বাজে বিয়ে।

৩য় পারিষদ। বাজে বিয়ে ! কি রকম ?

২য় পারিষদ। প্রথম বিয়ে—কি বিয়ে। সে ত নাম্তা মুখস্থ করা।

৪র্থ পারিষদ। নাম্তা মুখস্থ করা কি রকম ?

৩য় পারিষদ। আসল অঙ্ক কষা আসে ঐ দ্বিতীয় বিয়েতে। তার পর যতই বিষের সংখ্যা বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক ততই ভারি শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

৩য় পারিষদ। বিষে হোল অঙ্ক কষা ?

২য় পারিষদ। বিষম অঙ্ক কষা। বাবা এ আমার ঠেকে শেখা।

৫র্থ পারিষদ। আসফের বস্ত্রা শুনেছি অপক্লপ সুন্দরী।

২য় পারিষদ। শুনেছি কি ! দেখেছি।

৩য় পারিষদ। কি রকম ! কি রকম !

২য় পারিষদ। কি রকম জানো ? এই ঠিক পরীর মত। পরী দেখেছো অবিশিষ্ট ?

৪র্থ পারিষদ। অর্থাৎ মাত্রায়ে অত সুন্দর হয় না। এই বলতে চাও ত ?

২য় পারিষদ। আরো বেশী বর্ণনা চাও ত শোন। তার চক্ষু দুটি পদ্মপত্রের মত, কর্ণ শঙ্খের মত, নাসিকা বংশীর মত, বেলী ভুজঙ্গের মত। বেশ বুঝে যাচ্ছে ? দপটা হৃদয়ঙ্গম করছ ?—

১ম পারিষদ। আরে টীকা-টিপ্পনি রেখে দাও। সে ত তোমাদের কারো স্ত্রী হবে না, তার বর্ণনার দরকার কি ? গাও নাচো ক্ষুণ্ণি কর।

নর্তকীরা নাচিতে নাচিতে গাহিল—

আজি নূতন রতনে, ভূষণে যতনে
 প্রকৃতি সতীরে. পরিয়ে দাও গো ।
 আজি, সাগরে, ভূষনে, আকাশে, পবনে—
 নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো ।
 আজি, পুরাণো যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে ,
 মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে ;
 —শামলে, কোমলে, কনকে হীরকে,
 ভূষন ভূষিত করিয়ে দাও গো ।
 আজি বাঁগায় মুরজে স্নননে গরজে,
 জাগিয়া উঠুক গীতি গো ।
 আজি, হৃদয় নাঝারে, জগত-বাহিরে,
 ভরিয়ে উঠুক স্রীতি গো ।
 আজি, নূতন আলোকে, নূতন পলকে,
 দাও গো ভাসিয়ে ভুলোকে দুলোকে ;
 নূতন হাসিতে, বাসনা-রাশিতে,
 জীবন মরণ ভরিয়ে দাগ গো ।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—সম্রাটের অন্তঃপুর । কাল—সায়াহ

অন্তঃপুর-গৃহের বারান্দায় লয়লা একাকী বেড়াইতেছিল । সঙ্গে সম্রাট-পুত্র শারিয়ার

শারিয়ার । লয়লা, তোমার এই পাণ্ডুর বিষণ্ণ মুখ, এই আনত গুচ্চ
 চক্ষু, এই কল্পিত ভয়ঙ্কর কেন ? কি দুঃখ তোমার ?

লয়লা । আমার দুঃখ আপনি শুনে কি কর্বেন সাহজাদা ?

শারিয়ার । পারি যদি প্রতিকার কর্ব ।

লয়লা । আপনি !

শারিফাব । জানি লয়লা, আমার ক্ষমতা ক্ষুদ্র, জানি, আমি সম্রাটের উপেক্ষিত, রাজ-পরিবারের অবজ্ঞাত । তবু চেষ্টা কর্তে পারি ।

লয়লা । কুমাব, আগনি যে সবাব উপেক্ষিত, ঐটুকুই আপনার সৌন্দর্য্য ।

শারিফাব । ব্যতীত পার্লাম না ।

লয়লা । পার্কেন না । বুঝাব বৃথা চেষ্টা কর্কেন না ।

শারিফাব । তুমিও আমায় অবজ্ঞা কর !

লয়লা । না কুমাব ! আমি আপনাব নিঃসঙ্গাব অবস্থা, আপনাব শাশনিক আব মানসিক দৌর্দলা, আপনাব বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দৈক্য, বড়ই সুন্দর দেখি ।

শারিফাব । আমার কিছু সুন্দর দেখি কি লয়লা ?

লয়লা । আপনাব কাছে স্তোত্রবাক্য ব'লে আমার কোন লাভ নাই । আপনি বড়ই দীন—আমাব চেয়েও দীন ।

শারিফাব । তুমি দীন লয়লা ! তুমি সম্রাজ্ঞীর কন্যা, তুমি সম্রাটের—

লয়লা । স্তব্ধ হোন্ কুমাব । সম্রাটের গর্ভে আমার নাম এক নিঃস্বাসে উচ্চারণ কবে', আমায় কলুষিত কর্কেন না । হাঁ, আমি সম্রাজ্ঞীর কন্যা বটে—হায়, তা অস্বীকার কর্কার যো নাই ।

শারিফাব । লয়লা, তুমি একটি প্রহেলিকা ।

লয়লা । সাহজাদা, আমার চরিত্র কি আপনার কাছে এতই জটিল চৈকে ?

৭. রচয়িতার প্রবেশ

পরিচায়িকা । (লয়লাকে) আপনাকে বেগব সাহেব একবার ডেকেছেন ।

লয়লা । আমাকে ?

পরিচারিকা। হা জনাব।

লয়লা। বেগম সাহেবা ?

পরিচারিকা। হাঁ, বেগম সাহেবা।

লয়লা। প্রয়োজন ?

পরিচারিকা। আমায় বলেন নি।

লয়লা। আচ্ছা যাচ্ছি, বল গে যাও।

পরিচারিকা চলিয়া গেল

লয়লা। সাহজাদা! জানি, আপনি আমায় ভালোবাসেন। কিন্তু সে ভালোবাসা দমন করুন।

শারিয়্যার। তুমি আমায় ভালোবাস না ?

লয়লা। বাসি! যদি কাউকে বাসি, সে আপনাকে, তবু আপনাকে বিবাহ কর্তে পারি না।

শারিয়্যার। অপরাধ ?

লয়লা। অপরাধ, আপনি জাহাঙ্গীরের পুত্র।

শারিয়্যার। সাজাহানও ত জাহাঙ্গীরের পুত্র।

লয়লা। তাই কি ?

শারিয়্যার। তোমার ভগিনী খাদিজা ত তাঁকে বিবাহ করেছেন।

লয়লা। খাদিজা অসফ খাঁব কন্যা, শের খাঁর কন্যা নহেন।—যান! কেন আমার নির্জনতায়, আমার দুঃখে, আমার নৈরাশ্রের দূষিত বাতাসের মধ্যে এসে আপনাকে অস্থখী করেন ?

শারিয়্যার। তুমি তবে আর কাকে বিবাহ কর্বে !

লয়লা। না সাহজাদা। সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন।

শারিয়্যার। তুমি বিবাহ কর্বে না ?

লয়লা। না।

শারিয়্যার। কেন লয়লা!—চেয়ে দেখ এই বিশ্বজগৎ। চেয়ে দেখ,

ঐ হিরণ্ময়ী সন্ধ্যা—আকাশের নীল হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐ হিল্লোলিত পবন শ্রামা ধরিত্রীকে আলিঙ্গন করছে। ঐ ভ্রমর চম্পককলিকার মুখচুশন করছে!—বিশ্বজগতে কে একা আছে লয়লা?

লয়লা। আমি তবে এ বিশ্বজগতের বাহিরে। আমার যে দুঃখ—

সহসা লয়লা দক্ষিণ করতলে বাম করতল মর্দন করিয়া ককণশ্বরে কহিলেন—

যান, সাহজাদা যান! এ সব শোন্বার আমার সময় নাই—আমার সেরূপ অবস্থা নয়।

শারিয়্যার। তোমার কি দুঃখ, আমায় জানানাবেও না?

লয়লা। না, আপনি বুঝবেন না।—আপনি যান।

শারিয়্যার চলিয়া গেলেন

লয়লা। তুমি আমার দুঃখ কি বুঝবে শারিয়্যার! পৃথিবীতে কি কেউ বুঝতে পারে! আমার মা—আমার পিতা যাকে পূজা কর্তেন বল্লই হব—সেই পিতাকে যে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়েছে—আমার মা আজ সেই জল্লাদের স্ত্রী—একটা সাম্রাজ্যের ভাণ্ডার—একখণ্ড ভূমির জন্ত! -

বলিতে বলিতে লয়লার স্বর ভাঙিয়া গেল

—আমার মা আজ আমার পর হ'য়ে গিয়েছে! আমার সোণার প্রতিমা আমার হৃদয়ের সিংহাসন থেকে দস্যুতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে! আমার সব গিয়েছে। আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম। চক্ষে অশ্রুবিন্দু ছিল না। মুখে আর্তনাদ ছিল না! মাকে বাঁচাতে পারলাম না—বাঁচাতে পারলাম না।

এহান

অষ্টম দৃশ্য

হান—সম্রাজ্ঞী মুরজাহানের সুসজ্জিত প্রাসাদ-কক্ষ । কাল—রাতি

মহাঘরুয়ার ভূঁইয়া মুরজাহান একাকিনী সেই কক্ষে বেড়াইতেছিলেন

মুরজাহান । আমি আজ ভারতের সম্রাজ্ঞী ! কিন্তু, এ আমার গৌরব, না লজ্জা ? এ আমার ভয়, না পরাভব !—উঃ কি পরাজয় ! শয়তানীর সঙ্গে এতদিন ধরে' যুদ্ধ করে' এসে শেষে পরাস্ত হ'লাম । আমি হেরেছি । আমি আমার সব হারিয়েছি । তবে আর কিসের ভয় ! যখন সম্রাজ্ঞী হয়েছি, তখন সব বাধা, সব বিঘ্ন, আমার পথ থেকে সরে' যাক ! যখন বিবেক গুইয়েছি, তখন সব দ্বিধা সন্শোধ হৃদয় থেকে দূর হোক ! যখন সম্রাজ্ঞী হয়েছি, রাজত্ব কর' !—এই সম্রাট আসছেন ।

জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলে সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন

জাহাঙ্গীর । মুরজাহান ! তুমি সম্রাজ্ঞী হ'তে জন্মেছিলে । তোমার সেলাম কর্কার ভক্তিমা পর্যন্ত সম্রাজ্ঞীর মত ।

মুরজাহান । সম্রাজ্ঞী হ'তে জন্মেছিলাম, সম্রাজ্ঞী হয়েছি । , সংসারে কেউ সেধে বড়লোক হয়, আর কাউকে বা সংসার বড়লোক হ'তে সাধে ।

জাহাঙ্গীর । সে-লোকের মত লোক হ'লে বটে । রত্নকেই লোকে খুঁজে এনে উষ্ণীষে রাখে ।

মুরজাহান । আর বার শিরে সে উষ্ণীষ থাকে, সে শির তার স্নেহের পক্ষে বড়ই বেশী ভারী হয়, জাঁহাপনা ।

জাহাঙ্গীর । মুরজাহান ! যা হয়ে গিয়েছে—

মুরজাহান । তা হ'য়ে গিয়েছে । সত্য কথা । এর মত সত্য কথা সংসারে আর কিছু নাই জাঁহাপনা ।—সে কথা'বাক' । আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্তে পারি কি জাঁহাপনা ?

জাহাঙ্গীর । কি কথা হুরজাহান ?

হুরজাহান । জাঁহাপনা, শুন্‌ছি, কুমার খসরুকে কারাগার হ'তে মুক্ত করে দিগেছেন ?

জাহাঙ্গীর । হাঁ প্রিয়তমে ।

হুরজাহান । সম্রাজ্ঞী রেবা বুঝি সম্রাটকে—সে বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন ?

জাহাঙ্গীর । হা—না—অর্থাৎ তিনি মুখ ফুটে কিছু বলেন নি । তবে তাঁর অশ্রুজল বা সমস্ত প্রাণের নিষেধ সত্ত্বেও চোখে এসে ছাপিয়ে পড়ে, তাঁর দোষনিষ্ঠাস বা অন্তর্নিবদ্ধ বাষ্পের মত সমস্ত দেহখানিকে কাঁপায়, তাঁর অব্যক্ত কাকুতি বা মাতৃষের অতীত ভাবায় মুখে এসে ব্যক্ত হয় ; এর সব এসে, আমার জয় কর্লে ।—তার উপর খসরু আমার পুত্র ত !

হুরজাহান । নিশ্চয়ই । তবে (হাসিয়া) এখন জাঁহাপনা আমার ভাগিনেয় সেফউল্লার প্রাণদণ্ড দেন, তখন জাযবিচারে একটু অধিক বড়াই করেছিলেন ।

জাহাঙ্গীর । সে তোমার ভগিনীর পুত্র, তোমার পুত্র ছিল না ।

হুরজাহান । না, তবে সে আমার পোষাপুত্র ছিল ।

জাহাঙ্গীর । পোষাপুত্র আর নিজের পুত্র !—হুরজাহান ! তুমি জান না যে, পুত্র কি জিনিস ।

হুরজাহান । না জাঁহাপনা, তা জানবার সুযোগ কখন পাই নাই । -

জাহাঙ্গীর । খসরু একে আমার পুত্র—

হুরজাহান । তার উপর সে সম্রাজ্ঞী রেবার পুত্র ।

জাহাঙ্গীর । হুরজাহান !

হুরজাহান । জাঁহাপনা !

জাহাঙ্গীর । তুমি স্থি-চিন্তে এ কথা বলছো ? রেবার প্রতি তোমার অহুয়া হয় ?

হুরজাহান । অস্থ্যা-একটু হ'তেও পারে বা ।

জাহাঙ্গীর । আমি তা সম্ভব ভাবিনি ।

হুরজাহান । কেন জাঁতাপন ?

জাহাঙ্গীর । অস্থ্যা হয় কতক সমানে সমানে । কিন্তু রেবা আর তুমি ভিন্ন জগতের ! রেবা—উদ্ধৃষ্টিত নক্ষত্রের মত স্ফুটন্ত, ভাস্বর, নিকলক ! আর তুমি তার বহু নিম্নে পূর্ণচন্দ্রের মত—এত স্নন্দর, কারণ এত কাছে !

এই সময় বাদী প্রবেশ করিয়া কহিল—

“খোদাবন্দ, সম্রাজ্ঞী একবার সাক্ষাৎ চান ।”

জাহাঙ্গীর । তাঁর পূজা শেষ হয়েছে ?

বাদী । খোদাবন্দ ।

জাহাঙ্গীর । চল যাচ্ছি ।

বাদী চলিয়া গেল

আমি এক্ষণেই আসছি হুরজাহান—

এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন

হুরজাহান । বেবা নক্ষত্র আর আমি পূর্ণচন্দ্র এতদূর তফাৎ—তা জাস্তাম না । আচ্ছা, তবে দেখি, যে সেই নক্ষত্রের রশ্মি এই পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় পাণ্ডুর হয়ে যায কি না । হুরজাহান দেবী নয় । হুরজাহান রাজত্ব কণ্ঠে বসেছে, রাজত্ব কর্কে । সে আর কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ কর্কে না ।

এমন সময়ে ধীরে লয়লা প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তুমি আমায় ডেকেছিলে ?”

হুরজাহান । হাঁ লয়লা । আমি তোমায় ডেকেছিলাম ।

লয়লা । প্রয়োজন ?

মুরজাহান। আছে প্রয়োজন ! আর লয়লা ! প্রয়োজন নৈলে কি আর আমার কাছে আসতে নাই ?

লয়লা। না। প্রয়োজন নৈলে তোমার কাছে আমার আসতে নাই !

মুরজাহান। (কাতরভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন)

কেন লয়লা ?

লয়লা। (স্থির গুরুত্বেরে কহিলেন) তোমার সঙ্গে আমার আর কি সম্বন্ধ ?

মুরজাহান। আমি ত তোমার মা ?

লয়লা। শুনে পাই বটে !

মুরজাহান। শুন্তে পাও ?—শুন্তে পাও!—এতদূর !

লয়লা। হাঁ, শুন্তে পাই ! কিন্তু, ঠিক ধারণা কর্তে পাবি না। ঠিক বিশ্বাস হয় না যে, আমার মা একখণ্ড ভূমির জন্য আপনাকে বিক্রয় কর্তে পারে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার মা বুঝি আর কেউ ছিলেন। 'তিনি মরে' যান। তার পরে পিতা তোমায় বিবাহ কবেন ; আর তোমায় মা বসতে আমায় শেখান।

মুরজাহান। না লয়লা ! অভাগিনী আমি সত্যই তোমার মা।

লয়লা। হবে।—আমার জীবনেব সেরা দুঃখ এই যে, তুমি আমার মা।—ওঃ ! ছেলেবেলায় কেউ আমায় মুন খাইয়ে কেন মারে নি ! তা হলে এ অপবাদ আমায় শুভে হোত না। কিম্বা এখনও যদি কেউ আমায় ধরে' এই পাথরের উপর আছড়ে মারে—যতক্ষণ—যতক্ষণ আমার দেহ শতধা ছিঁড়ে' গলে' পিষে না যায় !—ওঃ—মা আমি আত্মহত্যা কর্ব ! আর সন্ত হয় না—

মুরজাহান। (বিরক্তির স্বরে) কি সহ্য হয় না লয়লা ?

লয়লা। এই দৃশ্য ! এই বীভৎস ব্যভিচার ! এই চিন্তা—যে আমার মা সাম্রাজ্যের লোভে বিবাহ কবেচেন তাঁর পতিহত্নাকে ! যখন সেই

জল্লাদ এসে তোমার হাতে ধরে' তোমায় প্রেয়সী বলে' ডাকে, তখন—
বল্বো কি মা—আমার সর্বদা বৃষ্টিক দংশনের জালা হয়! কি বল্বো
—কি সে জালা!—আর এই জালা একদিন নয়, একমাস নয়, নিত্য
নিত্য! চক্ষের সামনে নিত্য নিত্য দেখছি, সে পাপের কাবখানায় তৈবি
হচ্ছে—নূতন নূতন অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার! ওঃ!—

শ্রুতজাহান। দেখ লয়লা! আমি এই রকম নিত্য নিত্য তোমার
বক্তবর্ণ চক্ষু আব ভৎসনা সহ্য করব না।

লয়লা। কি করবে! আমায় হত্যা করবে! আশ্চর্য্য নয়। যে
পতিহত্যাকে বিবাহ কবে, সে কল্যাকেও হত্যা কতে পারে। (পরে
মানুষকম্পান্বরে কহিলেন)—হায় হতভাগিনী নারী! তোমার উপর রাগ
কর কি! মাঝে মাঝে তোমাব জন্য আমি গাঢ় দুঃখ হয়। কার
দ্রো ছিলে, আর কাব স্ত্রী হয়েছো! কোথায় গেট শের খাঁ, কোথায় এই
জাহাঙ্গীর! কোথায় অগাধ অসীম স্বচ্ছ নীল-সমুদ্র, কোথায় পুষ্টিগন্ধময়
সুন্দ পদ্মিল জলাশয়! কোথায় কেশবা, কোথায় বন্যশগাল!—নারী!
লজ্জা কবে না, দুঃখ হয় না, যে তুমি তোমার সেই দেবতার সিংহাসনে
স্বচ্ছায়া বসিয়েছো এক কাণুককে! সেই সরল, উদার, পূজ্য, পবিত্রোজ্জ্বল
মহিমাময় চরিত্রেব মাহাত্ম্য ভুলে গিয়ে, আজ এক নীচ, হেয়, কলুষপঙ্কিল
পাপের উপাসনায় বসেছো! লজ্জা করে না, যে নারীর যা কিছু মহৎ—
স্নেহ, দয়া, কৃতজ্ঞতা, গুণ্য—সব বিসর্জন দিয়ে এক শয়তানের পাশে
আপনাকে বিক্রয় করেছো!—

শ্রুতজাহান। শুক হও বালিকা!

লয়লা। কি জ্ঞান নারী!—তুমি আজ ভারত-সম্রাজ্ঞী বলে' ভেবেছে
আমি তোমার অকুটি দেখে ভয়ে মাটির মধ্যে সঁথিয়ে যাবো? স্বপ্নেও মনে
কোবো না! জেনো, তুমি যদি জাহাঙ্গীরের স্ত্রী—লয়লাও শের খাঁর মেয়ে!

শ্রুতজাহান। (উচ্চৈঃস্বরে) লয়লা!

লয়লা । (তদুপ উঠেঃস্বরে) মুরজাহান !

ত'জনে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া দুই ক্রুদ্ধ ব্যাব্রীর মত পরস্পরের দিকে জ্বালাময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন । এই সময়ে জাহাঙ্গীর সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

জাহাঙ্গীর । এ কি লয়লা ! এ কি মুরজাহান !

উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন । পরে মুরজাহান কাদিয়া ফেলিলেন

লয়লা । কঁাদো কঁাদো, চিরজীবন কঁাদো, যদি তাতেও এ কালিমা কিছু ধোত হ'য়ে যায় । তুমি ত মন্দ ছিলে না । কে তোমায় এ পরামর্শ দিলে ? কে তোমায় স্বর্গের রাজ্য হ'তে টেনে এনে (জাহাঙ্গীরকে দেখাইয়া) এই অস্থিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্লে ?

জাহাঙ্গীর । বুঝেছি । জেনো বালিকা, যে তুমি যদিও মুরজাহানের কন্যা, তথাপি আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে ।

লয়লা । জানুবেন সম্রাট, যে আপনি যদিও মুরজাহানের স্বামী তথাপি আমার ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে ।

জাহাঙ্গীর । তোমার স্পর্ধা অত্যন্ত বেশী বেড়েছে দেখছি ! তবে এবার তোমায় শাসন করব ।

লয়লা । আপনি ?

জাহাঙ্গীর । হা, আমি । তোমার ব্যবহার অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে । তোমার এ মেজাজ নরম কর্তে আমি জানি ।

লয়লা । সম্রাট ! লয়লা শের খাঁর মেয়ে, সে ভয়ে ভীত হ'বার মেয়ে নয় ।—স্বৈচ্ছাচারী দস্যু ! এই নীতি নিয়ে একটা সাম্রাজ্য শাসন কর্তে বসেছো ? জাহাঙ্গীর ! তুমি এখনও শের খাঁর মেয়ের সম্মুখে এমুনি খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, এইটেই আমার একটা প্রকাণ্ড বিশ্বয় বোধ হচ্ছে !—তবু সোজা ভাবে আমার চক্ষের পানে চাও দেখি জল্লাদ ! দেখি স্পর্ধা

কতদূর তোমার ! চাও—মনে বেথো, আমি শেষ খাঁব মেসে । চাও—
দেখি স্পর্ধা !

জাহাঙ্গীর । হুবজাহান ! এ ব্রাহ্মীকে যদি তুমি শাসন না কব, ত
আমি আলাব নামে শপথ কচ্ছি যে—

লয়লা । যে আমার হত্যা কর্ণে ! তাই কব সম্রাট ! তোমাব পাও
ধরি । আমার হত্যা কব ।—যেমন আমার বাবাকে হত্যা কবেছো,
আমাকেও হত্যা কব । তাতে আমার অন্তঃ একটা মামুনা হবে, যে
আমি শেষ নিশ্বাসেব সঙ্গে তোমায় অভিসম্পাত দিবে মর্মে পার্কে ।

জাহাঙ্গীর । উত্তম । তাই হবে ।—দৌবারিক ।

হুবজাহান । এবাব একে মার্জনা কবন জাহাঙ্গীর ! এবাব আমারই
দৌব । আমিই এবে উত্তাক্ত করিলাম ।

জাহাঙ্গীর । না, আমি আব সহ কর্ণে পারি না হুবজাহান । এব
শেষ কর্ণে হবে ।—দৌবারিক !

হুবজাহান । (জাহাঙ্গীর) জাহাপনা, আনাব পুত্রটাকে নিষেছেন,
আমার বথাসকল এই কচাটিকেও নিবেন না ! এইবাব ক্ষমা করুন ।

জাহাঙ্গীর । (দ্বিষৎ চিন্তা কবিধা)—আচ্ছা, এবাব ক্ষমা
কবনাম, কিন্তু এহ শেষবাব হুবজাহান । (লয়লাকে কাঁকা দিয়া) এই
শেষবাব । বুঝ্লে বাহিকা ? মনে থাকে যেন । (বহিষা চলিয়া গেলেন ।
লয়লা স্রুণাভরে তাঁহাব প্রতি চাছিল বহিসেন । সম্রাট দৃষ্টিব বহিভূত
হইলে লয়লা সতসা হুবজাহানেব দিকে চাছিল কহিসেন)—“মা !”

হুবজাহান । লয়লা !

লয়লা । একটা কাজ কর্ণে ?

হুবজাহান । কি কাজ লয়লা !

লয়লা । তুমি যে পাপ করেছো, আমার শত ভৎসনায়ও সে পাপ
পূণ্য হবে না । কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর !

হুজ্জাহান। কি প্রায়শ্চিত্ত ?

লয়লা। এই পরিবারকে নরকে নিক্ষেপ কর। যদি স্বর্গের রাস্তা থেকে নেমেছই, তবে দস্তুর মত পিশাচী হও। তুমি ভুজঙ্গিনীর মত এই সম্রাট-পরিবারের চারিদিকে জড়িয়ে উঠে, তোমার বিষে তাকে জর্জরিত কর। এ পরিবার ধ্বংস কর। আমি তোমার অবাধ্য মেয়ে; কিন্তু এ বিষয়ে তোমার বাধ্য হব!—যা বলবে, তাই করব।

হুজ্জাহানের মুখ উজ্জ্বল হইল; লয়লার হাত ধরিয়া কহিলেন—

“যা বলবো, তাই করবে?”

লয়লা। হাঁ মা! আমার বুদ্ধি নাই। তুমি তোমার শয়তানী বুদ্ধি আমায় দাও। আমি আমার সমস্ত সাধ্য, সমস্ত শক্তি তোমায় দেব! এসো দুইজনে মিলে একটা বিরাট ঝড় তুলি! তুমি আর আমি—আজ আর মা আর মেয়ে নই। আমরা দুই বোন, দুই শয়তানী—এক গতি, এক লক্ষ্য, এক পরিণাম।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান । কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি ।

খাদিজা সেই প্রমোদ উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতে-

ছিলেন ও গাহিতেছিলেন

গীত

কেন এত স্থল্লর শশধর ?—ও সে তারি রূপ অমুকারী !

কেন, এত সুবর্ণ-শতদল ?—ও সে তাহারই বর্ণহারী ॥

কেন, এত স্থল্ললিত পিক-সঙ্গীত ?—তারই কলবাণী করে ঝঙ্কত,

এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয়—পরশ বহিয়া তারই ।

—আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত সদাই তাহারই রূপের আলো ;

তারই পদযুগ ধরে ছদে বলে’—ধরারে বেসেছি ভালো ;

এই জীবনের যত দুঃখ ও ক্রটি, নিম্নতির যত ছলনা অকুটি,

সে ছুটি আধির কিরণের তলে, সকলই ভুলিতে পারি ॥

সাজাহান যখন প্রবেশ করিলেন, তৎক্ষণে খাদিজার গান শেষ হয় নাই । সাজাহানও সে গানে বাধা দিলেন না । খাদিজা নিজের গানে বিভোর হইয়া গাহিতেছিলেন । পরে সাজাহানকে দেখিয়া গান বন্ধ করিলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া সাজাহানকে বাহুবদ্ধ করিয়া কহিলেন—

“কে ? আমার প্রাণেশ্বর ?”

সাজাহান । প্রাণেশ্বর কি না, তা জানি না । তবে আমি সাজাহান বটে ।

খাদিজা। আমি এতক্ষণ তোমাব প্রতীক্ষা কবছিলাম।

সাজাহান। আমার পয়স সোভাগ্য।—তবে একটা কথা হচ্ছে খাদিজা, এখনও যে গানটা গাচ্ছিলে, সেটা কাকে লক্ষ্য কবে?

খাদিজা। তা জানো না কি প্রিয়তম?

বর্ণনা তাহার হাত দু'পাশে বসিয়ে

সাজাহান। ঐ বকম কবে'ই ত গোল বাবাও।

খাদিজা। তোমায় উদ্দেশ্য কবে' গাচ্ছিলাম।

সাজাহান। তাহ'লে বেশ একটু ভাবিয়ে দিলে।

খাদিজা। কেন?

সাজাহান। এই আমি নিশ্চয় চেহারাখানা আঁকবার দেখেছি কি না। দেখেছি যে, সেটা শতদল কি শশধবেব কাছ ঘেঁষেও যায় না।

খাদিজা। আমি তোমাব মুখে যে সৌন্দর্য্য দেখি নাথ, তা' শত শতদল কি শশধবে নাই, কারণ আমি দেখি যে মুখে—একটা মহিমায অরুণগং, ঐ চকুটিব লিতব আমি দেখি—তোমাব প্রতিভা আব তোমাব সর্বাঙ্গতে দৃশ্য, ঐ টুকু ললাটে দেখি—একটা গাহস আব একটা আশ্রমখানাদা, ঐ ওষ্ঠপ্রান্তে দেখি—তোমাব প্রতিভা আব স্নেহ। আমি তোমাব দেহে মধ্য দিয়া তোমায় পেয়েছি,—যমুন হিন্দুভক্ত প্রতিমাব মধ্য দিয়া ত'দেবতাকে পায়।

সাজাহান। তাহ'লে তোমাব ঐক্যব নিশ্চিত।—আচ্ছা, খাদিজা, তোমাব পিতা আসফ আব সম্রাজ্ঞী হুবজাহান আপন ভাই বোন?

খাদিজা। হ্যাঁ নাথ।

সাজাহান। আব তুমি তোমাব বাপেব মেয়ে? আব লয়লা হুবজাহানের মেয়ে,

খাদিজা। হ্যাঁ।

সাজাহান। বিষম ভাবিয়ে দিলে।

খাদিজা। কেন নাথ?

সাজাহান। কেন নাথ!—এ রকম কখনও হয়?

খাদিজা। কি হয় না?

সাজাহান। এই তুমি হ'লে এই রকম নিবীহ গোবেচাৰী, আর হুজুহানের মেয়ে বেন দ্বিতীয় সেকেন্দর গাভী:—যদিও সে যে শেষে গোবেচাৰী শারিয়ারকে বিয়ে করলে কেন, আমার বেশ একটু ষ্ট্রিকা লাগে।

খাদিজা। ভালোবাসেন নিশ্চয়।

সাজাহান। উহঃ। সে মেয়ে ভালোবাসার পাত্রই নয়।—শারিয়ার নেচাৰী এই লয়লাকে নিয়ে যে কি করবে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

খাদিজা। কি আবার করবে!

সাজাহান। উহঃ! মোটেই খাপ খায়নি। বরং তার সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল আমার, আর শারিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল তোমার।

খাদিজা। তা হ'লে কি হোত?

সাজাহান। কি যে হোত তা বলতে পারিনে। তবে তাকে বশ করে' আমার বোধ হয় বেশ একটু আনন্দ হোত। আর তুমি যে গোবেচাৰী, তোমারও ঠিক শারিয়ারের দ্বী হ'লেই মানাতো ভালো। তা আমি বরাবর দেখে আসছি, যে যেমনটি চায় তেমন হয় না।—ঐ ভাই খসক আসছেন। তুমি ভিতবে যাও।

খাদিজা চলিয়া গেলে খসক প্রবেশ করিলেন

সাজাহান। কি ভাই?

খসক। কিছু সংবাদ আছে!

সাজাহান। কি সংবাদ?

খসরু । পিতা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ।

সাজাহান । কেন ?—হঠাৎ ?

খসরু । দাক্ষিণাত্যে রাজারা বিদ্রোহ করেছে । তোমায় আবার দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে—তাদের দমন কর্তে ।

সাজাহান । 'আবার !—সে দিন যে তাদের বণ করে' এলাম ।

খসরু । তারা বিদ্রোহ করেছে ।

সাজাহান । কি আশ্চর্য্য ! আমি দেখছি, আমার যুদ্ধ কর্তে কর্তেই প্রথম জীবনটা কেটে গেল ! একটু শান্তি পেলাম না । সেদিন দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে এলাম । তার পরে মেবার জয় । তার পরে তোর না হ'তে আবার যেতে হবে দাক্ষিণাত্যে ।

খসরু । খুরম, আমি তোমার শৌর্য্যে বিস্মিত হয়েছি । মেবাবের রক্তধ্বজা ৮০০ বৎসর ধরে' মোগলশক্তিকে তুচ্ছ করে' তার গিরিপ্রাকারে উড়েছে, সেই মেবার তুমি অবহেলায় জয় করেছো ।

সাজাহান । (হাসিয়া) আমি মেবার জয় করি নাই ।

খসরু । তুমি কর নাই ?—সে কি !

সাজাহান । সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবার জয় সম্পূর্ণ করার পর পিতা আমায় পাঠান সন্ধি করবার জন্য । আমি গিয়ে সন্ধি করি । কিন্তু রটলো যে আমিই মেবার জয় করেছি ।

খসরু । কিন্তু সে রটনায় মহাবৎ খাঁ প্রতিবাদ করেন নি ত !

সাজাহান । সে তাঁর উদারতা । তিনি সে সম্মান চান না । বরং—কি কারণে জানি না—মেবার জয় সম্বন্ধে নিজের কথা যেন তিনি চাপা দিতেই চান ।

খসরু । বটে ! তা জাম্ভাম না । সে যাই হোক—তার পরে রাণার সঙ্গে তুমি যে সন্ধি করেছো, তাতে তোমার কি ঔদার্য্য দেখিয়েছো খুরম ! বিজিতের পক্ষে এমন সম্মানকর সন্ধি পূর্বে বুঝি আদ্য কখনও হয় নাই ।

সাজাহান । দাদা, স্থান কাল পাত্র বুঝে শক্তির ব্যবহার কর্তে হয় !
মেবারবংশ এক অতি পুরাতন চিরধন্য রাজবংশ ।—যে বংশে বাপ্পারাও,
চক্রাবৎ রাণী, সমরসিংহ, প্রতাপসিংহ জন্মেছে, সে রাজবংশের আজ পতন
হয়েছে ! তার কি দুঃখ বুঝে দেখ দেখি দাদা ! তার সেই দুঃখভার
গতদূর সম্ভব লঘু করেছে ।

খসরু । তোমায় কি শ্রদ্ধাই করি—আর কি ভালোই বাসি খুশম !
আমিও তোমার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাবো, যদি তুমি তাতে সম্মত থাকো,
আর পিতা যদি সম্মত হন ।—আমি বৃদ্ধ শিখুবো ।

সাজাহান । চল ত আগে পিতাব কাছে যাই ।

খসরু । চল ।

সাজাহান । তুমি যাও দাদা, আমি আসছি ।

খসরু চলিয়া গেলেন

সাজাহান । এতদূর স্পর্ধা এই রাজাদের ! সে দিন তারা বশতা
স্বীকার কর্লে । এবার তাদের বেধে এই রাজধানীতে নিয়ে আসবো ।
খাদিজা, খাদিজা !

খাদিজার প্রবেশ

সাজাহান । খাদিজা ! দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্ত প্রস্তুত হও ।

খাদিজা । সে কি !

সাজাহান । সে কি আবার ! সেখানে রাজারা বিদ্রোহ করেছে,
তাদের দমন কর্তে হবে ।

খাদিজা । তুমিও যাচ্ছে ?

সাজাহান । নহিলে তুমি এমনই কি মহাবীর রক্তাম হ'য়ে দাঁড়িয়েছো,
যে তুমি তাদের দমন কর্বে ? লড়াই হ'লেও বরং পার্ভো ।—হাঁ
খাদিজা, আমিও যাবো । পিতা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন । আমি
এখনই তাঁর কাছে যাচ্ছি ।

খাদিজা। নাথ !

সাজাহানর হাত ধরিলেন

সাজাহান। যাও খাদিজা ! এখন নারী'র সরস রক্তিম অধবপুট আর বিলোহ চার্জনি নিয়ে খেলা করবার সময় নব।—কঠোর কর্তব্য সম্মুখে।

প্রস্থান

খাদিজা। (চক্ষু মুছিলেন ; পরে কহিলেন)—না আমারই অত্মায়। পুরুষের কত কাজ। তারা কত জানে, আর অভাগিনী নারী আমরা—কিছুই শিখিনি ;—কেবল ভালোবাসতে শিখেছিলাম।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—লাঠোরের প্রাসাদ-অন্তঃপুর্ব। কান—রাত্রি

মহাবাহুয্য প্রবিষ্ট। প্রশস্ত কক্ষে মুরজাহান একাকিনী বেড়াইতেছিলেন

মুরজাহান। আমি ক্ষম নব মনবা পান কার্হ ! প্রতি ধমনীতে তার উষ্ণ উত্তেজনা অনুভব করছি !—এই ত জীবন ! শুধু আশ্রয়রক্ষা আর জন্মানেনব তনু—এই সৃষ্টির মণ্ডচক্র ঘোরাচ্ছে না ! এর মধ্যে সম্ভোগও আছে। নহিলে বিহঙ্গ এত আবেগে গেয়ে ওঠে কেন ? বৃক্ষ এত বিবিধ পত্রপুষ্পে বিকাশিত হ'য়ে ওঠে কেন ? নদীর বক্ষে এত উচ্ছল কেনিলতরঙ্গ ওঠে কেন ? আকাশে চন্দ্রমা এত হাসে কেন ? যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তিই জীবনের চরমলীলা, তবে খাওয়া এত সরস হবার কি প্রয়োজন ছিল ? পুষ্পগন্ধ এত মধুর হওয়া'র কি অর্থ ছিল ? সঙ্গীত এত মিষ্ট হোল কেন ? প্রতিভা স্তব্ধ নত্যবাহ্য্য আবিষ্কার করে' ক্ষান্ত নয়, কল্পনার স্বর্ণরাজ্য সৃষ্টি করে।—এই ত প্রকৃত জীবন ! আমি আজ

গুরু জীবনধারণ করছি না, আমি আজ ধমনীতে ধমনীতে জীবন
অনুভব করছি !

পরিচারিকার প্রবেশ

হুরজাহান । কি বাদী ?

পরিচারিকা । বেগম সাহেবের ভাই একবার সাক্ষাৎ চান ।

হুরজাহান । আসফ ?

পরিচারিকা । হ্যাঁ ।

হুরজাহান । বল এখন ফুস'ৎ নাই !—আচ্ছা নিয়ে এসো ।

পরিচারিকা চলিয়া গেল

পিতাব মৃত্যুর পর এক কথায় তাঁর মন্ত্রিপদ আসফকে দিয়েছি ।
ক্ষমতাব এক মাধুর্য্য এই, যে তার একটি কুপাদৃষ্টির জন্য মানুষ
উন্মুখ হ'য়ে থাকে । ক্ষমতা পদাঘাতের সঙ্গে যে অনুগ্রহ গড়িয়ে ফেলে,
সে অক্ষমতা তাই ব্যগ্র হস্তে কুড়িয়ে নেয় । ক্ষমতার মোহ আছে বটে ।

আসফ প্রবেশ করিলেন

হুরজাহান । কি আসফ !

আসফ । ইংলণ্ডের রাজদূত রো সাহেব আবার তোমায় অনুরোধ
করে' পাঠিয়েছেন ।

হুরজাহান । সুরাতে কুঠি তৈয়ার করবার অনুমতির জন্য ?

আসফ । হ্যাঁ ।

হুরজাহান । আচ্ছা, আমি সে বিষয়ে সম্রাটকে আজই বলবো ।
কাল বিন্ধিত হয়েছিলাম । বোলো, তাঁর চিন্তার বিশেষ কারণ
নাই ।

আসফ চলিয়া গেলেন । হুরজাহান আবার সেই কক্ষে পাদচারণ
করিতে করিতে কহিলেন—

কিন্তু এখনো ক্ষমতার যথোচিত ব্যবহার করি নাই। এবার প্রতিশোধের আয়োজন আরম্ভ কর্তে হবে। বার জন্ম সব খুইয়েছি, সেই কাজ আরম্ভ কর্তে হবে।

এই সময়ে সেই কক্ষে সাজাহান প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“সম্রাজ্ঞী! পিতা এখানে ছিলেন না?”

মুরজাহান। তাঁকে তোমার কি প্রয়োজন খুরম!

সাজাহান। তিনি আমায় দাক্ষিণাত্যে বেতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই বিষয়ে তাঁর কাছে আমায় কিছু বক্তব্য ছিল।

মুরজাহান। তিনি এখানে ছিলেন বটে। এইক্ষণই কোথায় গেলেন।

সাজাহান। ও!—দেখি খুঁজে।

প্রস্থানোত্ত

মুরজাহান। (সহসা) শোন খুরম।

সাজাহান। (কিরিয়া) সম্রাজ্ঞী!

মুরজাহান। আমি জানি যে, তুমি সম্রাটের আজ্ঞায় দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছো, সেখানে বিদ্রোহীদের দমন কর্তে! ‘একটা বিষয় তোমায় সাবধান করে’ দিই।

সাজাহান। কি সম্রাজ্ঞী!

মুরজাহান। খুরম, এখন সম্রাটের প্রিয়পাত্র তুমি নও, সম্রাটের প্রিয়পাত্র কুমার খসরু।

সাজাহান। এক সম্ভানের চেয়ে অল্প এক সম্ভানের উপর পিতার অধিক রোহ—তার আর আশ্চর্য্য কি!

মুরজাহান। তুমি সম্রাটের দক্ষ সৈন্যধ্যক্ষ। তুমি সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত। তুমি দাক্ষিণাত্য মুক্ত মঙ্গরথী। কিন্তু ভারতের ভাবী সম্রাট—সম্রাজ্ঞী রেবার পুত্র কুমার খসরু!

সাজাহান। আপনার গুট সঙ্কেত আমি বুঝতে পারছি না বেগম সাহেবা।

হুজুহান। কথাটা কি এত শক্ত? তুমি রইবে দূর দাক্ষিণাত্যে! হয়ত সেখানে তোমায় দশ বৎসর থাকতে হবে—দাক্ষিণাত্য জয় করতে। আর সম্রাটের কাছে থাকবেন—তার নেতাজ্ঞান হৃদয়রঞ্জন সুকুমার কুমার খসরু! খসরু আমার কেহ নয়! তুমি আমার ভাই আসফের জামাতা, তাই একথা জানালাম।

সাজাহান। আপনি কি উপদেশ দেন?

হুজুহান। আমি বলি খসরুকে সম্রাটের কাছ থেকে দূরে রাখো। পরে কে ভারতের সম্রাট হবে, তার মায়াংসা তোমাদেব নিজের শক্তির উপর নির্ভর করুক। এর মধ্যে কিছুই অত্যাচার নাই।

সাজাহান। তিনি স্বয়ংই স্বেচ্ছায় আমায় সঙ্গে যেতে চাইছেন।

হুজুহান। বেশ! সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

সাজাহান। সম্রাট অহুমতি দিবেন কেন?

হুজুহান। আমি সে বিষয়ে সম্রাটকে অহুবোধ করব।

সাজাহান। আচ্ছা তবে বিদায় দিন—

অভিবাদন করিলেন

হুজুহান। মনে থাকবে?

সাজাহান। মনে থাকবে।

বলিয়া চলিয়া গেলেন

হুজুহান। বাদী!

বাদীর প্রবেশ

আর একবার আসফকে চাই।

বাদী চলিয়া গেল

এই খুবমকে আমি ভালোবাসি না। এবং একটু ভয় কবি। সে কম কথা কয়। পাখদিকে চাহে না। আব আমার প্রতি তার একটা দর্পেব—গাচ্ছিগেব—ভাব আছে। ক্রমে তাকেও আমি সবাবো। এই সমস্ত পর্বাবকে আমি অস্থিকুণ্ডে নিষ্কেপ ক'রো।

আসফ পুনঃ প্রবেশ করিলেন

একটা কথা বলতে ভূবে গিয়েছিলাম আসফ। বন্দব-বাজকে আজ্ঞা দাও, যে আমি কাল দিবা দ্বিপ্রহবে তাঁর সাক্ষাৎ চাই।

আসফ। এহ পাবণকে তোমাব কি প্রয়োজন মেহেব?—যে, তোমাব স্বামী-স্ত্রী—

দবজাহান। (কাঁধ হাঙ্গি হাঙ্গি) তাঁর অনুগ্রহেই আমার ভাজ এহ সন্ধান।

আসফ। কি কত—

দবজাহান। 'কত' জ্ঞানসা কোবো না। উত্তর গায়ে না। 'এবলি কবে' যাও। নাবা-চবিগ বুঝুবাব চেষ্টা কোবো না, পারেন না! যাও।

আসফ প্রস্থান করেন

একই শক্তিবলে গ্রহ উপগ্রহ তাদের নিয়মিত কক্ষে ঘূবে, আবাব ধূমকেতু মহাশূন্য ভেদ কবে' চলে' যায়। একই শক্তিবলে মেঘে মিষ্ট বাঁবিবাঁবা বষণ কবে, আবাব আকাশে বজ্র হাহাকাবে খেটে পড়ে। একই শক্তিবলে বিগলিত ভূষাব নদনদী বিন্ধোচ্ছ্বাসে ধবধাক উদ্ভব কবে, আবাব এবাট দলপ্রপাতের মহা আঘাত তাব বক্ষ 'দীর্ঘ' কবে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দাক্ষিণাত্যে বাবণী দুর্গ । কাল—রাত্রি

সাজাহান ও বন্দররাজ—থসকর শয্যাকক্ষে কথোপকথন করিতেছিলেন

সাজাহান । বন্দররাজ, আপনি এসেছেন উত্তমই হয়েছে । আমরা আজই এই দণ্ডে একটা যুদ্ধে যেতে হচ্ছে । দাদার রক্ষণায় কাকে রেখে যাব আজ তাই ভাবছিলাম । এখন আপনার রক্ষণাতেই তাঁকে রেখে যেতে পারি ।

বাজা । নিঃসন্দেহ, নিঃসন্দেহ ! এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি !

সাজাহান । তর্কিন কাল রাএ উম্মাদের মত বকেছিলেন ! কখনও রোদন , কখনও সশ্রুটকে, আমাকে, আমাবস্ত্রীকে তীব্র ভৎসনা ; কখনও বা নিয়তিকৈ ব্যঙ্গ করে' হাস্ত !—এই বকমে রাত্রি যাপন করেছেন ।

রাজা । তর্কিন তা হ'লে—দস্তুরমত উম্মাদ !

সাজাহান । উম্মাদ নয় । মাঝে মাঝে তার এ রকম হয় । আগেও হোত । এ রকম অবস্থায় তিনি সামান্য, এমন কি, কল্লিত কারণেও ভয়ানক বিচলিত হ'ন ; আর এক মুহূর্তে নাবীর মত কন্দন করেন । আপাততঃ আপনার রক্ষণায় তাঁকে রেখে গেলাম ।—আপনি দেখুন ।

রাজা । সে বিষয়ে কোন চিন্তা কর্বেন না সাহজাদা । আমি আপনাদের পুরাতন ভৃত্য, নিতান্ত অমুগত—নিতান্ত অমুগত ।

সাজাহান । হাঁ তার জন্তেই আপনাকে বিশ্বাস করে' রেখে গেলাম ।

রাজা । কোন চিন্তা নাই সাহজাদা । যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখুন যে আপনার ভাবনার কোনই কারণ নেই ।

সাজাহান । উত্তম । তবে আমি এখন যাই বাজা ।

এখানে

সাজাহান চলিয়া গেলে বন্দররাজ প্রহরীকে ডাকিলেন—

“প্রহরী ।”

প্রহরা প্রবেশ করিলে—

“দুর্গদার রুদ্ধ কর। আমাব ভূত কেবামংকে এখানে পাঠাও।”

প্রহরী বিনাবাক্যে চলিয়া গেল। বন্দররাজ তখন সেই কক্ষে

বেড়াইতে বেড়াইতে কহিলেন—

“সাহজাদা! এটুকু বুদ্ধি আমাব আছে। এক চলে এদিকে সাজাহান, ওদিকে হুজুতান, দুজনকে খুসী করব। হুজুতান মুখ ফুটে বলেছেন, কিন্তু থসক কিনা সাজাহানের নিজেব ভাই, তাই তিনি মুখ ফুটে ও বলতে পাবেন না। কিন্তু সঙ্কেত বুঝতে পারি—তা পারি। সাজাহানের সঙ্কেত ঠিক বুঝেছিলাম। সাজাহানের সঙ্কেত বুঝতে পারি না!—শের গাঁকে বধ করে’ আমি রাজা বাহাদুর হয়েছি, এবার থসককে বধ করে’ একেবারে মহাবাজ হচ্ছি। উঃ!—কেমন ধাপে ধাপে উঠছি!—একটা একটা হত্যা, আর এক এক ধাপ!”

থসক প্রবেশ করিলেন

থসক। ভূমি কে?

রাজা। আমি বন্দবেষ রাজা।

থসক। এখানে কি চাও?

রাজা। কুমার সাজাহান সাহজাদাকে আমার তত্ত্বাবধানে বেখে গিয়েছেন।

থসক। বেখে গিয়েছেন! কোথা গিয়েছেন?

রাজা। বুদ্ধে।

থসক। গিয়েছেন?

রাজা। হাঁ সাহজাদা।

থসক। তোমাকে প্রহরী রেখে গিয়েছেন বুদ্ধি?

রাজা। হাঁ সাহজাদা।

খসরু। দুর্গের দ্বার বন্ধ কেন রাজা ?

রাজা। সুবরাজ সাজাহানের আজ্ঞায়। সাহজাদার এই দুর্গের বাহিবে যাবার অহুমতি নাই।

খসরু। সেকি ? আমি তা হ'লে খুরমের বন্দী ?

রাজা। বন্দী ন'ন কুমার।

খসরু। বন্দী নই কিসে ?—আমাব দুর্গের বাহিরে যাবার হুকুম নাট। বন্দী হবার আর থাকী কি !

রাজা। সাহজাদা—

খসরু। আমি কোন কথা শুনে চাই না। খুবমকে ডাকো !—না সে 'চলে' গিয়েছে।—দরোজা খুলবেন না রাজা ?

রাজা। আমার প্রভুব বিনা আজ্ঞায়—

খসরু। তোমাব প্রভু খুরম ?—ও—তা—বেশ ! আচ্ছা যাও।

রাজা। যে আজ্ঞা। আমি বাহিবে পাহারায় রৈলাম আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যান। সাহজাদা—

খসরু। পাহারায় রৈশে। আমি কি উম্মাদ না ক্ষেপা কুকুর ? যে আমায় পাহারা দিতে হবে।

রাজা। কুমার একটা নিবেদন করি।

খসরু। যাও, আমাব সম্মুখে কুকুরের মত লেজ নেড়ো না ! চলে' যাও। দূর হও।

রাজা চলিয়া গেলেন

এ দুর্দশা হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। নিজের কনিষ্ঠ ভাইয়ের হাতে বন্দী ! যে ভাইকে আমি এত ভালোবাসি ! এর চেয়ে মৃত্যু ভালো !—যদি পিতাকে একবার জানাবার উপায় থাকতো ! (দ্বারের কাছে গিয়া কপাট ঠেলিয়া) একি ! কক্ষদ্বারও বাহির দিক থেকে বন্ধ !

—প্রহরী! প্রহরী! না একে আর ডেকে কি হবে। সে নিশ্চয়ই বিনা আজ্ঞায় দ্বার বন্ধ করবে না।—ওঃ কি চুদ্রদশ! ও হো হো হো হো!

মস্তকে হাত দিয়া বসিলেন

বাঁত্রি গভীর! ঘুমাই (শয়ন)—না ঘুম এলো না!—খুবম! কি নিদ্রাব তুমি! নিজেই ভাই এত নিদ্রাব হয়! আর নিদ্রাব আমার প্রতি—যে আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে এসেছি! যে আমি তোমায় এমন ভালোবাসি, যে তোমার জন্য অগ্নিকুণ্ড দিবে হেটে যেতে পাবে!—ওঃ হো হো হো! কি নিদ্রাব! কি নিদ্রাব!

চক্ষে হাত দিয়া রোদন

এই সময়ে পলায়ন গিচ্ছন দিব হইলো দুইজন ঘাতকসহ বন্দররাজ প্রবেশ করিয়া ঘাতকদ্বয়কে সম্বোধন করিলেন। ষাটকদশ খসকর পৃষ্ঠে ছোঁরা মারিল। সক চিৎ হইয়া পড়িলে আবার গভীর বক্ষে ছোঁরা মারিল। খসক আর্ন্তনাদ করিয়া ভূতলে পড়িলেন। পরে বাঁদর পাচো চাঁচিয়া কহিলেন—

এইজন 'আমায় বন্দী বন্দে' বেখেঁচিলে খুবম! এখন বুঝেছি।—ওঃ!

রাজা। বাস্! কাজ শেষ! তোমবা যাও!

বাঁতকদ্বয় চলিয়া গেল

খসক। তোমাবও কাজ শেষ!—তুমিও যাও—

রাজার প্রস্থান

খুবম! তুমি সমাট হ'তে চাও! কিন্তু আমার বধ না কবলেও চলতো! খুবম! খুবম! তোমাব এই নিশ্চর ক্রুব ব্যবচাব আমার বন্ধে যে বকম বেজেছে, এ মৃত্যুব বসণা তার কাছে কিছুই নয়।—ও হো হো হো!—পিতা পিতা!—

মৃত্যু

চতুর্থ দৃশ্য

মুহাজিরান ও আসফ দাড়াইয়া কথাবাণী করিতেছিলেন।

জাহাঙ্গীর কোব নতিম নোত্র আনন্দের পানে চাহিলেন

আসফ। জাহাপনা, এ কাজ গাওঁগানের নয়, আমি সাজাহানকে জানি। তিনি প্রাভুত্যা বর্ণিত করেন। ১০মুদ।

জাহাঙ্গীর। এ ইতি যে সাজাহান ক'লেছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ না। সাজাহানের বিনা সঙ্গিতে বন্দারাজের কি সাধ্য যে আমার পুত্রকে স্ত্রী করে?

আসফ। জাহাপনা! বন্দর মহানাজকে, বন্দারাজে যেতে সাজাহান আজ্ঞান করেননি।

মুহাজিরান। আসফ! তোমার জামারাজে তুমি বাচাবার চেষ্টা করে, সেটা আশ্চর্য্যের কথা নয়। সাজাহান তোমার জামাতা, সাজাহান জাহাপনার পুত্র। কিন্তু জাহাপনার বিচারেণ কাছে জাতিত্ব কুটুম্বের মাথা নীচু করে থাকতে হবে।

জাহাঙ্গীর। নিশ্চয়ই। আমি হায নিচাব করি।

আসফ। খোদাবন্দ—

জাহাঙ্গীর। আমি আর শুনতে চাই না আসফ। আমি এই মুহুর্তে সাজাহানকে লিখি। আমি তার বৈবাহিক চাই। আমি এব শেষ পর্য্যন্ত তদন্ত করি, আর সাজাহানকে এব সমুচিত দণ্ড দিব।—অভাগা খসক! অভাগা খসক!—আজই বাত্রে ৫০০ অশ্বারোহী দিয়ে সাজাহানের কাছে ডাক বণ্ডনা কর আসফ!—আমি এই মুহুর্তে পত্র লিখি।

প্রস্থান

আসফ। মেহের, এ তোমার পবামশ!

মুহাজিরান। আসফ! তুমি আমার ভাই বটে, কিন্তু যখন রাজকার্য্য সম্বন্ধে কথা হবে, তখন মনে রেখো যে আমি সম্রাজ্ঞী, আর তুমি মন্ত্রী।

‘আর পিতার দৃষ্ট্যে পর এ মন্ত্রার পদ আমিই তোমায় দিয়েছি, মনে রেখো।

আসক। আমার মন্ত্রাহ! সে ত তোমার স্বৈচ্ছাচারের একটা আবরণ মাত্র! কুক্ষণে সম্রাজ্ঞী হবার জন্য তোমায় আমি সেধেছিলাম।

মুরজাহান। কেন সেধেছিলে? সেদিন আমি বলি নাই “সাবধান”? কেন শোন নাই? বাধ সরিয়ে দিয়েছো! এখন অন্তর্নিরুদ্ধ বারপ্রপাত পারো ত ধরে’ রাখো। আমার সে সাধ্য নাই।—বাও!

আসক চলিয়া গেলেন

বাকি আলিয়োঁছ! এখন সে জলুক! থসক এক—শেষ হল। সম্রাজ্ঞী হই—আরম্ভ হযেছে। তাৎপর্য পরভেজ তিন—এখনও আরম্ভ হয় নাই। তারপরে সম্রাজ্য, মুরজাহানের আবতার কথা লয়লার।—সম্রাজ্ঞী রেবা, তুমি নক্ষত্র হ’তে পার, কিন্তু কলাঙ্গিনী চন্দের রশ্মির সম্মুখে তোমায় পাণ্ডুর হ’য়ে যেতে হোল কি না। আমি আপনাকে বিক্রয় ক’রেছি যখন, এখন আগাব উচিত মূল্য উন্মুল না করে’ ছাড়বো না। এর জন্য আমি সব খুইবেছি। এর জন্য আমি ধর্মোৎপোজ্জন রাজা থেকে নেমেছি! কোন বাধা মান্বে না।

রেবার প্রবেশ

রেবা। সম্রাজ্ঞী মুরজাহান!

মুরজাহান। কে! সম্রাজ্ঞী রেবা! (সভয়ে) এ কি!—এ কি মর্দি!

রেবা। সম্রাজ্ঞী মুরজাহান তুমি আমার পুত্রকে হত্যা করিয়েছো? মুরজাহান। আমি!

রেবা। আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ কর্তে আসি নি মুরজাহান: তোমায় ভৎসনা কর্তেও আসি নি। তাতে আমার কোন লাভ নাই। তাতে ত আমার পুত্র আর ফিরে পাবো না। হবে জিজ্ঞাসা কর্তে এসেছি মাত। তুমি আমার পুত্র থসককে হত্যা করিয়েছো?

মুরজাহান। আপনাকে এ কথা কে বল্লো ?

রেবা। আমার অন্তরাআ! তবু নিশ্চিন্ত হতে চাই। বল
সম্রাটের ভয় কর্ছ ? আমি শপথ কর্ছি—সম্রাটকে এ বিষয়ে একটা
কথাও বলবো না।—তুমি খসরুকে হত্যা করিয়েছো ?

মুরজাহান। যদি করিয়েই থাকি—

রেবা স্বপ্নে নীরবে মুরজাহানের প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; পরে কহিলেন—

সম্রাজ্ঞী মুরজাহান ! মহাপাতক করেছো ! জানো না কি মহাপাতক !
তবে পুত্র কি জিনিস তুমি জানো না। (কম্পিতস্বরে) পুত্রহারা
মায়ের বেদনা তুমি বুঝবে না !

মুরজাহান। বেগম সাহেবা যদি—

বেবা। তর্ক কবো না। প্রতিবাদ করো না ! অত্যাচার কর !—
আমি আমার স্বামী, আমার সাম্রাজ্য, আমার সব তোমায় দিয়েছিলাম ;
কেবল পুত্রটি রেখেছিলাম। তাও তুমি কেড়ে নিলে ! আমার এখন
আর কেউ নেই ! কেউ নেই ! ওঃ—(মুখ ঢাকিলেন।)

নায়নার প্রবেশ

লয়লা। মা ?

মুরজাহান। কি লয়লা ?

লয়লা। সত্যি ?

মুরজাহান। কি সত্যি ?

লয়লা। তুমি কুমার খসরু—এঁর পুত্রের হত্যা করিয়েছো ? সত্যি ?

মুরজাহান। হ্যাঁ সত্যি।

লয়লা। (বিস্ময়িত নেত্রে)—মুরজাহান বেগম ! এও সম্ভব !
সম্রাজ্ঞী রেবার একমাত্র পুত্রের হত্যা তুমি করিয়েছো ? যে রেবা তোমায়
এই সাম্রাজ্য দান করেছিলেন—হ্যাঁ দান করেছিলেন—রাজা যেমন

ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান কৰে—সেই একম তোমাৰ এই সাম্রাজ্য যিনি দান
কৰেছিলেন—সেই বেবাব এণ্ড মাদ্ৰ পুল—উঃ ! মা, তুমি কি কৰেছো
জানো না।

স্বৰজ্ঞান। প্ৰতিভা! নিবেছি।

লমলা। প্ৰতিভা!—এই প্ৰতিভা!—এই অভাগিনীৰ একমাত্র
পুত্ৰ হ'ল। ক'ৰে' প্ৰতিভা!—এই পানে একবাব তাকাও দেখি মা।
কাল ইনি স্বৰ্গত হিনেন। আৰু আজি চেয়ে দেও এই শুভ্ৰ কেশদাগ,
ললাটে এই গভীৰ বেখা, চক্ষুদ্বয়ে নোচে এই গাঢ় কালিম। মা!—
শয্যাতনী—কি কৰেছো—(লমলাৰ স্বৰ বাপিহে লাগিল)।

স্বৰজ্ঞান। তুমি নো আমাৰ শত্ৰুতাই হ'তে বুলিছিলে লমলা?

লমলা। হা বুলিছিলাম। কিন্তু তখন আমি ক্ৰোধে আত্মহাৰ
কৰিছিলোঁ। আমাৰ সেই দৌৰ্ভাগ্যেৰে সুযোগ নিয়ে তুমি শাৰিষাৰে
সঙ্গে আমাৰ বিবাহ দিযেছিলে। কিন্তু শেষে যে—না, আমি এ কথা
ভাবতেও পাৰিনি। (বেবাকে) অভাগিনী মা আমাৰ! এ আমাৰ
কাজ নথ। ঈশ্বৰ জানেন আমি একুপ কল্পনাও কৰতে পাৰিনি!
(স্বৰজ্ঞানকে) মা কি ছিলে। কি হ'লে।

স্বৰজ্ঞান। লমলা—

লমলা। না মা, আৰু না। তোমাৰ সঙ্গে একি কৰিছিলোঁ। কিন্তু
আৰু না। আজি থেকে আমাৰ ছাড়া হাউ। তুমি একাই এ পৰিবাবকে
উচ্ছন্ন দিতে পাৰবে। তজন হ'লে পলক বে।

প্ৰস্থান

স্বৰজ্ঞান। সম্ৰাজ্ঞী!—

বলিয়াই সহস্ৰ মন্তক অবনত কৰিলেন

বেবা। বুঝেছি স্বৰজ্ঞান। তোমাৰ অন্তৰ্ভাৱ হ'লে। ঈশ্বৰ
তোমাৰ ক্ষমা কৰিব! তুমি জানে না।—তুমি বুজে পাবোনি। আমি

তোমার জন্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।—আব আমার জন্ত! ওঃ—
আমার হৃদয় ফেটে গেল! ভেঙ্গে গেল! আব চেপে বাঁধতে পারছি না।
—ঈশ্বর! একদিন বলেছিলাম ‘মাযেব এত সুখ!’ আজ তুমি দেখিয়ে
দিনে—মাযেব এত দুঃখ! কি সে দুঃখ! সে দুঃখেব সীমা নাই একা
তুমি- জগদীশ!—

এই বন্দিয়া চলিয়া গেলেন

এবা চলিয়া গেল। শুবজাহান বিষমদুঃখী হইয়া রহিলেন।

পরে আরে বীর নিম্নলিখিত বর্ণনেন—

‘শুবজাহান! এত হিন্দু নাথার কাছে নাথার হইয়া যাবে বেলে! পক্ষিতেব
শিখর হতে এক কাঁপে তার পাদমূলে নেত্রে গেলো। এত সমাভিক্ষা
চুপ কবে’ নাথার হোত কবে’ হাত পেতে নিলে। কোণাষ গেল
তোমার সে দর্প।—শুবজাহান। যুদ্ধযাত্রায় বণবাণেব সঙ্গে হালে হালে
যেতে যেতে হঠাৎ স্তম্ভিত হ’য়ে দাঁড়ালে যে! কি হবেছে তোমার!—
‘ক করবে? মাঝেও অগ্রসর হবে? না ফিরবে?—ভাগো।’

পঞ্চম দৃশ্য

হান—দাম্পিণ্যে অযতী দুর্গ। বাল—প্রভাত

সাজাহান ও তাঁহার সৈন্তাধক্ষ আমীর আলি দাঁড়াইয়া কণোপকথন করিতেছিলেন

সাজাহান। আমিব ‘আলি! বন্দবের বাজা লাগেবে ফিরে গিয়েছে?
আমিবি। হাঁ জনাব।

সাজাহান। এ হত্যা নিশ্চয়ই সম্রাজ্ঞী শুবজাহানের আজ্ঞায় হইবেছে?
আমিবি। সম্রাজ্ঞীব!

সাজাহান। হাঁ সম্রাজ্ঞীব। সব বুঝতে পারছি এখন। আমি

দেখতে পাচ্ছি, সে নারী আনাদের সব একে একে সরাতে চায়। তার প্রথম শিকার হোল আভাণা ভাই খসরু—তার পরে আমি।

আমীর। তার পর আপনি সাজাহাদা ?

সাজাহান। নিশ্চয়ই। নহিলে সে নারী—খসরুর হত্যার জন্য আমার অপরাধ কবে? কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাতেন না।

আমীর। এ কৈফিয়ৎ সম্রাট জাহাঙ্গীর চেয়ে পাঠিয়েছেন না ?

সাজাহান। জাহাঙ্গীর নামে সম্রাট। সম্রাট—মুরজাহান। আমি সেই নারীর আজ্ঞা মানি না। আমি কৈফিয়ৎ দিব না।

আমীর। বিদ্রু—

সাজাহান। এর মধ্যে “কিন্তু” নাহ। এর জন্য বিদ্রোহ করতে হয় কর্ম।

আমীর। নাজাহাদা, অত্যাচারিত হয় ত একটা নিবেদন করি।

সাজাহান। কিছু নিবেদন করে হবে না। আমীর আলি! আমি এ নারীকে প্রভু স্বাকার করো না। কৈফিয়ৎ দিব না। আন পিতা যখন সম্রাজ্য মুরজাহানের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, তখন সম্রাট সাজাহান—মুরজাহান নয়। আমি কৈফিয়ৎ দিব না। যাও, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি এখনই। সম্রাটের কাছে পত্র নিয়ে যাবাব জন্য প্রস্তুত হও।

আমীর আলির প্রস্থান

নিজে হল্য কবিয় আমার স্বন্ধে ব্রাহ্মত্যাগ মহাপাতক চাপানো! কি অসহনীয় স্পর্ধা। পিতা যে কৃটবুদ্ধি নারীর উর্গনাভে পড়েছেন, তাঁর আর বক্ষা নাই। কিন্তু আমি তাঁকে এর গ্রাস থেকে রক্ষা করোঁ।

খাদিজায় প্রবেশ

খাদিজা। আমি বিদ্রোহ করছি। এখন আমি ভারতের সম্রাট।

খাদিজা। সে কি নাথ? বিদ্রোহ?

সাজাহান। হাঁ বিদ্রোহ ! আমি এবাব সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে নামলাম।

খাদিজা। নাথ ! সাম্রাজ্যের জন্ত পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?

সাজাহান। পিতার সঙ্গে নয় খাদিজা—তুরজাহানের সঙ্গে।
অপেক্ষা কর, আমি পত্রখানা লিখে দিয়ে আসি। কি স্পর্ধা !

প্রহান

খাদিজা। সাম্রাজ্য !—বাহিরের সম্পত্তি জন্ত মানব এত লালায়িত,
যখন প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এক একটা অতুল সম্পত্তি অনাদৃত ভাবে
পড়ে রয়েছে ! বাহিরে স্নেহেব এত আয়োজন, যখন অন্তরে একটা
স্নেহের সমুদ্র পড়ে রয়েছে ! স্নেহ হাতের কাছে রয়েছে, এত কাছে, এত
সহজ ; তবু বিগ্নময় মানুষ তাকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ! শুদ্ধ ভালোবেসে
যখন স্তম্ভ হ'তে পারে ! শুদ্ধ ভালোবেসে !

প্রহান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ অন্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা

লয়লা গাহিতেছিলেন

গীত

কি গেল বিঁধে আমার হৃদে, আমারই প্রাণ জানে গো।

কি যাতনা সেই বুকে, যারই বক্ষে হানে গো।

মিশে আছে কি সে বিষ, শিরায় শিরায় অহর্নিশ,

যিরে আছে কি আঁধার আমারই এ প্রাণে গো।

কিরণময় এক ভুবন মাঝে চলেছি এক ছায়া গো ,

নীলাকাশে যাই গো ভেসে কালো মেঘের কায়া গো—

উঠে হাসি মাঝে তার আমিই শুধু হাহাকার—

আমিই বিসংবাদী হ্রদ এই বিশ্বের মধুর গানে গো।

এই সময়ে শাৰ্দিয়াৰ প্ৰবেশ ঘনিষা কহিলেন—

“লয়লা, যকেন সপবাদ শুনে ?”

লয়লা অৰ্ধচাঁচি ভাবে চিত্তাসা বান্ধা নন—

“কোন পক্ষে ?”

শাৰ্দিয়াৰ। ভাই সাজাহানৰ বিদ্ৰোহেব ?

লয়লা। না, সে সপবাদ শুনি নি।

শাৰ্দিয়াৰ। ভাই সাজাহান দিয়া অনবোধ কৰেছিলেন। সেনাপতি মহাবৎ খাঁৰ কাছে পৰাজিত হ’য়ে তিনি আনাৰ দাস্থিগাত্যে পালিয়েছেন।

লয়লা। বেচাৰী সাজাহান ? তুমিও এই আবন্তেব মধ্যে পড়েছো।
তুমিও মাৰা গেলো। তাৰ পন পৰভেজ। তাৰ পৰ বোধ হয় তুমি।

শাৰ্দিয়াৰ। কি বনছো লয়লা।

লয়লা। না, হোমায় মাৰ্কে না।—নচাইৎ গোবেচাৰী। তাৰেব
কাছে হোমায় চেয়ে বাকদেব দাম বেশী।

শাৰ্দিয়াৰ। আমায় কে মৰ্কে ?—আমাকে কি কেউ মৰ্কে চায়।

লয়লা। সেই কথাই ভাবছিলাম।

শাৰ্দিয়াৰ। ন, আমি মৰ্কে চাই না লয়লা। আমি এই পৃথিবীকে
বড় ভালোবাসি। এমন আকাশ, এমন বাৰাণ, এমন স্থ্যকিবণ, এমন
জোৎস্না—গুপ্তেব সৌভ, বিহঙ্গের সঙ্গীত, নদীৰ তিলোল, পৰ্বতের
পুষ্প গনিমা—আমি এই পৃথিবীকে বড় ভালোবাসি। আমায় তাৰা কেন
মাৰে চায় ? আমি কান্নো গনিষ্টে কবি নাই।

লয়লা গাভীৰ অন্তৰ্জ্ঞাতৰে কহিলেন—

“বেচাৰী আমায়। না শাৰ্দিয়াৰ, হোমায় তাৰা মাৰতে চায় না। হোমায়
মেবে। এ হৰে ?”

শাৰ্দিয়াৰ। যদি মাৰে চায়, তুমি আমায় বন্ধ কৰে ?

লয়লা । আমি নিজের বুক দিয়ে ধীরে তোমায় রক্ষা করব । তোমার কোন ভয় নাই শারিয়্যার ।

পরিচায়িকার প্রবেশ

লয়লা । কি বাদী ?

বাদী । সম্রাট কোথায় সাজাহাদী ?

লয়লা । কেন ?

বাদী । তাঁকে খবর দিতে যাচ্ছি । সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়েছে ।

লয়লা । সম্রাজ্ঞী রেবার ?

বাদী । হাঁ বেগম সাহেব ।

লয়লা । তা পূর্বেই জান্তাম । সম্রাট এখানে আসেন নাই বাদী ।

পরিচায়িকা শশব্যস্তে প্রস্থান করিল

লয়লা । অভাগিনী পুলহারা সম্রাজ্ঞী ! পৃথিবী থেকে একটা গরিমা চলে' গেলো !—একটা আলোক, একটা সঙ্গীত, একটা প্রার্থনা—

লয়লা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন

শারিয়্যার । না, আমার তারা মার্কের না । কেন মার্কের !

পরভেজের প্রবেশ

পরভেজ । শারিয়্যার !

শারিয়্যার । তাই পরভেজ নাকি ?

পরভেজ । হাঁ ।

শারিয়্যার । তুমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে কবে ?

পরভেজ । আজই ।

শারিয়্যার । যুদ্ধের খবর কি ? সাজাহান কোথায় ?

পরভেজ । বহরমপুরের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হ'য়ে মেবার অভিযুগে গিয়েছেন ।

শারিয়্যার। মেবারে।—কেন ?

পরভেজ। বোধ হয়, মেবারের রাণার আশ্রয় প্রার্থনা কর্তে। তিনি পিতার কঠোর বিচার জানেন। তার পর তাঁর উপরে এ দারুণ অভিযোগ যে, তিনিই খসরুর হত্যাকারী। তাই তিনি পিতার কাছে বশ্বতা স্বীকার করার চেয়ে রাণার আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করেছেন।

শারিয়্যার। জানো ভাই যে, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ ? সাজাহান ভাই খসরুর মৃত্যুর জন্ত দায়ী ন'ন।

পরভেজ। তবে কে দায়ী ?

শারিয়্যার। গুন্বে ভাই কে দায়ী ? (চারিদিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে)
দায়ী সম্রাজ্ঞী হুজাহান।

পরভেজ। সে কি ? কেমন করে' জান্নে ?

শারিয়্যার। শোন হবে ভাই। একদিন আমার স্ত্রী বেগে আমার কক্ষে উন্নতবৎ ঝড়ের মত প্রবেশ করে' রুদ্ধনেত্র, রুদ্ধস্বরে বলে—‘শপথ কর, কখনও সম্রাট হবে না।’ আমি রুদ্ধশয়্যায় শুয়েছিলাম। সে সবলে আমার হাত ধরে' বলে—‘শপথ কর, “পথ কর, শপথ কর!’ ক্রমে তার স্বর উচ্চ হ'তে উচ্চতর হ'য়ে উঠতে লাগলো, শেষে যেন সে স্বর একটা হাহাকারের মত শোনা গেল, তার সমস্ত দেহ বিকম্পিত হ'তে লাগলো ! আমি ভয় পেলাম, শপথ করলাম “কখন সম্রাট হবো না”—তখন সে আমার বুকের উপর গড়ে' কাদতে লাগলো। পরে শান্ত হ'লে, সে এই হত্যার ইতিহাস বলে।

পরভেজ। তিনি জান্নেন কেমন করে' ?

শারিয়্যার। তাঁর মা স্বীকার করেছেন।

পরভেজ। স্বীকার করেছেন ! কার কাছে ?

শারিয়্যার। সম্রাজ্ঞী রেবার কাছে, তার পর নয়লার কাছে।

পরভেজ । এত বড় চক্রান্ত !

শারিয়্যার । ভাই ! আমার সম্রাজ্ঞী তাঁর চক্রান্তের মধ্যে টেনে আনায় আমি ভীত হয়েছি ।

পরভেজ । তোমার অপরাধ কি ? যাও তুমি শোও গে । আর ঠাণ্ডা লাগিও না ।

প্রস্থান

শারিয়্যার । উঃ, আমার মাথা ঘূর্ণ—

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুর । কাল—প্রভাত

কণাসংহ ও তাঁহার সামন্তগণ দাঁড়াইয়াছিলেন । সম্মুখে সাজাহান

সাজাহান । রাণা ! আমি দাক্ষিণাত্য থেকে এসে প্রথমতঃ দিল্লী অবরোধ করি । সেখানে মহাবৎ খাঁর গাতে পরাজিত হ'য়ে আবার দাক্ষিণাত্যে বাই । সেখানে নন্দদার যুদ্ধে আবার মহাবৎ খাঁর কাছে হেরে বঙ্গদেশে পালাই, আর সে দেশ জয় করি ।

কর্ণ । পালাতে পালাতে ?

সাজাহান । হা রাণা । সেখান থেকে প্রতাড়িত হ'য়ে মাণিকপুরে বাই । সেখান থেকে হেরে আবার দাক্ষিণাত্যে বাই ! আবার মহাবৎ খাঁ সেখান থেকে আমাকে তাড়িত করেন । আবার আমি বঙ্গদেশে পালাই । রোটস্ গড়ে পরিবার রেখে আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে বহরমপুর অবরোধ করি । মহাবৎ খাঁ সেখানেও আমাকে পরাজিত করেন ।

কর্ণ । আশ্চর্য্য আপনার ক্ষমতা সাজাহান ।

সাজাহান । বরং বলুন রাণা, আশ্চর্য্য মহাবৎ খাঁর যুদ্ধকৌশল ।

কর্ণ। সেই মহাশয় তাঁর বিপক্ষে আপনি এতদিন ধরে' বন্ধ কবেছেন, সেই আশ্চর্য্য।

সাজাহান। তাব কাণ, আমি সম্মুখ-বৃদ্ধ কম কবেছি। নন্দা-বৃদ্ধে পরাস্ত হওয়া'র পব নত-সদ্য অবস্তু কবি। তাতেও পরাজিত হ'য়ে শেষে আবার সম্মুখ-বৃদ্ধ কবি। কিন্তু সেই শেষ ক্ষেপে আমি আমার সব জীবিয়েছি। আর তাই আজ নিরুপায় হ'য়ে আমি মেবাবের বাণাব আশ্রয় ভিক্ষা কর্তে এসেছি।

কর্ণ। উদাব-চর্চিত সাজাহানকে মেবার তাব শেষ বক্তাবিন্দু দিয়ে রক্ষা কর্কে।—তোমাদেব কি মত সামন্তগণ ?

সামন্তগণ। রাণাব যে মত, আমাদেবও সেই মত।

কর্ণ। দেশে'র জ্ঞাত প্রাণ দেওয়া মহৎ কাজ, কিন্তু ধর্ম্মে'র জ্ঞাত প্রাণ দেওয়ার চেবে মহৎ আব' কিছু নাই।—আশ্রিতকে প্রাণ দিয়ে বক্ষা করা ক্ষান্ত্রধর্ম্ম।—এক বল সামন্তগণ ?

সামন্তগণ। অবশ্য।

কর্ণ। সাহজাদা সাজাহান! আপান নিশ্চিত থাকুন। মেবার তাব সর্ব্বদ্ব দিয়ে আপানকে বক্ষা কর্কে। সাহজাদা, মেবার আজ আব' সে মেবার নাই। আজ মেবার সর্পিষ্মান্ত, হতবীৰ্য্য। মেবারেব আজ ছদ্ম্নিন! কিন্তু ছদ্ম্নিনেও মেবার—মেবার! বতদিন মেবারে একজন বাজপুত আছে, ততদিন সাহজাদা নিবাপদ।

সাজাহান। যদি সম্রাজীব সৈন্ত মেবার আক্রমণ কবে ?

কর্ণ। সাহজাদা, বলেছি যে, মেবার তার শেষ বক্তাবিন্দু দিয়ে আশ্রিতকে রক্ষা কর্কে।—ভাই ভীমসিংহ! মেবারেব যত যোদ্ধা আছে, প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দাও, সাহজাদাব জন্ত সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ কর্কার জন্ত প্রস্তুত হও। সৈন্ত সাজাও।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—হুজুর্জাহানের দরবার-কক্ষ । কাল—প্রভাত

হুজুর্জাহান । কি বিশ্বাসঘাতকতা ! পরাজিত, গোগলের করদায়ী মেবারের রাণা কর্ণসিংহ আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন—বিদ্রোহী সাজাহানের পক্ষ হ'য়ে ?

মহাবৎ । তিনি বলেন যে, আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা কাল্পনিক নয় ।

জাহাঙ্গীর । মহাবৎ থা ! তোমার শৌর্যে আমরা মোহিত হয়েছি । তুমি রাণাসিংহের সঙ্গে এই কাশীর যুদ্ধে সাজাহানকে পরাজিত করে' আমার সিংহাসন রক্ষা করেছো । তুমি আমার পুত্র ফিরিয়ে দিয়েছো ।

মহাবৎ থা শির ঈষৎ নত করিবা সাধুবাদ গ্রহণ করিলেন

হুজুর্জাহান । তোমায় আমরা ধন্যবাদ দিই সেনাপতি ।

মহাবৎ পূর্ববৎ শির নত করিলেন

জাহাঙ্গীর । যাও মহাবৎ । কুমার সাজাহানকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো । আমরা আজ—মন্ত্রী, ওমরাও, সৈন্যধ্যক্ষদের সম্মুখে তাঁকে অভ্যর্থনা কর্তে চাই ।

মহাবৎ বাহির হইয়া গেলেন

হুজুর্জাহান । সত্ৰাট ! এই সাজাহানকে সাদরে অভ্যর্থনা করাই উচিত । কিন্তু একেবারে বিনা বিচারে তাকে অব্যাহতি দেওয়া অসঙ্গত । সে বাই হউক, সে বিদ্রোহী ।

জাহাঙ্গীর । আমি তাকে ক্ষমা করে' পাঠিয়েছি । তার' পরে আর বিচারের স্থান নাই ।

হুজুর্জাহান । সমস্ত ভারতবর্ষ জানে যে বিচারের সময় সত্ৰাট পুত্র-কন্যা বিচার করেন না । তাঁর ত্রায়বিচার বিধাতার বিধানের মত শাসিত, নির্দম, সরল !

জাহাঙ্গীর। হায়বিচার! সে দিন গিয়েছে হুরজাহান। আর আমি সম্মাট্ট নই। আমার মধ্যে সম্মাট্ট বেটুকু—সে একটা মহাপ্রাণে ভেসে গিয়েছে। আমার মধ্যে বা এখন বাকি আছে—সে পিতা। হায়বিচার হুরজাহান! তা' কহে গেলে আমিও অব্যাহতি পেতাম না—তুমিও না!

হুরজাহান। তবু ষতদিন আপনি সম্মাট্ট, ততদিন বিচারের অন্ততঃ একটা অভিনয়েও প্রয়োজন। তার পর সাজাহানকে মুক্তি দিতে চান, দিবেন। জাহাপনার হায়বিচারের উপর প্রজার অগাধ বিশ্বাসকে এই রকম রক্ষভাবে বিচলিত হ'তে দেওয়া উচিত নয়। একটা প্রকাশ্য বিচার চাই। পবে মুক্তি দিন ক্ষতি নাই।

জাহাঙ্গীর। তা হোক, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

হুরজাহান। আর আমি সে বিচার বর্কীর অন্তমতি চাই; শুধু একটা আমার মর্যাদা বক্ষার জন্ত। সাজাহান পত্রে সম্মাট্টের কাছে আমার বিশেষ অভিযোগ এনেছে; আমার অবজ্ঞা করেছে। আমার মর্যাদা বক্ষার জন্য সাজাহানকে মুক্তি দিবার সম্মান সম্মাট্ট আমাকে দিন।

জাহাঙ্গীর। উত্তম হুরজাহান! কিন্তু আমি উগস্থিত থাক্বে।

হুরজাহান। (জগৎ হাসিয়া) হুরজাহানের উপর সম্মাট্টের দেখা দি সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। উত্তম, তাই হোক।

জাহাঙ্গীর। এই যে সাজাহান!

মন্ত্রী, ওমরাওগণ, সৈন্যধ্যক্ষগণ ও মহাবৎ গাঁর সহিত সাজাহান দরবারকে প্রবেশ করিলেন। সাজাহান সম্মাট্টকে অভিবাদন করিলেন। সম্মাট্ট সিংহাসন হইতে উঠিলেন পরে হুরজাহান সেই দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিলে আবার বাসলেন

জাহাঙ্গীর। সাজাহান! তোমায় আনরা এই রাজধানীতে স্বাগত সম্ভাষণ কর।

সাজাহান সম্মাট্টের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

“সম্মাট্টের অনুগ্রহ!”

হুরজাহান । তবু তুমি অপরাধী, প্রথমে তোমার বিচার হবে ।

সাজাহান । আমার বিচার ?

হুরজাহান । হাঁ, তোমার বিচার । তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, জানো বোধ হয় সাজাহান ।

সাজাহান পূর্ববৎ বিন্ময়ে সপ্রশমনমনে ভাহাজাহানের প্রতি চাহিয়া রহিলেন ;

হুরজাহানের কথার ওপর দিলেন মাত্র—

“না ।”

হুরজাহান । তবে শোন । তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে, তুমি বন্দরের মহারাজকে দিয়ে তোমার ভাই খসরুর হত্যা করিয়েছো । যদি সে কথা অস্বীকার কর, মহারাজকে সাক্ষিস্বরূপ এখানে আনতে পারি । দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তুমি তোমার পিতার বিরুদ্ধে ষড়োচ্চারণ করেছো । এ কথা অস্বীকার করলে না বোধ হয় । তৃতীয় অভিযোগ এই যে, তুমি তোমার দম্ভ্যসৈন্য নিয়ে ভাবতবর্ষ তোলপাড় করে বেড়িয়েছো । এর কৈফিয়ৎ চাই ।

সাজাহান । এর কৈফিয়ৎ সম্রাট, আপনাকে পলে লিখেছি । এখানে তাৎক্ষণিক করার প্রয়োজন নাই বোধ হয় ।

হুরজাহান । হাঁ আছে ।

সাজাহান । সম্রাট !—

জাহাঙ্গীর । সাজাহান ! তুমি পত্রে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলে, এই ক্ষণে দরবারে তোমার সে কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত ।

সাজাহান ক্ষণেক নীরবে সম্রাটের প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; সম্রাট শির

নত করিয়া রহিলেন । সাজাহান পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—

‘আগে বুঝি, আমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে কার কাছে । ভারতের শাসনকর্তা এখন কে ?—সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর, না শের খাঁর বৈধবা হুরজাহান ?

ভুরজাহান। সাজাহান! তুমি অপরাধী। হাত বোঁড় ক'রে দাঁড়ানই তোমার শোভা গায়, ব্যঙ্গ করা শোভা পায় না।

সাজাহান। আমি এত নারীর সঙ্গে বাগিতত্তা ক'রে চাই না। (জাহাঙ্গীরকে) আমি জানতে চাই যে, পিতা সত্যই কি আমার কৈফিয়ৎ চান?

জাহাঙ্গীর। হ্যাঁ, চাই।

সাজাহান। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) তবে আমার অপরাধ মার্জনা করে' আমায় এখানে ডেকে আনা, আমায় বন্দী করবার জন্ত একটা প্রকাণ্ড হলনা?

ভুরজাহান। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ জানো সাজাহান?

সাজাহান। জানি, ভুরজাহান! কথা কচ্ছি আমার পিতার সঙ্গে।—পিতা, আমি বিদ্রোহ করেছি। কিন্তু সশ্রুত-যুদ্ধই করেছি—প্রতারণা কার নাই। ঠেঠেছি। কিন্তু এই প্রকাণ্ড দরবারে বলছি, যে আমার প্রতাপক্ষ যদি স্বয়ং মহাবৎ খাঁ না হতেন, ত এই নারীকে তাঁর সিংহাসন থেকে টেনে এনে অস্থিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্তাম, আর স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীর তাই দাঁড়িয়ে দেখতেন।

জাহাঙ্গীর। (ক্রুদ্ধ হইয়া) সাজাহান, তোমার রসনা সংযত কর।

সাজাহান। পিতার আজ্ঞা শিবোধার্য্য।

ভুরজাহান বেগিনেন, জাহাঙ্গীর দৃষ্টি হইয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া কহিলেন—

“সাজাহান! এই নারী যে এত অবজ্ঞার পাত্র নয়, তা তোমায় দেখাচ্ছি সাজাহান! তোমার সব অপরাধের জন্ত তোমায় বৎসর কাল কারাবাসে আজ্ঞা দিলাম। (মহাবৎ খাঁকে) সেনাপতি, সাজাহানকে বন্দী কর।”

মহাবৎ খাঁ। মাফ করুনেন সম্রাজ্ঞী! কুমারকে অভয় দিয়ে মুষ্টি মধ্যে এনে তারপরে বন্দী করা—এ প্রতারণার মধ্যে মহাবৎ খাঁ নাই।

হুবজাহান। মহাবৎ। তুমি ভৃত্য। তোমাব কাজ ত্যাব অত্যায
বিচার কবা নয়। তোমাব কাজ আমাদেব আজ্ঞা পালন বৎ।

মহাবৎ। তবে সনাজী। মহাবৎ থা সে আত্মপালন কর্তে
অস্বাভ।

হুবজাহান। অস্বাভ? তবে তুমিও বিদোহী।—সৈনিকগণ! মহাবৎ
থাকে বন্দী ক।

মহাবৎ। ক, যাব সাতনা ঠা আমায় বন্দী কব। নৈরুগণ। আমি
মহাবৎ থা। ‘এই বিশ বৎসব বনে’ আনি তোমাদেব সে অপাতি। এই
বিশ বৎসব ধরে’ আনি তোমাদেব সমবক্ষেণে নিয়ে গিয়েছি, আব
বিজয়গঞ্জে সমবক্ষেণে হ’তে ফ’ববে এনেছি। যাব চচ্ছা হয়, এই
সম্রাজ্ঞা আজ্ঞা আমায় বন্দী কব।

সবনে নিশ্চর নহি

হুবজাহান। কি! কাবো সাধ্য নাই?

মহাবৎ তখন জাহাজীরকে কহি ন—

“সম্রাট বাধুন। কোন কথা কহিব না।”—

শত আগাইয়া দিশেন

জাহাজীব। মহাবৎ থা। তোমায় বাঁধবাব শৃঙ্খল আজও তৈরি হয়
নি। নাও মহাবৎ, আমি তোমায় মার্জনা কয়লাম।

হুবজাহান। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) কখন না। সম্রাজ্ঞী হুবজাহান
এ সমুদ্রে হয় ডুববে, না হয় তাব বক্ষ পদতলে দলিত কবে’ চলে
াবে। সে তাব তবঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ’তে নৈচে থাকবে না। মহাবৎ
থাকে বন্দী কর্কাব সাধ্য কারো না থাকে, আমি স্বয়ং তাকে বন্দী কর্ব।
দেখি, ভাবত সম্রাজ্ঞী হুবজাহানকে বাধা দেয়, সে সাধ্য কাব!—

এই বলিয়া সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন

সংসার নপথ্য হইতে যেন দরবার কক্ষে রক্ষা দিয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

“সে সাধ্য আমার।”

সকলে গুপ্তিত হইয়া রহিলেন

রায়লা। সম্রাট! সিংহাসনে পশুব মত বসে' এই সম্রাজ্ঞীর স্বেচ্ছাচার
নির্বিকারভাবে দেখছেন! পুরুষের এতদূর অধোগতি! ধিক্! (পরে
সাজাহানের দিকে চাওয়া)—সাজাহাদা! স্বয়ং সম্রাট তোমার ক্ষমা
করেছেন, তুমি মুক্ত।—মহাবৎ থা! তুমি মহাবৎ খাঁর মতই কাজ
করেছো! যাও, তুমি মুক্ত, সম্রাট আজ্ঞা দিয়াছেন।—আর শুবজাহান!
সম্রাজ্ঞি! আমি এষ্ট প্রকাশ দরবারে তোমাকে কুমার খসরুর হত্যার
জন্য অভিযোগ করি। সাধ্য হয় ত অস্বীকার কর।

দুইজনে সভামধ্যে দুই ব্যাধীর মত পরস্পরের দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হান—মন্ত্রী আসফের বচিরাটি। কান—প্রভাত

রাজসভাসঙ্গী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

১ম সভাসদ। দেখলে!

২য় সভাসদ। কি?

১ম সভাসদ। যা বলেছিলাম তা হোল কি না।

২য় সভাসদ। কি বলেছিলে?

১ম সভাসদ। বলেছিলাম যে, সম্রাট সাম্রাজ্যের দিকে পাশ ফিরে-
ছেন,—শীঘ্রই পশ্চাৎ ফিরবেন।

৩য় সভাসদ। হাঁ, এ কথাটা তুমি বলেছিলে বটে।

৪র্থ সভাসদ। মেরুদেশে যে রকম শুষ্ক পাওয়া যায় যে সূর্য্যদেব
যখন অস্ত বান, ছয় মাসের জন্ত বান; আমাদের সম্রাট এখন কিছু-
কালের জন্ত রাজকার্য্য থেকে অবসর নিয়েছেন।

১ম সভাসদ। হাঁ এখন এটা প্রকৃতপক্ষে ত্বরজ্ঞানের রাজত্বকাল।

৩য় সভাসদ। যা'ই বল সাম্রাজ্যের রাজ্যে আমরা এক রকম সুখে
আছি।

১ম সভাসদ। 'সুখে আছি' কি রকম?

২য় সভাসদ। এই দেশময় দিবারাজি নৃত্য গীত সুরার শ্রোত বয়ে'
চলেছে।

৪র্থ সভাসদ। স্রোতে বড় একটা যেতো আস্তো না—যদি এই স্রোতের উপর মাঝে মাঝে না চেউ উঠতো।

২য় সভাসদ। কি রকম?

৪র্থ সভাসদ। এই, সেদিন হুকুম বেবোদো, যে সম্রাটের অল্পমতি ভিন্ন কোন সভাসদ মদ খেতে পাবে না, আর তিনি যদি আজ্ঞা করেন, ত সকলেবই মদ খেতেই হবে।

৩য় সভাসদ। এহ, সব মাটি করেছে। ঐ বন্দগের বাজা আসছে।

২য় সভাসদ। ঐ রাজাই থসককে হত্যা কবেছে না?

১ম সভাসদ। হা।—পায়ণ্ড!

৭র্থ সভাসদ। এঃ, আমাদের আসবটা সব ভেঙে দিলে।

২য় সভাসদ। আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় যে—সম্রাটেব পুত্রকে হত্যা কবে'ও বেটা বেচে আছে।

৪র্থ সভাসদ। শুধু বেঁচে আছে।—বাড়ছে। ওর মধ্য-দেশটা দেখুছোনা?

৩য় সভাসদ। বেটা বাজা থেকে মহাবাজা হ'য়েছে!

৪র্থ সভাসদ। হবেন না? উনি যে এখন শিব ছেড়ে হুগার ধ্যানে বসেছেন। গুর উপর সম্রাজ্ঞীর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে!

২য় সভাসদ। আচ্ছা, ঐ রাজা সম্রাটের পুত্রকে হত্যা ক'লে; আর সম্রাট তাকে কিছু বল্লেন না?

৭র্থ সভাসদ। ওঠে হুসেন! তুমি বলঃ—কিন্তু—নিশ্চয় রাজনীতি কিছুই বোঝো না।

৩য় সভাসদ। কৃষ্ণদাস! তুমি যে সব ক্রিয়াবিশেষণগুলো এক নিশ্বাসে বলে' ফেলো।

বন্দগের বাজার প্রবেশ

৩য় সভাসদ। মহারাজের জয় হোক।

বাজা। হেঁ হেঁ হেঁ—মহাশয়দেব অন্তগ্রহ ! মহাশয়দের অন্তগ্রহ।

৩য় সভাসদ। মহাবাজ যে খসককে হত্যা করে' মহাবাজ খেতাব পেয়েছেন—সেটা আমবা আদবেই ভুলতে পারছি না, দেখেছেন মহারাজ ?

৪র্থ সভাসদ। বাজা থেকে একেবাবে মহারাজ—কি লাফটাই দিয়েছেন। বাদবেব রাজাব উপযুক্ত লাফ।—(অন্ত সভাসদদিগকে) বলেছিলাম ও মহারাজ হবে।

বাজা। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—

১ম সভাসদ। আমার পাক খাচ্ছে দেখ। পাক খাচ্ছে দেখ—উঃ কি ঘৃণা !

২য় সভাসদ। ঠিক কেয়ুগেব মত।

৩র্থ সভাসদ। এই উপমাটি বেশ দিয়েছো হুসেন—

৩য় সভাসদ। কুমাব সাম্রাজ্য বলেন, যে খসককে হত্যা কবে' আপনি তাঁর যে উপকাব করেছেন—নিজেব ভাইয়েও অমন করে না।

বাজা। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—তা এমনই কি—এমনই কি। সামান্য কর্তব্যমাত্র ! সামান্য কর্তব্যমাত্র !

১ম সভাসদ। কর্তব্যমাত্র !—পাষণ্ড !

এই বলিয়া প্রথম সভাসদ রাজাকে পদাঘাত করিতে উজ্জত, এই

ভাব তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলে রাজা

লক্ষ দৃষ্টি পলায়ন করিলেন

৩য় সভাসদ। বেশ লাফ দিয়েছে। বাদবের রাজার কাছে চালাকি !

২য় সভাসদ। এখন নিজের গর্দানা বাঁচাও। জানো ও সাম্রাজ্যের জীব ?

১ম সভাসদ। ওকে মেরে আমি নিজের গর্দানা দিতে স্বীকার আছি। বেটা পাষণ্ড ! বস্ত শৃগাল !

৪র্থ সভাসদ। না, বন্ধ গুগাল নয়। ওটা কেমনুই।—কি উপমাটাই দিয়েছো—একেনাবে ঠিক কেমনুই।

২য় সভাসদ। ঐ বে মন্ত্রী মহাশয় আসছেন।

আসফর প্রবেশ

১ম সভাসদ। কি মন্ত্রী মহাশয়! বাদশাহ আজ কিছু নতুন হুকুম জারি কবেছেন?

আসফ। হা, কবেছেন। বাদশাহের হুকুম যে, আপনাবা আজ বাঞ্চে সবাই মদ খান আব খাতি ককন।

২র্থ সভাসদ। শোভনামা। এ হুকুমটাব মানে আছে! বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আসফ। কিস্ত—

৩য় সভাসদ। দেখো—এব মধ্যে যদি ‘কিস্ত’ ঢোকাও ত চেচাবো।

আসফ। ‘কিস্ত’টা এব ভেতব নয়—এব বাহবে।

২য় সভাসদ। সে ‘কিস্ত’টা কি?

আসফ। সে ‘কিস্ত’টা আপনাবা শিষ্ট পহন্দ কর্কেন না বোধ হয়।

সে বেশ একটু কিস্ত।

৩য় সভাসদ। কি বকম?

১র্থ সভাসদ। কিস্ত না এব?

আসফ। ‘কিস্ত’।

১ম সভাসদ। বলে’ দেল ‘কিস্ত’টা। ঝেডে কোপ মাবো। ষাড পোত আহি।

আসফ। তবে শুধন কিস্তটা। সম্রাট নিজে কাণ বিধিয়েছেন, আর কুণ্ডল পবেছেন। আব হুকুম দিবেছেন যে, সভাসদদের কাণ বেগাতে হবে, আব কুণ্ডল পাবে। নৈলে সভায় যাবাব আপনাদের অজমতি নেই।

২য় সভাসদ। সে কি বকম ?

আসফ। কি বকম আবার ! ঐ বকম ।

৩য় সভাসদ। না না, তামাসা । না আসফ ?—তামাসা ?

আসফ। তবে দেখুন, এই তাঁব আজ্ঞা পত্র— (আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন)

১ম সভাসদ। এই নেও—বল্‌ছিলাম না ? সম্রাট এমন অপদার্থ না হ'লে এই পাষণ্ড মহাবাজ হয় !

২য় সভাসদ। তাইত ।

৪র্থ সভাসদ। এ ত ভারি গোলমালে ন্যাপাব গোল দেখছি । আমরা যদি কাণ বিধিয়ে মাকড় পত্রে স্তব্ধ করি, তা হ'লে “বাড়ীঘ মধ্যে” বা কি কর্‌কেন ?

২য় সভাসদ। কাণে কলম গুঁজবেন বোধ হয় ।

১ম সভাসদ। সে ছকুমও কবে বেরোয় দেখ না ।

২য় সভাসদ। না এ “বা ইচ্ছে তাই” ছকুম ।

৩য় সভাসদ। তা আর কি হবে । চল কাণ বেঁধানো যাক— সম্রাটের আজ্ঞা যখন ।

১ম সভাসদ। কখন না । আমবা বিদ্রোহ করি । ক্রীতদাসরাই কাণ বিধোয়—বেজায় অপমান ।

৪র্থ সভাসদ। যা ইচ্ছে তাই ।

২য় সভাসদ। তাইত ।

আসফ। কি কর্‌কেন ঠিক করলেন ;—কাণ বিধোবেন, না বিদ্রোহ কর্‌কেন ?

১ম সভাসদ। তুমি ঠাট্টা করছ । সম্রাটের মন্ত্রী হ'য়ে একেবারে—

৩য় সভাসদ। হাঁ, মন্ত্রী হয়েছো, তাও সম্রাটের শালাঘের জোরে । আমিও যদি সম্রাটের শালা হ'তাম ।

আসফ। হ'তে কতক্ষণ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মুরজাহানের কক্ষ । কাল—রাত্রি

মুরজাহান একাকিনী সে কক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন

মুরজাহান । এও একটা নেশা । শ্রমতার প্রায় শিখরে উঠেছি, তবু আরও উঠতে চাই । কিন্তু মুরজাহান ! সাবধান !—তুমি আজ সেই শিখরের কিনারায় দাঁড়িয়েছো । সাবধান !—তাইবা কেন ? সাবধান কিসের জন্ত ?—ভয় কিসের ? কার জন্ত ভাববো ? আমার কণা—যার জন্ত এত মঙ্গলা, এত চক্রান্ত, সেও আমার বিদ্রোহী ! আর কার জন্ত দ্বিধা কলো ? 'আজ সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে বেরিয়েছি । এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা । আর কাকে ভয় ? কিসের জন্ত ভয় ?—দাঁও, ঘোড়া ছুটিয়ে দাঁও, মুরজাহান ! পড়ো, পড়বে । হয় জয়, না হয়—মৃত্যু । আব আমারও সাধাও নাই যে আমাকে ফিরাই ।

আসফ ও জাহাঙ্গীরের প্রবেশ

জাহাঙ্গীর । মুরজাহান, সম্রা বিবেচনা করেন যে, মহাবৎ খাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালে তিনি কৈফিয়ৎ দিবেন না ।

মুরজাহান । কি কর্কে ?

আসফ । সম্রাটের আজ্ঞাকে তুচ্ছ কর্কেন, হয়ত বিদ্রোহ কর্কেন ।—সম্রাজ্ঞী ! বাজ্য একটা পরিবার । রাজা পিতা । প্রজাগণ তাঁর সন্তান । রাজা সন্তোষে তাদের প্রতি ব্যবহার করলে তারাও সে স্নেহের প্রতিদান করে । কিন্তু রাজা তাদের বিনা কারণে উত্থাপ্ত করলে, তারাও রাজাকে উত্থাপ্ত করে ।

মুরজাহান । কক্ক ! তাতে ডরাই না । বিদ্রোহীর দমন কর্তে আমরা জানি ।

জাহাঙ্গীর । সুবজাহান । সৈন্যদের উপর মহাবৎ খাঁর অত্যন্ত প্রতিনি-
পত্তি দেখে তুমিই প্রস্তাব করেছিলে, যে তাকে সেনাপতি-পদ থেকে
চ্যুত কবে' বঙ্গদেশের সুবাদাব কবে' পাঠানো হোক । তাই তাকে কুমার
পাণ্ডেজের অধীনে বঙ্গদেশে' সুবাদাব কবে' পাঠানো হয় । এখন দেখছি
— তাতেও তোমার আপত্তি ।

সুবজাহান । আপত্তিও বাবল না থাকলে আপত্তি কর্তাম না জাহা-
পনা । মহাবৎ উড়িয়া জয় কবে' শতাব্দিক হস্তী নিয়ে এন । কিন্তু
সেগুলো এতদিনে আগ্রা পাঠানোর দরকারই বিবেচনা কব্লে না । সুব-
সব সম্রাটের সম্পত্তি—সেনাপতিব নয় ।

আসফ । হস্তী পাঠানোর সম্বন্ধ এখনও অতীত হয় নি সম্রাজ্ঞা ।

সুবজাহান । অতীত হয় নি ? আসফ, তুমি মন্ত্রীপদের অবমাননা
কর্ছ । আমি দেখতে পাচ্ছি—মহাবৎ সম্রাটের প্রভুত্ব অবাধে তুচ্ছ
কর্ছে—সে সুযোগ পেয়ে বঙ্গদেশে বিদ্রোহের বীজ বপন করছে ।

জাহাঙ্গীর । অসম্ভব ।

সুবজাহান । অসম্ভব কিছুই না, জাহাপনা । শুধু একটা জিনিস
অসম্ভব—মবে' গিয়ে ফিরে আসা । এই মহাবৎ খাঁ সম্রাটের সম্মুখে সদর্পে
বাত্তে পান—“স্বার সাব্য আমায় বন্দী কর ।” তবু জাহাপনা মহাবৎ খাঁ
বলে' অজ্ঞান , তবু জাহাপনা প্রত্যবে প্রদোষে একবার মহাবৎ খাঁর নাম
জপ করেন । মহাবৎ খাঁর উপর জাহাপনার অগাধ বিশ্বাস, মহাবৎ খাঁ
জানে,—আব সে তাব যোগ্য ব্যবহারই করছে ।

জাহাঙ্গীর । আ'নি মাত্রকে বিশ্বাস কবে' যা ঠকেছি, অবিশ্বাস করে
তাব চেয়ে বেশী ঠকেছি, সুবজাহান ।

সুবজাহান । জাহাপনার অভিকটি । কিন্তু আমি এ' কথা বলে'
বাখি যে, সম্রাট সাজাহানের বিদ্রোহেই দারুপত্রের মত বিচলিত হয়ে-
ছিলেন , কিন্তু মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হলে' সে বিরাট ঝগড় ভূশাষিত হবেন ।

জাহাঙ্গীর। প্রিয়তমে, সম্রাজ্যের উপর একটা শাস্তি বিবাজ ক'চ্ছে, কেন তাকে উত্যক্ত কর ?

স্ববজাহান। জাহাপনা, বায়ব অত্যধিক নিশ্চলতা ঝটিকার সূচনা কবে, জানেন কি ?

জাহাঙ্গীর। তুমি কি কর্ত্তে চাও ?

স্ববজাহান। আমি শুধু মহাবৎ খাঁকে বঙ্গদেশ হ'তে পাজ্জাবে বদলী কর্ত্তে চাই। এ এমন বিশেষ কিছু নহে। তবে আমাদের রাজধানী লাহোর তাব অধিকারের নতিভূত বইবে।

আসফ। মহাবৎ খাঁ গদদী, সে এ অপমান সহ্য করবে না।

জাহাঙ্গীর। (স্ববজাহানকে) তাতে লাভ ?

স্ববজাহান। তাব শক্তির পবিধি হ'তে তাকে সবানো যাবে। আব সে পাজ্জাবে আমাদের চক্ষের উপর থাকবে।

জাহাঙ্গীর। বাচ্ছাণ কব।—আমি ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না।

স্ববজাহান। উত্তম।—মন্ত্র। তুমি তাকে এই আজ্ঞা পাঠাবাব বন্দোবস্ত কব। আমি নিজেই হাজার আজ্ঞাপত্র লিখে রাখছি।

আসফ। সম্রাটের কি এ আজ্ঞা ?

জাহাঙ্গীর। যাও আসফ।—কেন বিবক্ত কর ?

আসফ। হুকুম না কবিলে চিন্তা গেলে

জাহাঙ্গীর। তোনার সম্রাজ্য তুমি শাসন কব প্রিয়ে। এখন নিয়ে এসো আমার সম্রাজ্য—সুখ, সৌন্দর্য, সম্ভোগ।

স্ববজাহান। ও আজ্ঞা জাহাপনা।—বাদি।

প্রচারিত। প্রথম বংশের দুই বংশ তাহাকে সঙ্কেত করিলে, সে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই অপর দুই বংশের দুই বংশ উচ্চতর ভূষণ ভূষিত নরকীবন্দ একটা পাগোলের পশ্চিম দিক সম্রাটের দৃষ্টপথে উদ্ভিত হইল।

মুরজাহান । দেখুন জাহাঙ্গীর !—

জাহাঙ্গীর । এই আমার সাম্রাজ্য—মহিমাময় !—নাচো ।

বাগের সহিত সূতা আরম্ভ হইল । সুরা আসি । মুরজাহান স্বহস্তে সুরা

ঢালিয়া জাহাঙ্গীরকে দিলেন । জাহাঙ্গীর পান করিলেন । কহিলেন—

“সুখের কি উৎসই আধিকৃত হয়েছিল । আনন্দের কি বস্তুই তৈবী
হয়েছিল !—গাও ।”

মর্ত্যকাগণের গীত

গভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গ—

শিঞ্জিনী ঝিনিঝিনি উড়লি সঙ্গে ।

সুন্দর, মনোগরা, চকল সারি সারি

নাচিছে নটনারী—বিবব ভঙ্গে—

হাথে, গোথে, বিক্রম বধে ।

উঠ তবে সঙ্গীত তানে তালে—

ছাও গগন সে ঘন মুরজাহানে ,

ছিঁড়িয়া বন্ধনে কাটিবে কন্দনে,

কবে সে যাবে মিশি' আকাশ অঙ্গে

--শোক বিনীরব তান-তরঙ্গে ।

জাহাঙ্গীর । কি মধুব সঙ্গীত, মুরজাহান । সে বাসনা জাগ্রগে
তৌলে অথচ পূর্ণ করে না ; নন্দনেব সৌরভ এনেই তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাসে
উড়িয়ে নিয়ে যায় , সৌন্দর্যের আবরণ খুলেই অমনি ঘন নীল মেঘ দিয়ে
তাকে ঘিবে নিবে চলে' বায় ! হাউয়েব মত হাঙ্গাকারে চারিদিকে
ছড়িয়ে পড়ে ।

মুরজাহান কিন্তু জাহাঙ্গীরের কথা গুনিতেনি নাকি , সূতা দেখিতেনি না ।
গাংর দৃষ্টি দূরে শূন্যে নিবদ্ধ ছিল ।

জাহাঙ্গীর । সঙ্গীত—বার পান যেন একটা পিপাসা ; উল্লাস যেন

একটা আক্ষেপ, তাহা যেন একটা হাচাকার; আলিঙ্গন যেন একখানা ছোঁয়া; অমৃত যেন সে গরল; স্বর্গ যেন সে নরক!—গাও আবার গাও।

নওকীরা আবার গাইল—

গীত

আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই—।

আলোর মতন, হাসিও মতন, ফসমগন্ধ রাশির মতন,

হাওয়াও মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন ভেসে যাই।

আমরা অরণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,

আমরা, সাক্ষা রবির কিরণে অন্তগামী,

আমরা শরৎ ইন্দ্রধনুর বরণে, জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,

চপলার মত চাঁক ও চমকে, চাঁহিয়া, ক্ষণিক হেসে' যাই।

আমরা বিন্দু, কাত, শান্তিস্থিতিভরা ;

আমরা গাসি বটে, শুঁ কুহায়ে দিই না ধরা,

আমরা গামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,

গানে, সুগন্ধে, কিরণে—নিগিসে,

স্বপ্ন-রাজ্য হ'তে এসে, ভেসে, স্বপ্ন-রাজ্যদেশে যাই।

হঠাৎ কণ্ঠ অতি মৃদু অন্ধকারে ছাইয়া আসিল, ও নওকীগণ নিমেষে অদৃশ্য হইল।

নেপথ্য হইতে অতি মৃদুস্বরে বাস্ত বাজিতে লাগিল—ওনে ক্রমে সে বাস্ত শামিল।

সেই নিম্নক মৃদু অন্ধকারে জাহাঙ্গীর ডাকিলেন—

“মুরজাহান!”

মুরজাহান। জাহাপনা!

জাহাঙ্গীর। তুমি দেবী না মানবী?

মুরজাহান। আমি গিলাচী।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বঙ্গদেশ, মহাবৎ খাঁর ভবন। কাল—মধ্যাহ্ন

মহাবৎ খাঁ বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতেছিলেন

মহাবৎ । সগব সিংহেব পুত্র, রাণা প্রতাপ সিংহেব ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি মহাবৎ খাঁ—বিধর্ম্মী মোগলেব দাস। বিধর্ম্মী হয়েছিলাম প্রথম যৌবনেব উচ্চাশাব উন্মাদনায় ; প্রভুহেব, বাজসম্মানেব ঘোড়ে। সে প্রভুহে, সে সম্মান, আমি পেয়েছিলাম। আমি মোগলেব সেনাপতি হয়েছিলাম। মোগল সেনানী আমায় মান্তো, যেন আমি তাঁদের সূর্য্য, যেন আমাব শক্তি একটা দৈবশক্তি, যেন আমাব কায্য ঈশ্ববেব প্রেরণা। সাম্রাজ্যী হরজাঠান আমায় তাই ভাব কবেন। তাই তিনি আমায় সেনাপতি পদচ্যুত করে' বঙ্গদেশেব স্ববাদার কবে' পাঠিয়েছেন। এই প্রভুহে আমি পেয়েছিলাম।' কিন্তু কৈ, কিছু পেলাম কি ! দেশ ধন্য ছেড়ে, স্নেহেব বন্ধন ছিন্ন কবে', বেজ্রচ্যুত হ'য়ে, উদ্ভ্রান্ত ধূমকেতুর মত ছুটেছি—কোথায় ! নিজেব ঈঙ্গিত স্বর্গলাভেও বুঝি সুখ নাই। পবের জন্ত, ভায়েব জন্ত, দেশের জন্ত, না খাটলে বুঝি সুখ অপূর্ণ র'য়ে যায় ; একটা অসীম আকাঙ্ক্ষাই র'গে যায়।—এই যে সাহজাদা।

পরভেজের প্রবেশ

মহাবৎ । বন্দেগি সাহজাদা।

পরভেজ । মহাবৎ খাঁ ! পিতা তোমার উপর অত্যন্ত বিবর্ত্ত হয়েছেন, আর বঙ্গদেশেব সুবা হ'তে চ্যুত করে তোমায় পঞ্জাবেব শাসনকর্ত্তা করেছেন।

মহাবৎ । সে কি।—পঞ্জাবে ?

পরভেজ। হাঁ পজাবে। তবে লাহোর তোমার অধিকারের বাহিবে
রৈবে।

মহাবৎ। সে কি? কারণ?

পরভেজ। কারণ আমায় কিছু লিখেন নি। এ চিঠি তোমায়
দেখাতে দিতে আমার আপত্তি নাই। এই দেখ।

পত্র দেখাইলেন

মহাবৎ। (পত্র পড়িয়া) আশ্চর্য্য। সাহজাদা!—এর কোন কারণ
অশ্রমান করেছেন কি?

পরভেজ। না।—আদাব মহাবৎ থা।—

বলিয়া পরভেজ চলিয়া গেলেন

মহাবৎ। বুঝেছি। এও সেই নারী। আমায় সেনাপতিপদচ্যুত
করে, আমায় সমবশিষ্ট পরভেজের অধীন কর্মচারী ক'রেও তাঁর
প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি। তিনি আমাকে ধাপে ধাপে নামিয়ে
নিতে চান।—মুরজাহান! উচ্চাশার বিষ তোমার মাথায় উঠেছে।
নিজেই পুড়ে মরবার জন্য তোমার চারিদিকে তুমি আগুন জ্বালছ।
নিজের হাতে নিজের কবর তৈরি করছ।—তোমার বিনাশ বহুদূর নয়।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লাহোরের প্রাসাদ অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত

মুরজাহান একাকিনী মহাবৎ পর্ষাৎ, মথমলের তাকিয়ায় হেলিয়া বসিয়াছিলেন

মুরজাহান। আমার জীবন একটা গভীর শূন্য গহ্বর। জল নাই,
তাই রক্ত দিয়ে তাকে পূর্ণ করে রেখেছি। শূন্য গহ্বরের চেয়ে সেও
ভালো। আমার বর্তমান একটা বিরাট নৈরাশ্য। তাই একটা বিরাট

এহাংকারে তাকে ব্যাপ্ত করে' রেখেছি। নৈলে এ নৈরাশ্রের নিস্তরুতা
অসহ্য হ'য়ে ওঠে। আমি ছুটেছি যেন নিজেকে থেকে নিজেকে পালাবার জন্য
ভাবছি—বিকারের উত্তাপে ; কার্য্য কাঁচি—অক্লান্ততাড়নার উন্মাদনায়।

আসফ প্রবেশ করিলেন

হুরজাহান। কি সংবাদ আসফ ?

আসফ। মহাবৎ খাঁ স্বয়ং এসেছেন। তিনি শিবিবেন বাইরে
সম্রাটের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আছেন।

হুরজাহান। সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। বল গে।

আসফ। সে কি সম্রাজ্ঞী ! তিনি সাক্ষাৎ মাত্র চান, তাও—

হুরজাহান। চুপ্। উপদেশ চাই নাই। আজ্ঞা পালন কর।
মহাবৎ খাঁকে বল, যে সম্রাটের আজ্ঞা এই যে, সে যেন এই মুহূর্ত্তে পঞ্জাব
বাত্মা করে। সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই।

প্রস্থান

আসফ। ভারতের বর্তমান ইতিহাস দাঁড়িয়েছে—এক নারীর
অবাধ স্বেচ্ছাচারের ইতিহাস।

এই সময়ে জাহাঙ্গীর সেইখানে আনিলেন। আসফ তাঁহাকে অভিবাদন করিলে
জাহাঙ্গীর জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘কি সংবাদ আসফ ?’

আসফ। সম্রাজ্ঞীর কাছে আজ্ঞার জ্ঞাত এসেছিলাম !

জাহাঙ্গীর। কি বিষয়ে ?

আসফ। এই সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা দেখুন। আর কিছু বলার প্রয়োজন
হবে না।

জাহাঙ্গীর পত্রখানি পাঠ করিয়া নীরবে প্রত্যর্পণ করিলেন

আসফ। জাহাপনা। এই আজ্ঞা পালন কর্ত্তে হবে ?

জাহাঙ্গীর। অবশ্য। যাও।

আসফ চলিয়া গেলেন

জাহাঙ্গীর । হরজাহান—বড়ই ক্ষিপ্তবেগে বোড়া ছুটিয়ে দিয়েছো—

হরজাহান পুনঃ প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে দেখিয়া কহিলেন—

“এই যে সম্রাট্ ।”

জাহাঙ্গীর । হরজাহান ! তুমি মহাবৎকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ
কর্তে দাও নি ?

হরজাহান । না । কেন দিই নাই শুনবেন ? পড়ুন এই মহাবৎ
খাঁব পত্র !

জাহাঙ্গীর পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

সে তার জামাইকে দিয়ে এই পত্র পাঠিয়েছিল । কি স্পর্ধা ! আমি
তার জামাতাব মন্তক মুণ্ডন করে’ গাধাব পীঠে চড়িয়ে ফিরে পাঠিয়ে
দিয়েছি ।

জাহাঙ্গীর । তা না করলেও চলতো । (পত্র প্রত্যর্পণ করিলেন)

হরজাহান । চলতো ? সাম্রাজ্যের একজন সামান্য প্রজা যে এরকম
কথা বলতে পারে, যে সম্রাট তাব প্রাণ বক্ষার জন্য কি জামিন দিতে
পারেন, এরকম দাবী—এরকম ভাবা, যে এ ব্যবস্থা কর্তে পাবে, তার
কারণ সম্রাট্ তাকে অত্যধিক ‘নাই’ দিয়েছেন ।

জাহাঙ্গীর । হরজাহান ! তুমি আমার সঙ্গে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এই রকম
বাক্যলাপ কর, যেন আমি দুষ্কপোষ্য শিশু, আর তুমি দ্বিতীয় বাইরাম
খাঁ । হরজাহান ! মহাবৎ খাঁ সাম্রাজ্যের একজন যে সে সামান্য প্রজা
নয় । সে সৎ, গর্বী, ক্ষমতাশালী—তিনটে ভয়ানক গুণ । মনে রেখো ।

হরজাহান । আমার প্রতি সম্রাটের বিশ্বাস না থাকে, বাজ্যের রক্ষা
সম্রাট্ নিজের হাতে ফিরে নে’ন ।

জাহাঙ্গীর । না প্রিয়ে । আমি যা পরিত্যাগ করেছি, তা আর ফিরে
নিতে চাই না । সাম্রাজ্য ধ্বংস হ’বে যাক । আমি ক্ষুদ্র নই ।

সরজাহান । (ক্ষণেক শুষ্কিত হইয়া বহিলেন ; পবে কহিলেন) কি হয়েছে নাথ !—এমন কিছু ঘটেছে কি, বাতে আমার প্রভু আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন ?

জাহাঙ্গীর । তোমার উপর বিরক্ত হবো ? আমি ?—তোমার কি মোচমস্বে আমার মৃদ্ধ কবে' বেখেহো হে বাছুকবো ! তোমার কি শিষ্যক নিঃখাসে আমার অভূত ক'বে বেখেহো—হে কাল ভূতপী ! আমি তোমার মগ্ন হয়ে আছি, উঠতে পারছি না। গথ হাবনে শিবেছি, বেনোবাব সাধ্য নাত ।—তোমার উপর বিরক্ত হব ?

সরজাহান । তবে জাহাপনা বিরক্ত হন নাই ?

জাহাঙ্গীর । না সরজাহান । একটা কথা । কথা ব-খিলাম মাত্র । তোমার সাম্রাজ্য দিয়েছি, ভোগ কব, ধারণ কর । আমি যে সাম্রাজ্য পেয়েছি, তাব কাছে এ কিছুই নয়—চল নাট্যমন্দিবে ।

সরজাহান । চলুন ।

জাহাঙ্গীর । সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আমার ঘিবে রাখুক । আর এব উপর তুমি তোমার রূপ, কণ্ঠস্বর, চূদন, আলিঙ্গন দাও প্রিয়ে । চক্ষু থেকে পৃথিবী নিভে যাক ।—ক'দিনের এই সংসার !

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরে সাজাহানের প্রাসাদ । কাল—মধ্যাহ্ন

মেবারের রাণা কর্ণসিংহ ও কুমার সাজাহান কথোপকথন করিতেছিলেন

কর্ণ । সাহজাদা আমার আতিথ্যের কোন ক্রটি হচ্ছে না ?

সাজাহান । ক্রটি নাথ !—আমি সপরিবারে এখানে যে শান্তি স্নেহে আছি, আগ্রায় তা ছিলাম না । আপনি আমার জন্ত প্রাণদ তৈরি ক'রে

দিয়েছেন, সিংহাসন তৈরি ক'রে দিয়েছেন, আমার আরাধনার জন্য
মান্দার মসজিদ তৈরি করে' দিয়েছেন।

কর্ণ। সাহজাদার যখন যা ইচ্ছা হয়, অল্পগ্রহ করে' ব্যক্ত করবেন।
আমি সাধ্যমত তা পূর্ণ করব।

সাজাহান। আমার ইচ্ছা সব ব্যক্ত করবার আগেই পূর্ণ হয়েছে।

মেবার সেনাপতি বিজয় সিংহের প্রবেশ

কর্ণ। কি সংবাদ বিজয় সিংহ ?

বিজয়। বাহিরে মোগল সেনাপতি—মহাবৎ খাঁ মহারাণার সাক্ষাৎ
প্রার্থী।

কর্ণ। মহাবৎ খাঁ ?

বিজয়। হা মহারাণা।

কর্ণ। তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এস।

বিজয় সিংহের প্রস্থান

সাজাহান। মহাবৎ খাঁ হঠাৎ এখানে !

বিজয় সিংহের সহিত মহাবৎ খাঁর প্রবেশ

মহাবৎ। বন্দেগি সাহজাদা ! বন্দেগি রাণা !

সাজাহান। বন্দেগি মহাবৎ খাঁ।

রাণা। বন্দেগি সেনাপতি।

মহাবৎ। আমি এখন আর সেনাপতি নই রাণা।

সাজাহান। তা বটে—তুমি ত এখন বন্ধের সুবাদার।

মহাবৎ। তাও নই। সম্রাজ্ঞীর অল্পগ্রহে আমি সে সম্মান হ'তেও
চ্যুত হয়েছি।

সাজাহান। সে কি ! তবে তুমি এখন কি ?

মহাবৎ । কিছু না—একজন পুৰাতন রাজপুত সৈনিক । ‘আমি বিধৰ্ম্মী হয়েছি বটে ।—হায সে কালিমা আর ধৌত কর্ণার উপায় নাই । কারণ শত তপশ্চাৰ্য্যও আর হিন্দু হ’তে পারি না ।—তবে এবার ইচ্ছা হয়েছে, যে একবার হিন্দুর হ’য়ে লড়বো, যেমন এতদিন মুসলমানের হ’য়ে লড়েছি ।

সাজাহান । কি মহাবৎ । ব্যাপারখানা কি ?

মহাবৎ । ব্যাপারখানা এই—যে সম্রাট এখন আর জাহাঙ্গীর নন ।—সম্রাট্ সুজাহান । বিনা দোষে তিনি আমায় সেনাপতিগদচ্যুত করে পরভেজের অধীনে বঙ্গদেশের স্ববাদের করে’ পাঠান ; আবার বিনা দোষে পঞ্জাবে বদলি করেন । আমি একবার সম্রাটের সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম, তার উত্তরে আমার ভ্রামাতার মন্তকমুণ্ডন করে’, গাধার পীঠে চড়িয়ে ফিরে পাঠান ! তার পরে আমি নিজের শিবিরদ্বারে গিয়েছিলাম, দূরীভূত হয়েছি ।—ব্যাপারখানা এই ।

সাজাহান । আশ্চর্য্য সাহস সেই নারীর ।

কর্ণ । তা আপনি হঠাৎ এখানে এলেন যে খাঁ সাহেব ।

মহাবৎ । আপনার অধীনে একটা চাকুরী খুঁজতে । আমি পুরাতন রাজপুত সৈনিক—ধন্যে ঘা’ই হই ।—মেবার আমার জন্মভূমি । আপনি মেবারের রাণা । আপনার অধীনে একটা সৈন্তাধ্যক্ষের গদ চাই । তার অবমাননা কর্ণ না ।

কর্ণ । আমি এই দণ্ডে আপনাকে আমার সমস্ত মেবার সৈন্তের অধিনায়ক করলাম ।

মহাবৎ । মেবারের রাণার জয় হোক । (পরে সাজাহানকে কহিলেন) সাহজাদা ! আমায় নেমকহারাম ভাব্বেন না । আমি মোগলের দাস হয়েছিলাম, বিধৰ্ম্মী হয়েছিলাম, স্বদেশের বিপক্ষে লড়ে-ছিলাম ;—কারণ সম্রাটের নিমক খেয়েছিলাম । তবে এখন আর আমি

তাঁর কিছু ধারি না। সম্রাট স্বহস্তে তে বন্ধন কেটে দিযেছেন। এতদিন একটা পিঞ্জরবদ্ধ ব্যাভ্রের ভাষা গর্জাচ্ছিলাম, আজ পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরিয়ে। একবার দেখাবো যে আগাকে এতদিন মোগলের পক্ষে ধ'বে বেরোচ্ছিল যে—না আমার ধর্ম, মোগলের শক্তি নয়।

সাজাহান। মহাবৎ খা। আমি তোমার এ ক্রোব বুঝতে পাচ্ছি। শিতা সমাজীব হ'লে বঙ্গমাত্র। সম্রাডা এক স্বেচ্ছাচারিণী নারী—যাঁর উচ্ছৃঙ্খল বাক্যে বাস করা কোন আত্মাভিমानी ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। আমি তাঁর উদগৃহে এসে বাণীর আতিথেয় বান্ধি। তুমি তাঁকে দমন ব'লে চাও, এমন বি ভূগি যদি এ স্বেচ্ছাচারী রাজত্বে নামিয়ে আবার হিন্দুর সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপন করতে চাও, তাতেও আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। চাও ত আমি সে উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্য করব।

মহাবৎ। সাহজাদা আপনি মহৎ।—বাণী। ছয়মাসের ভ্রম এটো সৈন্তের মতো ৫০০০ বাঙালী অশ্বাবোহীর নিযোজনের অবশ্য অধিকার আমি ভিক্ষা করি।

সাজাহান। এই পাঁচহাজার সৈনিক নিয়ে তুমি কি করবে মহাবৎ?

মহাবৎ। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবো। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।—বাণী। আমি আব কোন বেতন চাই না। এই আমার অগ্রিম বেতন। এই অস্ত্রগ্রহটুকু 'ভর' আপনাকে চরণে আজীবন বিক্রীত হ'য়ে থাকবে।

বর্ণ। আমার কোন আপত্তি নাই. মেবার-সেনাপতি।

মহাবৎ। বর্তমান সৈন্যদ্বয় কে?

বর্ণ। (বিজয় সিংহকে দেখাইয়া) ইনি। এঁর নাম বিজয় সিংহ।

মহাবৎ। বিজয় সিংহ। তুমি ৫০০০ বাঙালী অশ্বাবোহী নেছে নাও। এমন পাঁচ হাজার বেছে নেবে, যাঁরা জঘলভ না হবে' যুদ্ধক্ষেত্রে হ'তে যাবে নি, যাঁরা কম কথার জন্য, যাঁরা হাঁকিতে প্রাণ দিতে পারে।

বিজয়। যে আজ্ঞা সেনাপতি।

মহাবৎ। বাবা ঈজিতে প্রাণ দিতে পাবে বিজয় সিংহ।—বাণী।
এখন আমায় একটু বিশ্রামের অত্রমতি দিন। বড় ক্লান্ত হইবেছি।

কণ। বিজয় সিংহ। একে এখন বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও। সের
পরিচর্যা তুমি স্বয়ং পরিচালনা কর।—বাণী।

মহাবৎ। বাবা ঈজিতে প্রাণ দিতে পাবে। বুঝলে বিজয় সিংহ?—
বাণী। বাব প্রাণের চেহা আত্মমর্যাদা বড়, সে আত্মমর্যাদা থাকবেই
থাকবে। আদ্যাব—

৭২। দ্বাঃ : দ্বাঃ গোঃন। সঙ্গে সঙ্গে বিজয় সিংহ গোঃন

কণ। নাইজাদা।

সাজাহান। বাণী।

কর্ণ। বুঝতে পারছি যে হিন্দু জাতির গাতন হয়েছে কেন।

সাজাহান। কেন বাণী?

কর্ণ। যখন মনে হয় যে মহাবৎ খাঁর মত ধন্যভৌরু, কাম্যবাব ব্যক্তিকে
ওট কটক আটাবগত বৈষম্যের জন্ত আপনাব বলে' জাতিঃ মধ্যে আলিঙ্গন
কবে' নিতে পারি না তখন বুঝি কেন আমাদের অবঃপতন হয়েছে।
যেখানে জীবন, সেখানে সে বাতিরের জীবন টেনে নিচ্ছে কবে' নেয়।
আব যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হ'য়ে নিজেই গলে' থসে' পড়ে।
আমাদের এই মহাবৎকে আমবা ছেড়ে দিয়েছি—আব আপনাবা আপন
কবে নিয়েছেন।—তাই আপনাবা উঠছেন, আর আমবা পড়ছি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—সিঙ্কুনদ

একপারে হুরজাহান ও মোগল সৈন্ত অপরপারে রাজপুত সৈন্ত। মধ্যে
সেতু। সেতুর উপরে রাজপুত সৈন্ত। হস্তীর পৃষ্ঠে হুরজাহান
বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে আসফ

হুরজাহান। মহাবৎ খাঁ ৫০০০ মাত্র সৈন্ত নিয়ে এসেছে, আর
তোমরা সব ভয়ে বিহ্বল হয়েছো—সৈন্তাধ্যক্ষ কোথায় ?

আসফ। তিনি ওপারে।

হুরজাহান। মূর্খ। ওপারে কি কর্ছে—যখন সৈন্ত সব এপারে।
সৈন্তদের আজ্ঞা দাও, ওপারে গিয়ে রাজপুত সৈন্ত আক্রমণ করুক।

আসফ। সৈন্তাধ্যক্ষ ?

হুরজাহান। তোমায় সৈন্তাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলাম।

আসফ। সেতুপথ অগম্য। রাজপুত সৈন্ত তা অধিকার করেছে।

হুরজাহান। তা দেখেছি আসফ ! সেই রাজপুত সৈন্ত ভেদ করে’
যাও।

আসফ। তাতে বহু মোগল সৈন্ত বিনষ্ট হবে।

হুরজাহান। হোক।—যাও আক্রমণ কর।

আসফ প্রস্থান করিলেন

আশ্চর্য্য সাহস এই মহাবৎ খাঁর ! মোটে ৫০০০ সৈন্ত নিয়ে মোগল
সৈন্ত আক্রমণ কব! অসমসাহসিক বটে ! ও কি শব্দ ?

একজন সৈনিক শব্দবাস্তে প্রবেশ করিল ও কহিল—

“সম্রাজ্ঞী ! আমাদের সমস্ত রাজপুত সৈন্ত মহাবৎ খাঁর সঙ্গে বোগ
দিয়েছে।’

মুরজাহান । যোগ দিয়েছে ! সে কি !

সৈনিক । হাঁ জাঁহাপনা ! তারা যুদ্ধেব মধ্যে হঠাৎ “জয় মহাবৎ খাঁ” বলে’ চেঁচিয়ে উঠলো । পরে তারা সব মহাবৎ খাঁর সৈন্তের সঙ্গে মিশে গেল ।

সেতু-মধ্যভাগ ছলিয়া উঠিল

মুরজাহান । সম্রাট এখনও ওপারে ?

সৈনিক । হাঁ খোদাবন্দ ।

মুরজাহান । অগ্রসর হও—কি আসফ ?—

আসফ এবেশ করিয়া কহিলেন—

“সম্রাজ্ঞী ! রাজপুত্র সৈন্য মহাবৎ খাঁর সৈন্তের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ।”

মুরজাহান । তা শুনেছি । আর কিছু ?

আসফ । রাজপুত্র সৈন্য সেতুবন্ধ পুড়িয়ে দিয়েছে । ওপারে যাবাব আর উপায় নাই ।

মুরজাহান । সম্রাট ওপারে ?

আসফ ! হাঁ, তিনি ওপারে ।

মুরজাহান । সম্ভরণ দিবে নদী পার হও ! আক্রমণ কর ।

আসফ । সম্রাজ্ঞী—

মুরজাহান । আক্রমণ কর ।

আসফের প্রস্থান

সৈন্তগণ জলে ঝাঁপিয়া পড়িয়া সম্ভরণ দিতে লাগিল

মহাবৎ খাঁর সৈন্তগণ সেতু ছাড়িয়া এপারে আসিয়া সেই সৈন্তের উপর বন্দুক

চালাইতে লাগিল । মুরজাহান ওপার হইতে ইহা দেখিতেছিলেন ।

পরে মাহতকে কহিলেন—

“মাহত ! হস্তী চালাও । ওপারে চল ।”

মাহত । খোদাবন্দ—

মুরজাহান । চালাও ।

[পট পরিবর্তন]

দুশ্শাস্ত্র

স্থান—সিগুনদেব গ্রীষ্মে সম্রাটের শিবব। কাল—প্রভাত

দ্বারপার্শ্ব দুইজন প্রহরী দাঁড়াইয়া ছিল

প্রহরীদ্বয়। একি ? এ নবকি ?

১ম জন সোনক শস্যক্ষেত্রে নেইস্থানে গাঙ্গি ও জাঙ্গানা রিল—

“এই যে।—বাদসাহ কৈ ?”

১ম প্রহরী। কি হয়েছে ? বাহবে এত গোল কেন ?

১ম সৈনিক। বাদসাহ কোথায় ? শত্রু বল।

১ম প্রহরী। কি হয়েছে শুনি আগে।

২য় সৈনিক। বাজপুত সৈন্য শিবব আক্রমণ কবেছে।

১ম প্রহরী। সে কি। কোন্ বাজপুত সৈন্য ?

২য় প্রহরী। কত সৈন্য ?

১য় সৈনিক। পাঁচ হাজার। বাও বাদসাহকে খবর দাও এখনই।

২য় প্রহরী। আমি আমাদের সৈন্য ?

১ম সৈনিক। সব ওপাবে।

২য় প্রহরী। তাবা খবর পাষনি ?

২য় সৈনিক। পেমোচে—বাও। আগে বাদসাহকে খবর দাও।

সময় নেই।

১ম প্রহরী। আমি ডাবছি বাদসাহকে।

প্রহরী

২য় প্রহরী। আমাদের সৈন্য এপাবে কত ?

১ম সৈনিক। হাজারের বেশী হবে না।

২য় প্রহরী। তাবা কি হচ্ছে ?

১ম সৈনিক। ঠিক কর্ছে, মর্ছে। আমি কি কর্ছি। বাজপুত সৈন্য

ক্ষেপেছে। আর নিজে মহাবৎ খাঁ তাদের সেনাপতি। (নেপথ্যে বন্দুকের ধ্বনি) ঐ—ঐ।

২য় সৈনিক। ঐ এসে পড়লো।

যুদ্ধ করিতে করিতে মহাবৎ খাঁর সৈন্ত ও সম্রাট সৈন্ত প্রবেশ করিল।

মহাবৎ খাঁর সৈন্তের পশ্চাতে মহাবৎ খাঁ।

মহাবৎ। আর বধ কোরো না।—(সৈনিকগণ ক্ষান্ত হইলে মহাবৎ খাঁ কহিলেন)—মোগল সৈনিকগণ! অস্ত্র রাখো। নহিলে রুখা তোমাদের হত্যা কর্তে হবে। তোমাদের প্রাণ নিতে চাই না। আমি সম্রাটকে চাই। অস্ত্র রাখো—যদি বাচতে চাও।

সম্রাটসৈন্তগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল

মহাবৎ। এখন সম্রাটকে ডাক।

জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলেন

জাহাঙ্গীর। এ সব গোলমাল কিসের?—এ কি! মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। হাঁ জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। এর অর্থ কি মহাবৎ! ব্যাপার কি! এ বেশে! এ ভাবে!

মহাবৎ। নহিলে, দেখ্‌লাম, সম্রাটের দর্শন পাওয়া অসম্ভব। মাফ কর্‌কেন জাঁহাপনা যে, এ উপায় অবলম্বন কর্তে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু সম্রাট্‌জী যখন বলে' পাঠালেন, যে মহাবৎ খাঁ সম্রাটের দর্শন পাবে না; মহাবৎ খাঁ প্রতিজ্ঞা করলে যে সে দেখা কর্‌কৈই। আমি জানি জাঁহাপনা, যে অহুন্নয়ের চেয়ে যুক্তির, জোর বেশী; কিন্তু কামানের ধ্বনির কাছে কেহই লাগে না।

জাহাঙ্গীর। আমার সৈন্ত?

মহাবৎ । সব ওপারে । তারা আর এপারে আসছে না জাঁহাপনা ।
তার আশা করেন না । আমি সেতুবন্ধ পুড়িয়ে দিয়েছি ।

জাহাঙ্গীর । ও !—বুঝেছি । মহাবৎ ! তোমার এই ঔদ্ধত্য মার্জনা
কব্লাম তোমার নৈহদের বিদায় দাও ।—নিশ্চয় যে ?

মহাবৎ । জাঁহাপনা । এরা আমার জীবনরক্ষার জন্য সমুচিত জামিন
না নিয়ে যেতে চায় না ।

জাহাঙ্গীর । তোমার অভিপ্রায় কি ?

মহাবৎ । আমার অভিপ্রায় জাঁহাপনার ধারণা করিয়ে দেওয়া—যে
মহাবৎ ণা ঠিক জাঁহাপনার পোষা কুকুরটি নয়, যে আপনি “তু” করে’
ডাকবেন, আর সে লেজ নাড়তে নাড়তে আসবে ; আর আপনি “ছেই”
ক’বে পদাঘাত করবেন—আর সে লেজ গুটিয়ে পালাবে ।

জাহাঙ্গীর । (ক্রকুঙ্কিত করিয়া) মহাবৎ ! আমি তোমার প্রাত
অগ্নায় করেছি বটে ।—কি জামিন চাও বল ।

মহাবৎ । কিছু না । জাঁহাপনা, মৃগয়ায় যাবার সময় হয়েছে ।
চলুন । পরে বিবেচনা করা যাবে ।

জাহাঙ্গীর । মৃগয়ায় ?

মহাবৎ । হা জাঁহাপনা, মৃগয়ায় ।

জাহাঙ্গীর । এখানে ত আমার মৃগয়ার অশ্ব নাই ।

মহাবৎ । আমি দিচ্ছি ।—বিজয় সিংহ ! আমার সর্বোৎকৃষ্ট অশ্ব
জাঁহাপনার জন্য নিয়ে এসো । দেখো সে অশ্ব যেন ভারত-সম্রাটের
উপযুক্ত হয় । আর তুমি স্বয়ং সসৈন্তে এর পার্শ্বরক্ষক রৈবে । যাও ।

বিজয়সিংহ চলিয়া গেলেন

মহাবৎ । আহ্নন জাঁহাপনা ।

জাহাঙ্গীর । (ক্রকুঙ্কিত করিয়া)—বুঝেছি । তুমি আমাকেই
জামিনস্বরূপ রাখতে দাও ।—আমি তবে তোমার বন্দী ?

মহাবৎ। ঠিক বন্দী নন জাঁহাপনা। তবে আমি আপাততঃ জাঁহাপনার সুনামরক্ষার ভার নিলাম। জাঁহাপনা! আপনি ভারত-সম্রাট! আপনি মহাত্মা আকবরের পুত্র! কিন্তু আপনার শাসন দাঁড়িয়েছে এক মাতালের মাতলামি, এক উম্মাদের প্রলাপ, এক উচ্ছৃঙ্খলের স্বেচ্ছাচার! কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন? কি স্বপ্নে আপনি এক অতি পুরাতন সভ্যজাতিকে শাসন কর্তে বসেছেন—যদি সে স্রাব্যের শাসন না হয়? হিন্দু এ সাম্রাজ্য হারিয়েছে, কারণ তার আশাভরসা এখানে নয় (উর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইয়া) ঐখানে। সে হুকাল হারিয়েছে, পরকালের বিষয়ে বড় অধিক ভেবে। তবু জানবেন সম্রাট—হে, যদি এ শাসন অস্রাব্যের শাসন হয়, যদি এ শাসন একটু বিরাট অত্যাচার মাত্র হয়, যদি হিন্দুর এই অসীম ঐদাসীত্বকেও ক্ষেপিয়ে তোলেন, ত নিমিয়ে মোগল সাম্রাজ্য প্রভাতের কুজ্জটিকার মত বিলীন হ'য়ে যাবে।—আসুন সম্রাট!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সম্রাটের অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন

লয়লা ও শারিয়ার কথোপকথন করিতেছিলেন

শারিয়ার। শুনেছো লয়লা? পিতার সংবাদ শুনেছো?

লয়লা। না—শুন্বার প্রবৃত্তি নাই।

শারিয়ার। তিনি মহাবৎ খাঁর হাতে বন্দী। আর তোমার মা—

লয়লা। আমার মা?

শারিয়ার। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে সিঙ্কনদ পার হ'তে গিয়েছিলেন। তার পরে তাঁর ফিরে যেতে হয়েছিল।

লয়লা। তাব পবে ?

শারিয়্যার। তার পবে তিনিও মহাবৎ খাঁর বন্দী। তিনি আর আসফ নানা জাগ্রগায় মহাবৎ খাঁর সৈন্তের কাছে পরাজিত হ'য়ে শেষে মহাবৎ খাঁর বশ্বতা স্বীকার করেছেন।

লয়লা। কেয়াবাত ! পাপের শাস্তি শুরু হয়েছে। ঈশ্বর আছেন।

শারিয়্যার। লয়লা। তোমার আচরণ আমার কাছে একটু—

লয়লা। অদ্ভুত থেকে। না ?—ঐ জগুই ত তোমায় এত ভালোবাসি।

শারিয়্যার। তোমার চরিত্র আমার কাছে অদ্ভুত থেকে বলে' ?

লয়লা। না। তোমায় ভালোবাসি কারণ তুমি নেহাইৎ গোবেচারী।

শারিয়্যার। তোমায আমি এতদিনে বুঝতে পারলাম না !

লয়লা। পারি না।—প্রিয়তম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমি ছাড়া আর সবাককে কি বুঝতে পেরেছো ? তোমার ভাইকে, তোমাব বাপকে, ঠিক বুঝেছো ?

শারিয়্যার। তা বুঝেছি বোধ হয়।

লয়লা। বুঝেছো। সোনার চাঁদ আমাব।—না, প্রিয়তম। আজ পর্যায় কেউ কাউকে বুঝতে পারে নি। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অন্তঃ পানিকটা অন্তঃব কাছে চিরাককার। ঈশ্বর দয়াময়, তাই এ বিধান করেছেন বোধ হয়। যদি একদিন পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের অন্তঃজগৎ হঠাৎ উন্মোচিত হ'য়ে যায়, ত পৃথিবীটা কি বিভৎস দেখায়।—ঈশ্বর ! এ ছাড়া তোমার জগতে কি আর একটা নরক আছে ?

শারিয়্যার। কিছু বুঝতে পারলাম না।

লয়লা। বুঝতে চেষ্টাও করো না। কিছুই যে বুঝতে পারো না—ঐটুকুই তোমার চরিত্রের মাধুর্য। সেটুকু হারিও না। তা যদি হারাও ত তোমাব মধ্যে ভালোবাসবার আর কিছু থাকবে না।

পারিয়ার। এত দিনে বুঝলাম না, যে লয়লা আমার ভালোবাসে কি অবজ্ঞা কবে। কিন্তু তার এ রকম ব্যবহার আমি সহ্য করব না। আমি এবার তাকে সোজা বল্‌বো যে, এ রকম ব্যবহার আমি ভালোবাসি না।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—সম্রাট-শিবির। কাল—প্রভাত

মহাবৎ খাঁ একাকী শিবির মধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন

“না তাঁর মরাই ঠিক। এই সম্রাজ্ঞীই সম্রাট পবিত্রারে বিচ্ছেদ বিগ্রহ
'ঐশ্বর্য এনেছেন; সাম্রাজ্যে বিলাস, অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা এনেছেন;
পৃথিবীতে একটা অসহনীয় স্পর্শ, স্বেচ্ছাচার, পাপ এনেছেন।—তাঁকে
মত্তে হবে। রাজপরিবারের মঙ্গলের জন্ত, সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্ত,
নানবজ্রাতির মঙ্গলেব জন্ত, তাঁর মরাই ঠিক। আব সে আজই, যত
শীঘ্র হয়।—এই যে সম্রাট।”

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ। মহাবৎ নতশিরে সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন

জাহাঙ্গীর। তোমার কি অভিপ্রায় মহাবৎ?

মহাবৎ। একবার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।—বসুন জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। (বসিয়া) উত্তম। বল তোমার অভিপ্রায়।

মহাবৎ। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন)—জাঁহাপনা!
আমাব নিবেদন ব্যক্ত করবার আগে একটা কথা জানানো দরকার
বিবেচনা করি। সম্রাট যেন মনে না করেন যে আমি জাঁহাপনাকে
নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে কোন রকম হুকুম চালাচ্ছি। তবে আমার
এক অভিযোগ আছে। আমি সমদর্শী বিচার চাহি যাত্র।

জাহাঙ্গীর। কার বিপক্ষে তোমার অভিযোগ মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। (আবার ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন)—আমি যার

বিপক্ষে আজ অভিযোগ করছি জাঁহাপনা তাঁর রূপ, তাঁর পদবী, তাঁর অস্ত্র গুণ সব ভুলে যাবেন আশা করি। শুদ্ধ তিনি দোষী কি না, এই বিচার কর্কেন। তার পরে যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁর যোগ্য দণ্ড দিবেন—এই মাত্র প্রার্থনা করি।

জাহাঙ্গীর। উত্তম। কার বিপক্ষে তোমার অভিযোগ ?

মহাবৎ। ভাবত-সম্রাজ্ঞী মুরজাহানের বিপক্ষে।

জাহাঙ্গীর। তা পূর্বেই বুঝেছিলাম। বল কি অভিযোগ।

মহাবৎ। প্রথম অভিযোগ এই যে, তিনি বন্দর-রাজকে দিয়ে দ্বরাজ বসরূপ হত্যা করান, আব তাতেই পূজা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর। অভাগা পুত্র বসরু !

মহাবৎ। দ্বিতীয় অভিযোগ এই, তিনি নিজের কোন গৃহ অভিসন্ধি সাধনের জন্ত সে হত্যার দোষ কুমার সাজাহানের স্বন্ধে চাপিয়ে তাঁকে বিদ্রোহে উত্তেজিত কবেছিলেন ! আর—

জাহাঙ্গীর। আব ?

মহাবৎ। তৃতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি জাঁহাপনার গুল্ল নামে কলঙ্ক এনেছেন এবং জাঁহাপনাব নাম ব্যবহার করেছেন—নিজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির আবরণ স্বরূপ। এই তিন অভিযোগের মধ্যে যদি কোনটি সম্রাট অমূলক বিবেচনা কবেন, ত সম্রাজ্ঞী মুক্তি পান।

জাহাঙ্গীর। আব যদি তিনি অপরাধী হন ?

মহাবৎ। দণ্ড দি'ন।

জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন

তবে অভিযোগ সত্য ?

জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন

এ অপরাধের যোগ্য দণ্ড এক মৃত্যু !

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ থা ! শোন—

মহাবৎ । জাহা বিচার কর্বেন ।—দোহাই ধন্য !

জাহাঙ্গীর নীবব রহিলেন

জাহাপনাব বিচারে সম্রাজ্ঞীর ঐ যোগ্য দণ্ড কি না ?

জাহাঙ্গীর । হাঁ তাঁব যোগ্য দণ্ড মৃত্যু ।

মহাবৎ । তবে সম্রাজ্ঞীর প্রতি এই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দস্তখৎ করুন ।

কাগজ ও লেখনী তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন

জাহাঙ্গীর । তথাপি—

মহাবৎ । সম্রাট বিচার কবেছেন । দণ্ড দি'ন !—দস্তখৎ করুন ।

জাহাঙ্গীর নীরবে দস্তখৎ করিলেন

বিজয়সিংহ—

বিজয়সিংহর প্রবেশ

বাও, এই আজ্ঞা সম্রাজ্ঞীর শিবিরে নিষে গিয়ে সম্রাজ্ঞীকে দাও ! তাব
পূর্ব তুমি স্বয়ং এই আজ্ঞা পালন কব । আর দ্বিতীয়বার আজ্ঞার
প্রত্যয় নাই ।

বিজয়সিংহ দণ্ডাজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেলেন

এত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিচার ।—জাহাপনা যতদিন স্বয়ং শাসন
কবেছিলেন, তাঁর বিপক্ষে শত্রুরও কিছু বলবার ছিল না । কারণ
সেই জায়ের শাসন ছিল ! তাবপবে এই সম্রাজ্ঞীর প্রভাব সম্রাটের
যত যশকে রাহুর মত গ্রাস কব্লে । বান্দাব কাজ সেই যশকে সেই
সম্রাট মুক্ত করা । আমরা আমাদের সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ফিবে চাই ! তাব
সম্রাট আমার কাজ শেষ ।

বিজয়সিংহ পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

‘সম্রাজ্ঞী মৃত্যুর পূর্বে একবার সম্রাটের সাক্ষাৎ ভিক্ষা করেন ।’

জাহাঙ্গীর মহাবৎ খাঁর মুখের দিকে চাহিলেন

মহাবৎ । মাফাৎ ! কিসের ভুল ?—জিজ্ঞাসা কবে' এসো ।

বিজয়সিংহ চলিয়া গেলেন

জাহাঙ্গীর নীরবে ভুলে চাহিয়া রহিলেন

জানি না, সম্রাজ্ঞী মুরজাহান কি মস্তবলে জাঁহাপনার মত আশপরাশন্যতাকে
গ্রাস কবে' বেখেছিলেন । কিন্তু সে মোহ, সে মেঘ যখন সবে' গাবে,
তখন জাঁহাপনাই আমাষ ধন্যবাদ দিবেন, জানি !

কণপরে বিজয়সিংহ পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিলেন—

“সম্রাজ্ঞী বল্লেন যে, স্ত্রী মৃত্যুর আগে একবার স্বামীর দর্শন ভিক্ষা করে ।”

মহাবৎ । আচ্ছা তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো ।

বিজয়সিংহ চলিয়া গেলেন । মহাবৎ আবার জাহাঙ্গীরকে গদ্যোদন করিয়া কহিলেন—

“সাবধান জাঁহাপনা !—সম্রাজ্ঞীর মস্তমুগ্ধ হবেন না । নিজেব প্রবৃত্তি
উপর রশ্মি টেনে রাখবেন । মনে রাখবেন, আপনি সেই সম্রাট
জাহাঙ্গীর ।”

বিজয়সিংহের সহিত মুরজাহানের প্রবেশ ও অভিবাদন

মুরজাহান । এ দস্তখৎ জাঁহাপনার ?

জাহাঙ্গীর নীরবে রাহলেন

মুরজাহান । তবে এ জাল নয় ? সত্যি এ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর ?—
আমি তাই জান্তে চেয়েছিলাম । আমার অবিশ্বাস হইবেছিল ! এখন
দেখ্ছি যে এ সত্য ! ‘আব আমাব কিছু বক্তব্য নাই । এ মরণে আমার
কোন ক্ষোভ নাই জাঁহাপনা ! আমি মর্জি—আমাব প্রিয়তমের হাতে ।
সে মৃত্যুও আমার প্রিয় । আমি সেই মৃত্যুকে আমার জাহাঙ্গীরের দান
বলে' আদিশ্রম কর্ব । তবে মর্বার আগে একবার আমাব প্রিয়তমের
হাতখানি চুষন করে' বাই, যে হাতখানি আমার মৃত্যুর আঞ্জা দস্তখৎ
কবেছে । প্রিয়তম ।—

বলিয়া জাহাঙ্গীরের হস্তখানি চুষন করসেন

জাহাঙ্গীর। হুরজাহান!—এ দস্তখৎ আমার নয়।

হুরজাহান। এ দস্তখৎ জাহাপনার নয়?

জাহাঙ্গীর। হুরজাহান, তোমার শত অপরাধ! তবে সে শত অপরাধও আমার কাছে কিছু নয়। আমার প্রাণাধিক পুত্রোবহত্যা, সম্রাজ্ঞী রেবার মৃত্যুও যখন নির্দোষ হয়ে সহ্য করেছে, তখন বুঝতে পারো হুরজাহান, যে এ দস্তখৎ আমার নয়। আমার হাত দস্তখৎ করেছে বটে, কিন্তু দস্তখৎ মহাবৎ খাঁর।

হুরজাহান। (মহাবৎ খাঁর পানে চাহিয়া) বুঝেছি। আর আমার কিছু বদ্বাব নাই। মহাবৎ খাঁ, তুমি জিতেছো।—যখন তুমি জাহাঙ্গীরের হাত দিয়ে হুরজাহানের মৃত্যুর আজ্ঞা দস্তখৎ করিয়ে নিয়েছো—যা পৃথিবীতে কেউ পার্ভ না—তখন আমার সম্পূর্ণ হার। (মহাবৎ খাঁর দিকে দ্রোণ নতশির হইলেন) তবে মনে রেখো মহাবৎ খাঁ, এ জয়ে তোমার গৌরব নাই।—আমি দুর্বল নারী মাত্র। তুমি বীর, তুমি পুরুষ! আর আমি যাই হই, নারী মাত্র। এ জয়ে তোমার পৌরুষ নাই। আমি অবনতশিরে আমার পরাজয় স্বীকার করি। (জাহাঙ্গীরকে)—তবে যাই নাথ! এই জীবনের রাজ্য হ'তে মরণের দেশে; এই আলোকের লোক হ'তে অন্ধকারের গহবরে; এই উৎসবের মন্দির হ'তে নিস্তব্ধতার জগতে! নিদায় দিন প্রাণেশ্বর!”

জাহ্নু পাতিলেন

জাহাঙ্গীর। (উঠিয়া হুরজাহানকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়া) হুরজাহান, আমার জীবনের আলোক! আমার হৃদয়ের অধীশ্বর! আমার ইহজগতের সর্বস্ব!

হুরজাহান। প্রিয়তমের প্রেমের আলোক আমার মৃত্যুর পথ আলোকিত করুক!—প্রাণেশ্বর! মর্তে ভ্রম করি না। কিন্তু সত্য কথা, মর্তে আমার ইচ্ছা ছিল না। কে মর্তে চায়? যে চিররুগ্ন, যে চিরনির্দোষ-

সিত ; যার সংসারে কেউ নাই বা সব গিয়েছে ; যাকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে, ঈশ্বর অভিশাপ দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ;—সেও মর্তে চায় না । (কল্পিত স্বরে) আমার ত সব ছিল—অনুগম রূপ, অতুল ঐশ্বর্য, দেবতার মত স্বামী ! আমার সব ছিল ।) (কল্পিত স্বরে) আমার এখনও বেঁচে আশ মিটেনি, ভোগ ক’রে আশ মিটেনি, ভালোবেসে আশ মিটেনি ! (নাথ ! প্রিয়তম ! জীবিতেশ্বর !”

জাহাঙ্গীরের বক্ষে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন

জাহাঙ্গীর । (গদগদস্বরে) মহাবৎ !

মহাবৎ । সম্রাট !

জাহাঙ্গীর । এক অনুরোধ !—

মহাবৎ । আজ্ঞা করুন সম্রাট ! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ভারত-সম্রাটের যে কোন আজ্ঞা তাঁহার ভক্ত প্রজা মহাবৎ খাঁ অবনত শিরে পালন করবে ।

জাহাঙ্গীর । মহাবৎ খাঁ ! তোমার কাছে আমি হুরজাহানের প্রাণ-ভিক্ষা চাই—দেখ সে কাঁদছে !

মহাবৎ । তাই হোক সম্রাট !—সাম্রাজ্ঞী, আপনি মুক্ত !—সাম্রাজ্ঞী হুরজাহান ! আপনার অমানুষী মনীষা, অসাধারণ রূপ, বিশ্ববিজয়িনী শক্তি যা এত দিনে সাধন কর্তে পারে নি, আজ এক মুহূর্তে আপনার অশ্রুজল তাই সাধন করলে ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কাবুল সন্নিহিত সম্রাট শিবির । কাল—প্রভাত

জাহাঙ্গীর ও হুরজাহান দাঁড়াইয়াছিলেন

হুরজাহান ! জাঁহাপনা ! মহাবৎ খাঁর প্রভুত্ব দেখছি বেশ বাড়
পেতে নিবেছেন !

জাহাঙ্গীর ! হুরজাহান ! নিজের অবস্থা মনে রেখো ! এই মহাবৎ
খাঁর হাতে আমরা এখন বন্দী । আর খাঁর কাছে আমায় করবোড়ে
তোমার জীবন ভিক্ষা চাইতে হয়েছে, তাঁর বিপক্ষে আর আমাদের
অভিযোগ করা শোভা পায় না ।

হুরজাহান ! আমি অভিযোগ করছি না জনাব ! আমি বলছিলাম
যে, জাঁহাপনা খুব শীঘ্র পোষ মানেন ।

জাহাঙ্গীর ! সে তিক্ত সত্য তোমার চেয়ে আমি নিজে বেশী জানি !
—নহিলে আজ আমার এ দশা হোত না ।

হুরজাহান । না ।

জাহাঙ্গীর । সে বা'ই হোক !—আমি মহাবৎ খাঁর শাসনের কোন
ক্রটি দেখি না । তিনি আমাদের কোন কার্যে বাধা দেন না ।

হুরজাহান । কিছু না ।

জাহাঙ্গীর । কেন হুরজাহান ! আমরা কান্দীয়ে যেতে চেয়েছিলাম
—গিয়েছিলাম । কাবুলে আসতে চেয়েছিলাম—এসেছি । মহাবৎ খাঁ
হত্যার মত আমাদের অহসরণ করছেন ।

মুরজাহান । ভৃত্যের মতই বটে !

জাহাঙ্গীর । তিনি প্রত্যহ প্রভাতে এসে অবনতশিরে আমাদের সম্মুখে আর তোমাকে সম্রাজ্ঞী বলে অভিবাদন করেন ।

মুরজাহান । কি সুখেই আছেন জাহাপনা !

জাহাঙ্গীর । সুখেই থাকি—আর দুঃখেই থাকি—এর উপায় নাই ।

মুরজাহান । না ।

জাহাঙ্গীর । কি ভাবছো ?

মুরজাহান । ভাবছি, উপায় আছে কি না ।

জাহাঙ্গীর । মুরজাহান !—কেন দুঃখ কল্পনা করে' দুঃখ পাও ?—
শাসনের ভার গুরুভার !—গিয়েছে, গিয়েছে ! আমি বলেছিলাম না ?
সাম্রাজ্য উচ্ছন্ন বেতে বসেছে—যাক, আমি ক্ষুব্ধ নই ।

মুরজাহান নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন

জাহাঙ্গীর । সাম্রাজ্য বে চায়, শাসন করুক । এসো আমরা সম্ভোগ করি ! তাতে ত কেউ বাধা দিচ্ছে না ।

মুরজাহান । দিচ্ছে না যে, তার অন্তঃকরণ । কিন্তু জাহাপনা—
অন্তঃকরণ শব্দের মেঘের মত বড়ই খামখেয়ালী ! সে বর্ষণের চেয়ে গর্জ্জন
অধিক করে ।

জাহাঙ্গীর । কিন্তু যখন উপায় নাই, তখন সে বিষয় ভেবে কি হবে
মুরজাহান ?

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া কহিল—

“খোদাবন্দ ! সেনাপতি একবার সাক্ষাৎ চান !”

জাহাঙ্গীর প্রস্থান করিলেন

মুরজাহান বহিঃস্থ জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন । জাহাঙ্গীর দৃষ্টিপথের

অর্ধাৎ হইলে দৌবারিক কহিল—

“এখন আর উপায় কি! কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মেষ করে’
আনছে! পথ খুঁজে পাই না।—হুজ্জাহান! আর কেন? ফেরো!
এখনও ফেরো!—না, আর ফির্ন্তে পাবি না। পর্বতের এমন জায়গায়
এসেছি যে, ওঠার চেয়ে নাগা ভগাবা। চল, চল, অগ্রসর হও
হুজ্জাহান। এখনও শিখবে উঠতে পাবো। শতরঞ্চ খেলায় দাবা
জারিয়েছো; তবু জিততে পারো। খেলে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জ্ঞান—কাবুলের বাগান। কাল—গোধূলি

মহাবৎ গাঁ রাস্তার ধারে দাঁড়াইশা দূরে চাতিয়াউলেন

মহাবৎ। শেষে একটা সাম্রাজ্যের ভাণ্ডার আমার হাতে এসে পড়লো।—
এ ত আমি চাই নাই। এ ঐশ্বর্য্য আজ আমার একটা শৃঙ্খলের মত বেঁধে
বেখেছে; সংকীর্ণ কক্ষের পাষণপ্রাচীরের মত যেন সে আমার নিখাস
বন্ধ কর্ছে; ঘণিত সরীসৃপের মত যেন সে আমার গা বেয়ে উঠছে।
তথাপি তাকে ছাড়বার উপায় নাই। কি গুরুভার! তথাপি তাকে
বৈতে হবে। নিতে বসেছিলাম—প্রতিহিংসা নিয়েছি। কিন্তু এখন
একটা মহৎ কর্তব্যের ভার আমার উপর এসে পড়লো। পথে যেতে এই
অনাথ সাম্রাজ্যকে কুড়িয়ে পেয়েছি! একে লালন কর্তে হবে। রাক্ষসীর
গ্রাস থেকে তাকে বন্ধা কর্তে হবে। ঐ হৃদয় অস্ত গেল। আমিও
শিবিরে বাই।

প্রস্থানোত্তত

এমন সময়ে কয়েকজন দস্যু প্রবেশ করিয়া তাহার গাঁঠ রোধ করিল

মহাবৎ। কে তোমরা!

১ম দস্যু। আমরা কাবুলী।

মহাবৎ । কি চাও ?

২য় দম্ভা । ঐ মাথাটা ।

এই বগিয়াই দম্ভাগণ মহাবৎকে আক্রমণ করিল । মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ করিতে করিতে পিছাইয়া গাউতে গাছিলেন । এমন সময় কতিপয় সৈনিকসহ বিজয়সিংহ প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভূপতিত হইলেন । মহাবৎ অবসর পাইয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন । দম্ভাগণ পলায়ন করিল ।

বিজয় । সেনাপতি—সেনাপতি—

মহাবৎ । কি বিজয়সিংহ—

বিজয় । আমি সাংঘাতিক আহত । আমার মৃত্যু সন্নিকট ।

মহাবৎ । কি বিজয়সিংহ । তাবা তোমাষ বধ কবেছে ?

বিজয় । তা' ককক, স্ততি নাই ! যখন প্রভুর জীবন বক্ষা কর্তে গেবেছি ।—তবে—মর্ষাব আগে—এক কথা বলে যাই—প্রভুব—জীবন—নেবার—জন্ত—একটা—চক্রান্ত—আব—বলতে—পাচ্ছি না—সাব—

মৃত্যু

মহাবৎ । (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) এব প্রতিশোধ নেবো ।—কিন্তু এ সব কি ! কাবুলীরা আমাকে এক্ষণ আক্রমণ কবে কেন ! কোনই কাবণ বুঝতে পাচ্ছি না । আমি ত এদেব কোনই অনিষ্ট কবিনি ।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

মহাবৎ । কি সৈনিক ?

সৈনিক । প্রভু, আপনি সত্রাট্টিনিবিলে যে পাহারা বেখে দিযেছিলেন, তার মধ্যে ৫০০ সৈন্য কাবুলীবা এসে বধ কবেছে ।

মহাবৎ । কি, এতদূব আশ্পর্দা এই বর্ষব জাতির ! উলম ।—বাম সিং ! আমার সৈন্যদেব আজ্ঞা দাও যে, এই নগবেব সব কাবুলীদের হত্যা করে । আব এই মুহূর্তেই হত্যার ক্রিয়া আরম্ভ হোক ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সম্রাটশিবির। কাল—রাত্রি

মুরজাহান একাকিনী

মুরজাহান। আমরা সব সংসারেব খেলার পুত্তলী! সে এই মুহূর্তে কাউকে অত্যাধর কবে' কোলে তুলে নেয়, আবার পবমুহূর্তেই তাকে অবহেলায় ভূতলে নিক্ষেপ কবে। আব সংসার আমাদেব হান্ত-ক্রন্দনেব প্রতি তেমনিই বধির, যেমন শিশু তার পুত্তলীব আনন্দ অভিমান বুঝতে পারে না, অথচ পুত্তলীটিকে কোলে ক'বে নিলে কি সে সত্যই হাসে না? আর তাকে গৃহকোণে ফেলে দিলে কি সে সত্যই অভিমান করে না?—কি'বা মাতৃস্নেহ স্নেহ-দুঃখ দৈবের গ্রাহ্যই নয়। তাঁর সৃষ্টির মহা উদ্দেশ্যের মধ্যে এদের স্থান নাই। তাঁর বিরাট কারখানায় মাতৃস্নেহ স্নেহ-দুঃখ তাব উৎকৃষ্ট স্মৃতি ও ধূমধামের মত।—সে দিকে তাঁর লক্ষ্য নাই। কালের নেমি বিশ্বঘটনাবলী দলিত ক'রে ছুটেছে—বিশ্বেব বেদনার দিকে তার দ্রক্ষেপ নাই।

জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলেন

জাহাঙ্গীর। কি কোলাহল!—একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল শুন্‌ছো না মুরজাহান?

মুরজাহান। হাঁ, শুন্‌ছি! জানেন জনাব, ও কিসের কোলাহল?

জাহাঙ্গীর। কিসের?

মুরজাহান। ও মৃত্যুব আভিনাদ। মহাবৎ খাঁর আজ্য কাবুলীদের হত্যা হচ্ছে।

জাহাঙ্গীর। কাবুলীদের হত্যা! কেন?

মুরজাহান। 'কেন'? শুন্‌বেন 'কেন'? আফগানের নেশা ছুটেছে কি!

জাহাঙ্গীর। শুনি—কেন? এর কারণ?

মুরজাহান। এর কারণ জন কয়েক কাবুলী মহাবৎ খাঁকে আজ সন্ধ্যায় পথে আক্রমণ করেছিল। আর আমাদের প্রহরীসৈন্তের প্রায় ৫০০ সৈনিককে বধ করেছে।—এই কারণ! বর্ণা কিছু নয়!

জাহাঙ্গীর। কাবুলীরা মহাবৎ খাঁকে আক্রমণ করেছিল কেন? আর প্রহরী সৈন্যকেই বা বধ করেছে কেন?

মুরজাহান। গ্রহ! তাবা ত জান্ত না যে, মহাবৎ খাঁই সম্রাট! তাঁ'রা ভেবেছিল যে, মহাবৎ সেনাপতি।

জাহাঙ্গীর। কিন্তু সেনাপতিকেই বা আক্রমণ করে কেন?

মুরজাহান। জনাব! অনেকখানিই বুঝেছেন দেখছি। তবে আরও একটু বুঝুন! আমি কাবুলীদের উত্তেজিত কবেছিলাম—মহাবৎ খাঁকে বধ করো।

জাহাঙ্গীর। তুমি!!!

মুরজাহান। হাঁ আমি। জাঁগাপনা—যে আকাশ থেকে পড়লেন।
—আমি।

জাহাঙ্গীর। তুমি মহাবৎ খাঁকে হত্যা করতে আজ্ঞা দিয়েছিলে সম্রাজ্ঞী—যে মহাবৎ খাঁ তোমার স্মারক ভিক্ষা দিয়েছিলেন!

মুরজাহান। ভিক্ষা আমি চাই নাই জনাব।

জাহাঙ্গীর। না। আমি চেয়েছিলাম বটে। চাওয়া অন্যায় হয়েছিল। তোমার মর্যাদা শ্রেয়ঃ ছিল।

মুরজাহান। তা হ'লে সম্রাটের অনুতাপ হয়েছে?

মহাবৎ খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

জাহাঙ্গীর। এই যে মহাবৎ খাঁ! এ সব কি? এত কোলাহল যে?

মহাবৎ। আমি কাবুলীদের হত্যা কর্তার আজ্ঞা দিয়েছি। তাদের হত্যা হচ্ছে?

জাহাঙ্গীর। হত্যার আজ্ঞা দিয়েছো কেন মহাবৎ খাঁ ?

মহাবৎ। আমার অপরাধ নাই জাঁগাপনা! আমি এদের কোন
অনিষ্ট করি নাই, তথাপি এরা—

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। জাঁগাপনা! গুটিকতক কাদলী ওমরাও সম্রাটের
সাক্ষাৎ চান।

মহাবৎ। নিয়ে এসো।

দৌবারিকের প্রস্থান

জাঁগাপনা! এরা আমার হত্যা করবার জন্য গুপ্তা লাগিয়েছিল।
এরা আপনার ৫০০ নিবীহ রাজপুত দৈত্য বধ করেছে।—আমি
শাস্তিবিধান করেছি।

ওমরাওগণের প্রবেশ

ওমরাওগণ। ভারত-সম্রাট ও ভারত-সম্রাজ্ঞীর জয় হোক।

জাহাঙ্গীর। মহাশয়গণ! এখানে কি অভিপ্রায়ে?

১ম ওমরাও। ভারত-সম্রাট! এই পুরবাসীদের হত্যা নিবারণ
করুন।

সম্রাটের নিকট নতজানু হইলেন। সম্রাট মহাবৎ খাঁর প্রতি চাহিলেন

মুরজাহান। সম্রাট ইনি নহেন। সম্রাট ঐ—

এই বলিয়া মহাবৎ খাঁকে দেখাইলেন

ওমরাওগণ স্তম্ভিতভাবে মহাবৎ খাঁর দিকে চাহিয়া পুনরায় জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিলেন

জাহাঙ্গীর। সত্য কথা ওমরাওগণ! এই সেনাপতির উপর অত্যা-
চার হয়েছে। তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করুন। এ বিষয়ে আমার কোন
অধিকার নাই।

১ম ওমরাও। সেনাপতি! তবে আপনি এই পুরবাসীদের রক্ষা করুন।

মহাবৎ। মহাশয়গণ! এ উত্তম! আমায় হত্যা করবার আয়োজন ক'রে নিফল হ'য়ে—এখন আমার রূপা ভিক্ষা কর্তে এসেছেন। আমাব এই ৫০০ রাঙ্গপুত আপনার কি অনিষ্ট করেছিল জনাব!

১ম ওমরাও। আমরা এর কিছুই জানি না।

মহাবৎ। আপনারা এর কিছুই জানেন না?

২য় ওমরাও। সতাই কিছুই জানি না। আমাদের বিশ্বাস কখন।

মহাবৎ। বিশ্বাস করতে পারলাম না।

৩য় ওমরাও। ঐ শুভন আর্তনাদ, ঐ দেখুন, ঐ নগরের কোণে প্রদীপ্ত ধুমরাশি উঠছে। আপনার সৈন্তেরা আমাদের ঘরে আগুন লাগাচ্ছে।

মহাবৎ। উচিত কাণ্ড কর্ছে।

৪র্থ ওমরাও। মনে করুন—যাদের হত্যা হচ্ছে, তাদের মধ্যে কত নিরীহ মহিলা, কত ধর্মব্রত বৃদ্ধ, কত অসহায় শিশু আছে! তারা ত কোন অপরাধ করে নি।

মহাবৎ। করুক না করুক কিছু যায় আসে না। আপনারা ফিরে যান। যাক্সা নিফল।

ওমরাওগণ জাহাঙ্গীরের নিকট নতজানু হইয়া কহিলেন—

“জাঁহাপনা!”

জাহাঙ্গীর নিজের মুখ ঢাকিলেন। কয়েকজন কাবুলী রমণী ত্রস্তভাবে উদ্ধ্বাসে

আসিয়া জাহাঙ্গীরের পদতলে পড়িয়া উঠে স্বরে কহিল—

“জাঁহাপনা, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।”

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ! —

মহাবৎ ৭১ নম্বর রহিলেন

১ম নারী। আমাদের শিশুদের বাঁচান।

হুজুহান। নারীগণ!—সম্রাট ইনি নহেন। সম্রাট উনি।—

মহাবৎকে দেখাইলেন

নারীগণ। (মহাবৎ খাঁর পদতলে পড়িয়া কহিলেন)—জাঁগাপনা !
ভিক্ষা চাচ্ছি—আমাদের শিশুদের রক্ষা করুন। বিনিময়ে আমাদের হত্যা
করুন।

মহাবৎ। ফরিদ ! যাও, এ হত্যা নিবারণ কর ! বল সম্রাটের আজ্ঞা !
—মহাশয়গণ যান। হত্যা নিবারণের আদেশ পাঠালাম।

ফরিদ ও নারীগণের সহিত ওমবাওগণের প্রস্থান

মহাবৎ। শের আলি !

শের আলি। জনাব !

মহাবৎ। তাঁবু ভাঙে, সম্রাট আজ্ঞামীরে ফিরে যাবেন ; এ বর্বর
জাতির নগরে প্রবেশ কর্বেন না।

শের আলি প্রস্থান

মহাবৎ কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর নারব রহিলেন, পরে
ফিহিলেন—

“মহাবৎ।”

মহাবৎ। জাঁগাপনা !

জাহাঙ্গীর। এই পিস্তল লও। আমায় বধ কর। এ অসহ্য !

মহাবৎ। বুঝেছি জাঁগাপনা ! আমার এই রকম অবোধে আজ্ঞা দেওয়া
জাঁগাপনার কাছে প্রীতিকর হ’তে পারে না ; জানি সম্রাট !—তবে সম্রাট
যেন মনে করেন যে—এ সব আজ্ঞা দিচ্ছি আমি, সম্রাটের অভিভাবক-
স্বরূপ। নিজে সম্রাট হ’য়ে বসি নাই।

হুজুহান। সম্রাট আর কাকে বলে মহাবৎ খাঁ ? তুমি বিশ্বাস-

ঘাতকতা ব-রে' আমাদের নিজের গৃহ হ'তে নিষ্কাশিত করে', ভিতর হ'তে আমাদের মুখের উপর আমাদেরই গৃহঘার রুদ্ধ করে' দিয়ে, সেই গৃহের মধ্য-কক্ষে সিংহাসনে গিয়ে বসেছে। তুমি নেমকহারামি করে' প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ উল্টে দিয়ে আমাদের উপর হুকুম চালাচ্ছ। তুমি সম্রাট্, আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরকে তোমার বন্দী রেখে তাঁর নামে তোমার স্বৈচ্ছাচার আজ্ঞা প্রচার করছ।—সম্রাট্ আর কাকে বলে মহাবৎ খাঁ ?

মহাবৎ নীরব রহিলেন

জাহাঙ্গীর। তবু যতদিন তোমার জায়ের শাসন ছিল, মহাবৎ খাঁ, আমি কণাটি কই নাই। তুমি আমার শাসন অগ্রায় শাসন বলে' আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে,—তথাপি—

মহাবৎ। আজ্ঞা করুন সম্রাট্। “তথাপি” ?

জাহাঙ্গীর। তথাপি আমি এরকম অগ্রায় কখন করি নাই। আমি একের অপরাধে অন্যের হত্যার আদেশ দিই নাই। আমি জায়বিচারে আমার প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞার মৃত্যুদণ্ড দস্তখৎ কবে' পরে তোমার কাছে আমি,—সম্রাট্ আমি, করযোড়ে তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছি। আর এই তোমার জায় বিচার!—আর আমি সম্রাট্, আমায় নিরুপায় ভাবে এই অবিচার দেখতে হচ্ছে।—না মহাবৎ, আমায় বধ কর। ভারতের সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নতজান্ন হ'য়ে তোমার কাছে নিজের প্রাণদণ্ড ভিক্ষা চাচ্ছে।—

পিস্তল দিলেন

মহাবৎ। জাঁহাপনা ! আপনার সাম্রাজ্য আপনি ফিরিয়ে নিন। আপনি এখন যে সম্রাট্, সেই সম্রাট্। আমি আপনার প্রজা। ক্রোধবশে অপরাধ করেছি। দণ্ড দিন। (সম্রাটের পদতলে তরবারি রাখিলেন)

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ ! এ কি ! এত মহৎ তুমি ! (কণেক নিমন্তক থাকিয়া) মহাবৎ ! তুমি অপরাধ মাঝে মাঝে মানুষমাত্রেরই হ'য়ে থাকে।

কিন্তু সেই ভ্রম স্বীকার করে', যে স্বেচ্ছায় সেই অপরাধের দণ্ড বাড় পেতে নিতে পারে, সে দেবতা নয় বটে; সে মানুষ। কিন্তু—বাহবা নাতুষ শোভনাল্লা।—মহাবৎ খাঁ, এই নাও তোমার তরবারি। আমরা তোমার সর্ব অপরাধ মার্জনা করলাম।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আসফের গৃহপ্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি

আসফ ও কর্ণসিংহ ঠাঁড়াইয়া কথাবার্তা করিতেছিলেন

আসফ। কুমার পরভেজের বঙ্গদেশেই মৃত্যু হয়। তার পরই সম্রাজ্ঞী সম্রাটকে দিয়ে এক অন্তজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নেন, যে তাঁর মৃত্যুর পর কুমার গারিয়ার সম্রাট হবেন। কারণ—সাজাহান সম্রাট হ'লে যে মুরজাহানের প্রভুত্ব যাবে, তা তিনি বেশ জানেন।

কর্ণ। কুমার সাজাহান কোথায়?

আসফ। গোলকুণ্ডায়।

কর্ণ। সম্রাটের স্পীড়া খুব কঠিন কি?

আসফ। বিশেষ কঠিন।

কর্ণ। মহাবৎ খাঁর পবর কিছু জানেন কি?

আসফ। জনরব যে, হঠাৎ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তিনি ফকির হ'য়ে বেরিয়ে গিয়েছেন।

কর্ণ। আশ্চর্য্য!—এই মহাবৎ খাঁর চরিত্র আমার কাছে একটি প্রহেলিকা বোধ হয়!

আসফ। আমি তাঁকে কতক জানি। শিলাধণ্ডের মত কঠিন, কিন্তু

আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। তিনি বজ্রের মত অপ্রতিহত-প্রভাব,
কিন্তু নারীর এক বিন্দু অশ্রু তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এই সময়ে ঘড়ির বেগে মহাবৎ খাঁ সেই প্রান্তরে প্রবেশ করিলেন

আসফ। কে তুমি! এ কি!—মহাবৎ খাঁ না?

মহাবৎ। এককালে ছিলাম বটে।

কর্ণ। আশ্চর্য্য! আপনার কথাই কচ্ছিলাম সেনাপতি।

মহাবৎ। আমার সৌভাগ্য।

আসফ। তুমি হঠাৎ এখানে কি অভিপ্রায়ে মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। আপাত্ত আছে? সম্রাজ্ঞীর প্রত্যাভিত মহাবৎ খাঁকে কি
সম্রাজ্ঞীর লাতা তাঁর গৃহে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত?—বলুন, ফিরে যাচ্ছি।

আসফ। সম্রাজ্ঞীর আচরণের জন্য আমার দুঃখনা মহাবৎ!—আমি
তাঁর জন্য দায়ী নহি! আর আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর
মহাবৎ, ত মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, যে ভারতবর্ষে একজনও নাই, আমি
যাকে মহাবৎ খাঁর মত ভক্তি করি। আমার গৃহে কেন, মশনৎ, আমার
বক্ষে এসো।

আলিঙ্গন করিলেন

মহাবৎ। বাণ—আমি আপনার রাজধানী উদয়পুরে গিয়েছিলাম।
শুনলাম আপনি আগ্রাষ। তাই আগ্রায় এসেছি, আপনারই খোঁজে।

কর্ণ। সেনাপতি।

মহাবৎ। ছয়মাস নিজের জন্য চেয়েছিলাম। সে ছয়মাস শেষ
হয়েছে। অগ্রিম বেতনস্বরূপ ৫০০০ রাজপুত সৈন্য চেয়েছিলাম।
পেয়েছিলাম। আমার বাকি জীবন আপনার কাছে বিক্রীত!—আজ্ঞা
করুন।

আসফ। আশ্চর্য্য! মহাবৎ! তুমি একটা সমস্ত।

মহাবৎ। কে ম? ?

আসফ । তবু তুমি সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছো !

মহাবৎ । কেন আসফ !

আসফ । তুমি সাম্রাজ্য মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিলে !

মহাবৎ । দিলাম ।

আসফ । কেন মহাবৎ ?

মহাবৎ । মন বিগড়ে গেল ।

আসফ । বিগড়ে গেল ?—তাই তুমি সম্রাটকে, সাম্রাজ্যকে সেই ব্যাঘ্রীর মুখের সম্মুখে রেখে এলে ?

মহাবৎ । এলাম । আমার কি ! ঈশ্বর এ জাল রচনা করেছেন ! তিনি ছাড়ান ।

কর্ণ । মহাবৎ খাঁ, ঈশ্বর নিজের হাতে কাহারও জাল রচনাও করেন না, নিজের হাতে কোন জাল ছাড়ানও না ।—মানুষকে দিয়েই উভয় কাজ করান ।

মহাবৎ । করুন । যাকে দিয়ে ইচ্ছা, তিনি এ জাল ছাড়ান । আমার কি !

কর্ণ । না মহাবৎ খাঁ, আপনাকেই এ জাল ছাড়াতে হবে । আপনাকে ঈশ্বর শক্তি দিয়েছেন—চাবি বন্ধ করে' রাখবার জন্ত নয় ।

মহাবৎ । আমি আপনার ভৃত্য । আজ্ঞা করুন ।

কর্ণ । তা বলে' নয় সেনাপতি । আমি এই মুহূর্তে সে বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করে' দিচ্ছি । আপনার নিজের মহত্বের উপরই আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করি ।

মহাবৎ । কি কর্ত্তে হবে রাণা ?

কর্ণ । এই অপদার্থ সম্রাট, জাহাঙ্গীরকে নামিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাতে হবে ।

মহাবৎ । কে সে যোগ্য ব্যক্তি ?

আসফ। সম্রাটের এক পুত্রকেই সিংহাসনে বসাতে হবে অবশ্য।

কর্ণ। নিশ্চয়ই।

আসফ। তবে সাজাহান আর শারিয়ারের মধ্যে বেছে নিতে হবে। শারিয়ার সম্রাট হলে' হুজুহানই পূর্ববৎ সম্রাট থাকবেন। দুর্বল শারিয়ার তাঁর জামাতা।

কর্ণ। আমার মত—কুমার সাজাহানকে সম্রাট করা।

মহাবৎ। আমারও তাই মত।

আসফ। তবে বোধ হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রয়োজন হবে না। হাকিমের মতে তাঁর জীবন আর একমাস কি দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী হবে না। কিন্তু হুজুহান শারিয়ারের জন্ত যুদ্ধ করবেন। কারণ সম্রাটকে দিয়ে তিনি শারিয়ার ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট বলে' লিখিয়ে নিয়েছেন।

মহাবৎ। উত্তম। আগরা তার জন্তে প্রস্তুত থাকবে।—এখন বড় শ্রান্ত হয়েছি।—আসফ, তোমার বাড়ীতে আজ থাকবার একটু জায়গা দিবে?

আসফ। সে কি! মহাবৎ! তুমি আমার ভাই। এসো ভিতবে এগো।—না, যোগো। আমি আগে গিয়ে দেখি?

প্রস্থান

মহাবৎ। রাণা, আপনি আগ্রার সিংহাসনে বসতে চান?

কর্ণ। আমি?

মহাবৎ। হাঁ, ইচ্ছা করলে এই সুযোগে নব হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারি। আমি মুসলমান হয়েছি। কিন্তু—যাক্, যার উপায় নাই তা ভেবে কি হবে—আপনি আগ্রার সিংহাসন চান?—এটা সে সমস্যা মনে হয় নি।

কর্ণ। কোন্ সমস্যা?

মহাবৎ। যখন সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আসি।—তবু এখনও সময় আছে। আপনি হিন্দুসাম্রাজ্যের উদ্ধার করতে চান?

কর্ণ। না সেনাপতি !

মহাবৎ। কেন রাণা ?

কর্ণ। কারণ, এ সাম্রাজ্য আমরা হিন্দু যদিও পুনরাধিকার করি, তা রাখতে পার্কে না।

মহাবৎ। কারণ ?

কর্ণ। কারণ আমি ভেবে দেখেছি—যে বতদিন আমরা হিন্দুজাতি আবার মাত্র না হ'তে পারি, ততদিন হিন্দুর স্বাধীন সাম্রাজ্য বিকারের স্বপ্ন। আমরা জাতটা বড়ই ছোট হ'য়ে গিয়েছি খাঁ সাহেব। ভায়ের ভালোব চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তার ভালো দেখতে পর্যন্ত পারি না। অল্প জাতির যদি কেহ আমাদের পেষণ করে, তা ঘাড় পেতে নেব। কিন্তু আমার ভাই আমার উপর যে কর্তৃত্ব কর্কে, তা সৈতে পারি না। আমি সম্রাট হ'লে সমস্ত হিন্দু চোখ টাটাবে। আবার দেশে রক্তশ্রোত বৈবে। তার চেয়ে পরের শাসনে তারা সুখে আছে।

মহাবৎ। সত্য কথা। নহিলে হিন্দুর এ হৃদশা হবে কেন !

আসফের পুনঃ প্রবেশ

আসফ ! এসো মহাবৎ।

মহাবৎ। বন্দেগি রাণা।

কর্ণ। বন্দেগি সেনাপতি। বন্দেগি মন্ত্রীমহাশয় !

আসফ। বন্দেগি রাণা।

মহাবৎ ও আসফ একদিকে ও কর্ণ বিপরীত দিকে নিজস্ব হইলেন

শত্রুদ্রোহ

স্থান—গোলকুণ্ড। কাল—রাত্রি

খাদিজা একাকিনী গাহিতেছিলেন

গীত

নিভাশ্রু আমারই, তবু যেন সে আমার নয় ;
নিতি নিতি দেখি তবু পাই নাই পরিচয় ।
বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়ে না পাই কাছে ;
অন্তরে রয়েছে সদা তবু কেন কেন ভয় !
যত ভালোবাসি, যেন তত ভালোবাসি নাই ;
যত পাই ভালোবাসা—আরো চাই আরো চাই ;
পলকে তাহারে পাই, পলকে হারায় যাই,
—মিলনে নিখিলহারি বিরহে নিখিলময় ।

সাজাহান প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

“খাদিজা ! পিতার মৃত্যু হয়েছে ।”

খাদিজা । মৃত্যু হয়েছে ?

সাজাহান । মৃত্যু হয়েছে,—এই নেও, পড় তোমার পিতার পত্র ।

খাদিজা পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

সাজাহান । সেই দুষ্টা উচ্চাশিনী নারী শেষে পিতাকে হত্যা কর্লে ।
পিতাকে বিলাসে মজ্জিত করে’ বিভোর করে’ রেখে—শেষে তাঁকে
জীবনের মধ্যাহ্নে হত্যা কর্লে ;

খাদিজা । সম্রাজ্ঞী হত্যা করেন নি ত ।

সাজাহান । একে হত্যা ছাড়া আর কি বলা যায় ! শেষে তাঁকেও
তিনি যেমন হত্যা করেছিলেন, পিতাকেও তিনি ঠিক সেই রকম হত্যা
করেছেন ।

খাদিজা। সাম্রাজ্যের জন্ত ?

সাজাহান। হাঁ, সাম্রাজ্যের জন্ত (পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া)
দেখ খাদিজা, তোমার পিতা লিখেছে মুরজাহান সাম্রাজ্যেব জন্ত যত্ন
কর্বেন। তিনি সহজে সাম্রাজ্য আমাব হাতে দিবেন না।

খাদিজা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ। চল আমরা কোন দূর বনগ্রামে
দাঁড়ি; সেখানে কৃষক-দম্পতি হ'য়ে সুখে জীবন অতিবাহিত করি।
ভূমিধণ্ডের জন্ত মারামারি কাটাকাটি কেন ?

সাজাহান। খাদিজা ! এখনও তুমি সেই বালিকা।—পায়ে ধরি—
স্মৃতি করি—একটু বড় হও।

খাদিজা। আমরা যদি কপোত কপোতী হ'তাম !

সাজাহান। তা হ'তে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। এখন চল,
আমবা আশ্রয় বাবার জন্ত প্রস্তুত হই।

খাদিজা। নাথ।—

সাজাহানেব হাত ধরিলেন

সাজাহান। এখন চল। প্রেমালোপ পরে হবে।

উভয়ে নিঃশব্দ হইলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মুরজাহানের কক্ষ। কাল—রাতি

মুরজাহান একাকিনী দাঁড়াইয়া

মুরজাহান। মুরজাহান ! এই আলোয়ার পিছনে এতদিন ত ছিলে ;
কিছু পেলে কি ? কিছু না। তবু চলেছি !—কিন্তু আজ বুঝেছি যে,
আর নিজের শক্তিতে চলছি না। একটা অর্জিত অভ্যাস আমার কলের

পুতুলের মত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চল্ছি ;—কারণ, চলা ভিন্ন আর উপায় নাই।—মর্ত্তে যাচ্ছি ;—তবু চলেছি।

শারিয়্যার প্রবেশ করিলেন

শারিয়্যার। আমাকে ডেকেছিলেন সম্রাজ্ঞী ?

হুজ্জাহান। হাঁ শারিয়্যার !—সম্রাট্ মৰ্ক্যার আগে তোমায় তাঁব উত্তরাধিকারী করে' গিয়েছেন। এই তাঁর অমৃত্তাপত্র। তুমি সৈন্তে আগ্রায় গিয়ে আগ্রার সিংহাসন অধিকার কর।

শারিয়্যার। আমি !

হুজ্জাহান। হাঁ তুমি। আমার ভাই আসফ, মহাবৎ খাঁ আর মেবারের রাণা একত্রিত হয়েছে। তারা সাজাহানের জন্ত সন্ধ কর্বে। সাজাহান এখনো বড়দূরে ! তারা আপাততঃ খসরুর এক অপগণ্ড শিশুকে সিংহাসনে খাড়া করেছে। তুমি যাও। তাদের সঙ্গে সন্ধ কর।

শারিয়্যার। আমি সন্ধ কর্বে !

হুজ্জাহান। বিরক্তি কোরো না !—যাও। আমি সৈন্তদের আজ্ঞা দিয়ে দিচ্ছি।

বলিয়া চলিয়া গেলেন

শারিয়্যার। আমি সম্রাট্ ! ভাব্তেও হুংকল্প উপস্থিত হয়। আমি সন্ধ কর্বে !—এ যে কখনও ভাবি নি ! পার্বে ?

ভাবিতে লাগিলেন

লয়লা প্রবেশ

লয়লা। শারিয়্যার !

শারিয়্যার। লয়লা !

লয়লা। তুমি সাম্রাজ্যের জন্ত সন্ধ কর্বে যাচ্ছ না কি ?

শারিয়্যার। হাঁ যাচ্ছি লয়লা।

লয়লা। তুমি মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?

শারিয়্যার। তার আর আশ্চর্য্য কি !

লয়লা। যুদ্ধ কি দিয়ে করে, বল দেখি ! যুদ্ধ করে বলে, জানো ?

শারিয়্যার। লয়লা ! তুমি আমায় উপহাস বর্চ্ছ। আমি তোমার স্বামী তা জানো।

লয়লা। সেই গৌরবই তোমার পক্ষে দুর্লভ। তার উপর সম্রাট হ'লে সামন্যতে পার্কে না—একেবারে মারা যাবে।

শারিয়্যার। না ! আমি জিনিসটা অনেকটা ধারণা ক'রে নিয়েছি। হাঁ আমি যুদ্ধ করব ! কেন পার্কে না ? আমি কি মাতুষ্য নই ? তুমি আমার চিবদিন অবজ্ঞা কর ; আমি দেখাবো যে আমি এত অপদার্থ নই, যত তুমি ভাবো।—হাঁ আমি যুদ্ধ করব। আমি সম্রাট হবো।

লয়লা। স্বামী ! সেই কচ্চকী নাবীর উর্গনাত জামে পড়ো না। মারা যাবে। এ সম্বন্ধ ছাড়ো।

শারিয়্যার। সে কি আমি যে সম্রাট হয়েছি। পিতা আমায় সম্রাট করে' গিয়েছেন। আমার কেবল এখন সিংহাসনে বসাই বাকি। আমি বাচ্ছি সেই সিংহাসনে বসতে। যদি কেউ বাধা দেয়, যুদ্ধ করব।

লয়লা। বেচারী আমার !—শোনো ! পালাও ! এ আবর্তের মধ্যে তুমি একবার গড়লে আর আমি তোমায় বাঁচাতে পার্কে না। আমার মায়ের গ্রাস রাক্ষসীর গ্রাস ! সাবধান !

হুরজাহানের পুনঃপ্রবেশ

হুরজাহান। কি লয়লা ? আমার বিরুদ্ধে শারিয়্যারকে উত্তেজিত কর্চ্ছ।

লয়লা। হাঁ কর্চ্ছি। আমার স্বামীকে বাঁচাবার অধিকার আমার আছে।

মুরজাহান । বাঁচাবার অধিকার ?

লয়লা । হাঁ, বাঁচাবার অধিকার ।—হা নারী ! এখনও তোমার ক্ষমতার আশা মিটে নাই ? এখনও আমার স্বামীকে তোমার ক'ড়ে আঙ্গুলে জড়িয়ে সাম্রাজ্য শাসন কর্তে চাও ?—আহা, এই দুর্বল রোগ-বিকম্পিত শীর্ণমূর্তি দাঁড়াতে মহাবৎ থা'র বিপক্ষে ?

মুরজাহান । আমি আছি ।

লয়লা । তুমি ? তোমার কি শক্তি ! তোমার শক্তি যিনি ছিলেন, তিনি আজ মাটির নীচে—অসাড়, ধিম, স্থির ! আর আজ তোমারই কুমন্ত্রণায় সেনাপতি মহাবৎ থা, রাণা কর্ণসিংহ, কুমার সাজাহান, তোমার নিজেরই ভাই আসফ—তোমার বিপক্ষে । তুমি আছো ? আর দর্প শোভা পায় না ।—না না, আমার স্বামীকে তোমার জালে ভড়িত হ'তে দেবো না ।

মুরজাহান । আমার বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াও কি স্পর্ধায় লয়লা ?

লয়লা । আমার সাধু সংকল্পের স্পর্ধায় ।

মুরজাহান । জান আমি সম্রাজ্ঞী ?

লয়লা । ছিলে বটে—সে দিন গিয়াছে মুরজাহান । এখন সম্রাজ্ঞী যদি কেউ থাকে, ত সে আমি ।—শোন স্বামী । তুমি একদিন শপথ করেছিলে যে কখন সম্রাট হবে না । তা তুমি কখনও হবে না, হ'তে পারবে না তা জানি । তবে আমার এই পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও যদি এই উচ্চাশিনী নারীর চক্রান্তের আবর্তের মধ্যে এস পড়, আর আমি তোমায় রক্ষা কর্তে পারবো না । মনে থাকে যেন ।

লয়লা প্রস্থান করিলেন

মুরজাহান । শারিয়ার ! তুমি আমার এই ধুষ্ট উদ্ধত কথায় কথায় শুনো না । তুমি সম্রাট হবে । আমি দীর্ঘকাল ধরে' ভারত শাসন করে' আসছি । আমি তোমার সহায় । জাহাঙ্গীরের মনোনীত সম্রাট তুমি ।

তোমার কোন ভয় নাই। যাও। সৈন্তে আগ্রা অধিকার কর।
আমি আরও সৈন্ত নিয়ে পবে আসছি।—যাও!

শারিয়ার চলিয়া গেলেন

হুরজাহান। (কিছুক্ষণ একাকিনী সেই কক্ষমধ্যে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া
বহিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন)—বৃথা! বৃথা! বৃথা! হারে মৃত
মানুষ!—হাস্তমুখে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ছুটেছি সর্বনাশের দিকে! বাঁচিস
শুধু মৃত্যুর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবার দল! যত পাক্‌ছি তত পচ্‌ছি!
—এ জীবন একটা জীবন্ত মৃত্যু। হাঙ্গ হাহাকারের বিকার! আলোক
অন্ধকারেব 'অর্ধনাদ'।—আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে এ বৃথা আয়োজন।
সম্মুখে আমার পতন। একেবারে শৈলশিখরের কিনারায় দাঁড়িয়েছি।
আবর্তের মাঝখানে পড়িছি। আর রক্ষা নাই। বিনাশের কল্লোল
শুনতে পাচ্ছি। নিতান্তই কাছে এসেছি। নিয়তির অদৃশ্য তর্জনী
অদূরে লক্ষ্য করে' আমায় যেন ডেকে বগছে,—‘ঐখানে তোমার সর্বনাশ,
তবু তোমায় ঐখানেই যেতে হবে।’ ধ্বংসের ওষ্ঠে একটা হিম কঠিন
শাবিত হাসি দেখছি! সে হাসির অর্থ—এই যে—তোমার জ্ঞাত শেষশব্দ
পেতে বসে আছি।—এসো।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের বাদলমহল। কাল—প্রভাত

মহাবৎ খাঁ, বন্দররাজ, কণসিংহ ও কর্মচারীগণ। সকলে যেন কাহার অপেক্ষা
করিতেছিলেন।

অদূরে বাস্তধানি। পরে সম্রাট সাজাহান প্রবেশ করিলেন

সকলে। সম্রাট সাজাহানের জয় হোক।

মহাবৎ। জাঁতাপনা!—এই বিপক্ষের নিশান—আর এই সম্রাট
জাহাঙ্গীরের মুকুট।

সাজাহানকে দিলেন

সাজাহান। আমি আস্‌বার আগে তুমি আমার জ্ঞান সাম্রাজ্য জয় করে' বেখেছো মহাবৎ খাঁ! তোমায় যথোচিত পুরস্কার দিবার সাধ্য আমার নাই। যে সম্মান আমি আজ বহন করছি, সে সম্মান তুমি হাতে পেয়েও এক মুষ্টি ধুলার মত পথে নিক্ষেপ করেছো।

কর্ণ। জাঁহাপনা—ওঁর কার্য্য সম্রাট হওয়া নয়, ওঁর কার্য্য সম্রাট তৈরি করা।

সাজাহান। সম্রাজ্ঞী বন্দী?

মহাবৎ। হাঁ জাঁহাপনা!

সাজাহান। তাঁকে মুক্ত করে' দাও মহাবৎ খাঁ।—তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য বাৎসরিক ১০০০০ আসরফি নির্দ্ধারিত রৈল।

মহাবৎ। যে 'আজ্ঞা জাঁহাপনা।

সাজাহান। অগাণ্ড রাজপরিবারদের কি বন্দোবস্ত হয়েছে?

বন্দররাজ। খোদাবন্দ!—সে বন্দোবস্ত আমি করে' এসেছি।

সাজাহান। তুমি বন্দরের রাজা! সে বন্দোবস্ত করেছে। সর্ব্বনাশ!—কি বন্দোবস্ত কবেছ ওনি?

রাজা। খগরুর দুই পুত্রকে হত্যা করিয়েছি। পরভোজ্য ত দুই পুত্রের মৃত্যু আগেই হয়। তাদের হত্যা করার আর দরকার হয় নি। শারিয়াদের পুত্রকে গলা টিপে মেরেছি আর শারিয়াকে অন্ধ করেছি। তাঁকে আর কখনও সম্রাট হ'তে হবে না।

সাজাহান। (বজ্রাহতবৎ ক্ষণেক হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ভগ্নস্বরে কহিলেন)—এ কি! এসব সত্য কথা!—না মিথ্যা!—রাজা!

রাজা। সত্য কথা খোদাবন্দ! বান্দা কি গাঃসে জাঁহাপনার কাছে মিথ্যা বলবে।

সাজাহান। ওঃ কি ভীষণ! কি পৈশাচিক!—কে করেছে এসব?

রাজা। বান্দা।

সাজাহান। মুরজাহান বেগম! তুমি অনেক পাপ করেছে। কিন্তু পাপেব শেরা পাপ,—এই পাপকে তোমার ক্ষমতা দিয়ে ঘিবে এতদিন রক্ষা করা। এত হত্যা! এত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা! আমি যে কল্পনাও কর্তে পারি নি—এও সম্ভব।—প্রহরী। (রাজাকে দেখাইয়া দিলেন)

প্রহরী বাধিল

রাজা। এঁা—আজ্ঞে খোদাবন্দ!

সাজাহান। চুপ!—রাজা! তুমি ভেবেছিলে যে আমার ভ্রাতাকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করলে আমি খুসী হব?—পৃথিবীতে কেউ হয়?—সাজারই শত্রু হোক।—নিজের ভাই, নিজের ভাইপো!—উঃ—রাজা তোমায় কি শাস্তি দিব? মৃত্যু তোমার যথেষ্ট দণ্ড নয়। তোমার উচিত দণ্ড সৃষ্ট হয় নি।—কিন্তু এর দণ্ড মৃত্যুই হোক।—আমি ভাবতে পারছি না। প্রহরী! একে বাহিরে নিয়ে যাও। আর মহবৎ খাঁ! এইক্ষণেই একে গুলি করে' বধ কর।

মহাবৎ। কোন রাজাজ্ঞা কখন এত আনন্দের সহিত পালন করি নাই জাঁহাপনা।

প্রহরীদ্বয় রাজাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। মহাবৎ খাঁ সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলেন

সাজাহান। অভাগা শিশুগণ! হতভাগ্য ভাই শারিয়্যার!—এর জন্য আমি দায়ী নই।

বাহিরে গুলির শব্দ রাজার আর্তনাদ ও পতনের শব্দ

সাজাহান। যাক!—পৃথিবী থেকে একটা পাপের প্রকাণ্ড ভার গেল। কর্ণ। ভারত-সম্রাট—যা হ'য়ে গিয়েছে তার আর উপায় নাই। এখন যারা জীবিত আছেন জাঁহাপনা, তাঁদের যথাবিধি ব্যবস্থা করুন।

সাজাহান। বাণা কর্ণ! কি দিয়ে আপনার ঋণ শরিশোধ কর্কে পারি জানি না। আমি যখন সম্রাজ্ঞীর সৈন্ত দ্বারা আক্রান্ত, তখন রাণা আপনি আমার আশ্রয় দিয়েছিলেন, আব মেবারের সমস্ত সৈন্ত নিয়ে আমার জন্ত যুদ্ধ করেছিলেন।

কর্ণ। কারণ, বুঝেছিলাম যে বৃদ্ধ কচ্ছি ধর্ম্মেব পক্ষে, অধর্ম্মেব বিপক্ষে।

সাজাহান। তাব পর দৌষকাল ধবে' আপনার আতিথে্যে বাস করি; এই প্রাসাদ, এই সিংহাসন, ঐ মসজিদ, বাণা, আমারই জন্ত নিশ্চয় কবিষে দেন।—বাণা! আমি চলে' গেলে এগুলি আমাব স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে দেবেন কি?

কর্ণ। যতদিন কালেব ঙুত ঙুতে বক্ষা কতে পারি সম্রাট!

সাজাহান। আব ঐ নাদাব মসজিদ! সে ত হিন্দুর বিধর্ম্মীব মসজিদ।

কর্ণ। হিন্দু আজ প্রতিত হলেও এত হীন হব নি জাগপনা। ষত দিন মেবাব বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে, ততদিন এ মসজিদে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জালবার জন্ত তৈলের অভাব হবে না।

সাজাহান। ধন্ত হিন্দুব ঐদার্বা। আর—আমি মুসলমান হ'লেও আমাব ধমনীতে তিন ভাগ হিন্দুরক্ত!—মহাবাণা আপনার উচ্চীধ খুলুন ত।

কর্ণ উচ্চীধ খুলিলেন। সাজাহান স্বীয় উচ্চীধ তাঁহাকে পরাইয়া তাঁহার

উচ্চীধ নিয়ে পারিয়া কহিলেন—

কর্ণসিংহ আজ থেকে আমবা দুই ভাই; আর হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—যমুনাতীরস্থ প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ । কাল—রাত্রি

পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ঝঙ । বাতাস নিশ্চল । একটা ঝড় আসিবার
পূর্বাবস্থা ।

আসফ ও খাদিজা তীরে প্রাসাদমুখে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

খাদিজা । বাবা, আমার ত বোধ হয় সম্রাজ্ঞী উম্মাদিনী । তিনি
নির্জনে বেড়ান, হাসেন, নিজের মনে বকেন । আর একটা আশ্চর্য্য
দেখি যে, তিনি মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ করেন আর খোলেন, আর এক-
দৃষ্টে তার পানে চেয়ে দেখেন !

আসফ । অভাগিনী ! তাঁর ক্ষমতা গিয়েছে । তিনি এখন এক
অসীম শূন্যতা অনুভব করছেন ।—এখন তিনি কোণায় ?

খাদিজা । জানি না । খুঁজে দেখি গিয়ে ।—উঃ কি কালো মেঘ
করেছে ! ঝড় উঠবে ।

এই সময় অন্ধ শারিয়ার হাত ধরিয়া লয়লা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন

লয়লা । এই যে এখানে মামা ।

আসফ । কি লয়লা !—সঙ্গে কে ?

লয়লা । আমার অন্ধ স্বামী ।

আসফ । কুমার শারিয়ার ?—নেচারী কুমার !—তোমাকে তারা
অন্ধ করেছে ?

শারিয়ার । হাঁ মামা ! আমাকে তারা অন্ধ করেছে ! এই জগৎ
আমার কাছে অসীম একাকার—কেবল একটা গাঢ় কৃষ্ণ শূন্য । আজ
আমার কাছে পৃথিবী, আকাশ, নদী, পর্বত, বৃক্ষ, বিহঙ্গ, সব—এক ;
সব সমান ! ওঃ—কি নিষ্ঠুর তারা, মামা, যারা মানুষকে অন্ধ করে !

লয়লা। (রক্তকন্দনকম্পিত স্বরে) কি নিষ্ঠুর তারা !

শারিয়ার। লয়লা, তুমি আমাকে নিবেদন করেছিলে, আমি শুনি নি !
আমি শপথ করেছিলাম—ভেঙেছি। তার এই ফল।

লয়লা। সে সব কথা স্মরণ করে কাজ নাই প্রিয়তম ! অতীত—
অতীত। ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ।

শারিয়ার। আমার আবার ভবিষ্যৎ !—আমার ভবিষ্যৎ একটা
অসীম নৈরাশ্র ; বিরাট অবসাদ ; জীবনব্যাপী অন্ধকার। প্রভাতের
স্বর্ণরশ্মি আর আমার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য কর্তে কতে আসবে না ;
নিশাথেব চন্দ্র আকাশ-সমুদ্রের উপর দিয়ে জ্যোৎস্নার পাল তুলে দিয়ে
আর ভেসে যাবে না ; নব বসন্তোদ্যমে পৃথিবীর উপর দিয়ে শামলতার
ঢেউ বয়ে যাবে না।—সৌন্দর্য্য স্মৃতিমাঝ র'য়ে গেল লয়লা।

লয়লা। হুঃখ কি নাথ ! আমি তোমার পাশে আছি। তারা
তোমার সব কেড়ে নিতে পারে, তোমার লয়লাকে কেড়ে নিতে পারে
না। হুঃখ কি ? আমি আছি। আমি তোমায় বিশ্বসৌন্দর্য্যেব কাঙ্ক্ষিনী
শোনাবো। আর তার চেয়েও যা মনোহর, যা চক্ষে দেখা যায় না,
কেবল হৃদয়ে অন্তর্ভব করা যায় ; তাই তোমায় শোনাবো ! আমি
তোমায় শোনাবো—মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার সেবা, ভক্তের ভক্তি,
কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা, ত্যাগীর ত্যাগ। কোন হুঃখ নাই নাথ ! আমি
আছি—

শারিয়ার। আমার সেই এক স্নেহ লয়লা ! আমি দৃষ্টি হারিয়েছি,
কিন্তু এত দিন পরে তোমায় পেয়েছি। আগার কিছুই তুমি কখন স্মরণ
দেখোনি। আজ—

লয়লা। আজ তুমি সর্বাপেক্ষ সুন্দর। তোমার বেটুকু কানিমা আমার
চক্ষে ছিল তা সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু খোঁত করে' নিষে গিয়েছে।
মৃত্যুর পরে আর তাঁর প্রতি আমার ঘেঁষ নাই। আর—তুমি আজ বড়

দীন, বড় অসহায়। আজ তোমায় আমি প্রাণ ভরে' ভালোবাসি।
এত ভাল তোমায় কখন বাসিনি। আজ তোমার মত সুন্দর কে !

আসফ। লয়লা! নারী দেবী হয় শুনেছি। সম্রাজ্ঞী রেবা সেই
দেবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে স্বর্গের কাহিনী। আমরা ভালো ধর্মে
পারি না। কিন্তু মর্ত্যের সঙ্গীত যে স্বর্গের কাহিনীকে ছাপিয়ে উঠতে
পারে, তা তুমি দেখালে।

খাদিজা। ঐ সম্রাজ্ঞী আসছেন! ঐ দেখুন নিজের মনে কি বকতে
বকতে আসছেন।

হুরজাহান নিজের মনে কথা বলিতে বলিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন

“উঃ, কি ক্ষমতাটাই ছিল! কি অপচয়ই কর্লে! নিঃশেষ কর্লে।
কিছু নাই (হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পরে খুলিলেন) এই দেখ।”

সকলকে হাত দেখাইলেন

আসফ। সম্রাজ্ঞী!—বোন্—

হুরজাহান। আসফ না? একটা গল্প শুন্বে?—শোন! এক যে
ছিল রাজা, তার ছিল এক রাণী। রাজা রাণীকে বড় ভাল বাসতো।
বিস্ত রাণী—সে ত আর মানুষ ছিল না। সে ছিল এক রাক্ষসী! মায়া
জায়ে। সে সমস্ত রাজ্যটাকে মায়াপুরী ক'রে ফেলো। পরে সে রাজার
ছেলেকে খেলো; রাজাকে খেলো; খেয়ে, নিজে রাজত্ব কর্তে
লাগলো। তার পর রাজার যে এক ছেলে সেই রাক্ষসীর গ্রাস থেকে
পালিয়েছিল বিদেশে; সে বড় হোল, বড় হ'য়ে একদিন ডকা বাজিয়ে এসে
রাক্ষসীর চুল ধরে' টেনে আছাড় মালো—আর সব ভেঙে গেলো।

আসফ। হুরজাহান!

হুরজাহান। - কে হুরজাহান? সে ত নেই। সে ত মরে' গিয়েছে।

আসফ। শোন মেহের—

হুজ্জাহান। মেহের! সেও মরে' গিয়েছে। তারা দুইজনেই মরে' গিয়েছে। মেহেরউল্লিসাও গিয়েছে, হুজ্জাহানও গিয়েছে।

আসফ। না বোন—

হুজ্জাহান। “না”—বল্লেই বিশ্বাস করব! আমি স্বচক্ষে দেখলাম তাদের মরে' যেতে। মেহেরউল্লিসা ছিল শের খাঁর স্ত্রী! আর হুজ্জাহান ছিল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। মেহেরউল্লিসা মার্লো শের খাঁকে; হুজ্জাহান মার্লো জাহাঙ্গীরকে। (মেঘগর্জন) ঐ শোন জাহাঙ্গীরের কণ্ঠস্বর! কি করুণ!—কি দিয়ে মার্লো?—রূপ! রূপ!—নৈলে মর্ত না! কেউই মর না!—রূপ নিয়ে সামলাতে পার্লো না! তাদের মেরে, তার পর বিষ খেয়ে মোলো।—মেহেরউল্লিসাও মোলো, হুজ্জাহানও মোলো।

আসফ। উন্মত্ততার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে।

হুজ্জাহান। আমি মানা করেছিলাম আসফ (আসফের বাড়ে হাত দিয়া)—শুনলো ন। মোরলো। মর্বে না? বিষ খেলো—মর্বে না? খাদিজা। মা!

হুজ্জাহান। কে! (সভয়ে ও সসম্মানে)—ও! বেগম সাহেব! সেলাম! (সেলাম করিয়া গিছু হটলেন) সেলাম! (মেঘগর্জন) ঐ!—শের খাঁর গলার আওয়াজ! কি—গম্ভীর!—শুনছো?

খাদিজা। মা ঝড় উঠেছে। ভিতরে চলুন।

হুজ্জাহান। এ ঝড় নয়—এ শের খাঁর তিরস্কার। সে বেচে থাকতে কখন ভংসনা করে নি। এখন করে কেন?

লয়লা। মা—ভিতরে চল। ঝড় উঠেছে।

হুজ্জাহান। উঠুক! মূলধারে বৃষ্টি নামুক। আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখুবো!—কি সুন্দর! কি ভয়ঙ্কর!

তখন হুজ্জাহান বজ্রঝড়ের সঙ্গুথে বিলম্বিত করিয়া সেই মহাহুঁহু: স্বরবিহ্বল চকু-ধর দিয়া খেন পান করিতে লাগিলেন

খাদিজা। উঃ কি বেগে বাতাস বইছে। ঝড় উঠেছে।

আসফ। উঃ কি বিদ্যুৎ!—কি গর্জ্জন!

লয়লা। মা'আমার—এসো।

উহার হাত ধরিলেন

মুরজাহান। (লয়লার ঝড়ে হাত দিয়া) লয়লা, মেহেরউদ্দিনসাকে চিন্তিস্?—সে ছিল তোঁর মা। আর এই মুরজাহান ছিল তোঁর সৎমা। আর আমি?—আমি তোঁয় কে? আমি তোঁর কেউ না। আমি তোঁর কেউ না!—(করুণ স্বরে) কেউ না। ও হো হো হো হো।

ক্রন্দন

লয়লা। না মা! তুমিই আমার মা! মুরজাহান কি মেহেরউদ্দিনস আমার মা ছিল না! তুমিই আমার মা।

মুরজাহান। সত্য?—ওঃ কি আনন্দ! সত্য? কেমন করে' জান্‌লি লয়লা! (মেঘগর্জ্জন) ঐ শোন আবার!!!

স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান

লয়লা। মুরজাহান আর মেহেরউদ্দিনস দুইজনই ছিল সৌভাগ্য-গর্ভিতা উচ্চাশিনী, সুখিনী নারী। তাদের ত মেয়ের দরকার ছিল না। কিন্তু তুমি আমার হতবৈভবা, ক্লান্তনম্রা, দুঃখিনী জননী! তোমার যে এখন একটা মেয়ের দরকার মা! আর এই আমার অন্ধ স্বামীর জীবন দরকার। তোমাদের আজ যেমন ভালোবাসি, তেমন আর কখনও বাসিনি। এখন আমি তোমাদেরই। আর কারো নই। তবে—(এক হাতে পারিবারের ও একহাতে মুরজাহানের হাত ধরিয়া) এসো মা! এসো স্বামী আমার! আমার সহবেদনার অশ্রুজলে নিত্য তোমার দুঃখের ক্ষত ধুইয়ে দিই।—এখানেই মেয়ের কাজ। এখানেই নারীর সাম্রাজ্য।

সুন্দরাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০০১১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬
